পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 21 Saturday, 21 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা ❋ ৫ পৌষ ১৪৩১, শনিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

খাস কলকাতার গেস্ট হাউসে অস্ত্র-কার্তুজ নিয়ে নিরাপদে বসে ছিল ওরা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ শহরের গেস্ট হাউস কি অপরাধের বাসা! রাতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। হাতেনাতে অস্ত্র সহ দুজনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার একটি গেস্টহাউজে অভিযান চালায় এসটিএফ। প্রথমে দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা এজেসি বোস রোডের একটি গেস্ট হাউসে অভিযান চালায়। ধৃতদের নাম রবিশ কুমার, মীরজ মালিক। তাঁরা দুজনেই বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে দুটি ৯ এমএম অটোমেটিক পিস্তল, ১৮ রাউন্ড কার্তুজ। ইতিমধ্যে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। অস্ত্র কারবারের সঙ্গে তাঁদের যোগ আছে বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কেন তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন?

কাউকে সেগুলি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কি না, সবটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কিছুদিন আগেই শিয়ালদহ থেকে উদ্ধার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আর এবার এজেসি বোস রোড। খাস কলকাতার গেস্ট হাউসগুলোও কি নিরাপদ নয়? প্রশ্ন উঠেছে। একদিকে জাল পাসপোর্টের রমরমা চলছে! পাসপোর্ট থেকে আধার কার্ড, সব নথি জাল করে অপরাধীদের বাড়বাড়ন্ত চলছে বলেই তথ্য সামনে আসছে। তার মধ্যে এই অস্ত্র উদ্ধারকে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিছুদিন আগে যেভাবে প্রকাশ্যে কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টা করা হয়, তাতেই নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছিল। ওই ঘটনার পর তপর হয় পুলিশও। তারপরও শহরে অস্ত্র উদ্ধার। পুলিশের ভূমিকা কি আবারও প্রশ্নের মুখে?

বড়দিনে বড় খবর! 'মারা গেল' শীত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ কয়েকদিনে ভালই দাপট ছিল ঠান্ডার। কলকাতা তো বটেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতে। টক্কর চলেছে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো জেলাগুলির সঙ্গে। কিন্তু, বছর শেষে ফের দুঃসংবাদ শীতপ্রেমীদের। হাওয়া অফিস বলছে, বড়দিনে জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনাই আপাতত নেই। শীতের পথে কাঁটা নিম্নচাপ। এমনকী এরইমধ্যে এসে গিয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাসও। আবহাওয়া দফতর বলছে শুক্রবারের পাশাপাশি শনিবারও ভিজতে পারে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। ভিজতে পারে দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগনা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে চার জেলাতে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, এবং ঝাড়গ্রাম অল্প বিস্তর বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে কলকাতায় পারাপতন জারি রয়েছে। এদিন রাতে কলকাতার তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। আগামী ৪ থেকে ৫ দিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির আশপাশেই ঘোরাফেরা করবে। শনিবার থেকে দেখা মিলতে পারে মেঘলা আকাশের। ২২ তারিখ কলকাতা সহ উপকূলের জেলাগুলিতে সকালে ঘন কুয়াশা হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর বর্তমানে একটি নিম্নচাপ রয়েছে। সেটিই আগামী ২৪ ঘণ্টায় শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপের রূপ নিতে পারে। সে কারণেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপের দোসর আবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। দুই কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন তাই বাধা দিচ্ছে শীতের পথে। ফলে বড়দিনে জাঁকিয়ে শীত এবার আর পড়ছে না।

তপসিয়ায় শতাধিক ঝুপড়িতে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে গেল সব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ ভয়াবহ আগুন তপসিয়াতে। অন্তত শতাধিক ঝুপড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে। কার্যত পথে বসে পড়েছেন অসংখ্য ঝুপড়িবাসী। সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছেন বহু মানুষ। দাউ দাউ করে জ্বলে যায় একের পর এক ঝুপড়ি।এখানে একাধিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। তাদের বইপত্রও পুড়ে গিয়েছে। তবে একাংশের দাবি, বার বার বলার পরেও দমকল আসতে কিছুটা দেরি করেছে। কান্নার রোল পড়ে যায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে একের পর এক দমকলের ইঞ্জিন যায়। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগে সব শেষ। কার্যত সব হারিয়ে ফেলেন সাধারণ মানুষ। বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দমকল যদি একটু আগে আসত তবে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। ক্ষোভ জ্বলে যায়। অনেকেই বলেন, জামাকাপড়, টাকাপয়সা, পরিচয়পত্র সব পুড়ে গিয়েছে। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে শেষ সম্বলটুকু বাঁচানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। শীতের রাত আসছে। গোটা কলকাতা মাতবে উৎসবে। কিন্তু এই ঝুপড়িবাসীরা জানেন না কীভাবে সামাল দেবেন তাঁরা। এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা জানেন না কীভাবে শীতের

আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে। ঘটনার কথা জানতে পেরেই দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ঘটনাস্থলে যান। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, ''১৫টা ইঞ্জিন আসতে বলেছি। ৭-৮টা ইঞ্জিন কাজ করছে। কিছু অভিযোগ মানুষের রয়েছে। তবে এই এলাকায় কাজ করা অত্যন্ত কঠিন।'' এদিকে ভয়াবহ আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা একেবারে দিশেহারা হয়ে যান। পুলিশকে ঘিরে ধরেও চলে বিক্ষোভ। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সবরকম চেষ্টা করে পুলিশ ও দমকল। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল। এদিকে বাসিন্দাদের আছড়ে পড়ে এলাকায়। পুড়ে যাওয়া ঝুপড়ি থেকে জিনিসপত্র বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা করেন অনেকেই। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। কান্নায় ভারী হয়ে যায় এলাকা। একেবারে বিধ্বংসী আগুন। গোটা শহর যখন বড়দিনের উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই সামনে এল এই ভয়াবহ বিপর্যয়। বাসিন্দাদের অনেকেই বলেন কিছু বাঁচাতে পারিনি। সব শেষ হয়ে গেল। কীভাবে বাঁচবেন তাঁরা কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা। একেবারে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। এই ঝুপড়িতে বহু ভিক্ষাজীবী বাস করেন। তাঁদের ঘর একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে রাতটা কাটাবেন তাঁরা। কারণ যা কিছু জামাকাপড় ছিল সেসবও তো পুড়ে গিয়েছে। বাসিন্দারা বলেন, দমকল আগে এলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। তবে এবারই প্রথমবার নয়। এর আগেও এখানে আগুন ধরেছিল। এদিন দমকল ও পুলিশ পৌঁছনোর আগেই একে একে আগুন গ্রাস করে বহু ঝুপড়ি, দোকান। এদিকে একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে থাকে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। তাতেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন ক্ষতিগ্রস্তরা। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইট, পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

রাজ্যের 'দোষেই' প্রতি বছর প্রায় ৫০০ কোটির লোকসান কলকাতা মেট্রোর, বলে দিল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পরিবহন সুবিধা দেওয়ার জন্য কলকাতা মেট্রো প্রতিবছর ৪৫০ কোটি টাকার বেশি লোকসান করছে। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য দিয়েছে রেল। তা সামনে আসতে একেবারে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকারের ২২ অর্থবর্ষে কলকাতা মেট্রোর ক্ষতি হয়েছে ৪৮৭.৩৭ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে যা দাঁড়ায় ৪২৪.২৪ কোটি, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিমাণ ৪৬৫.১১ কোটি টাকা। ক্ষতির কারণ বলতে গিয়ে একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছে কেন্দ্র। ঠিক কীভাবে, কেন রাজ্যের কারণেই এই বিশাল ক্ষতি তাও স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

উদাসীনতার অন্যতম ভুক্তভোগী কলকাতা মেট্রো। ধুঁকছে একের পর এক প্রকল্প। তাতেই হচ্ছে পাহাড়-প্রমাণ ক্ষতি। ২০২১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তথ্য দিয়েছে রেল। তাতেই দেখা যাচ্ছে ২০২১-করিডোরে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে তেঘরিয়া পর্যন্ত কাজের কথা শুরুতেই বলছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের দাবি, তেঘরিয়া (হলদিরাম) পর্যন্ত কাজের ব্যয় ৫০:৫০ অনুপাতে রাজ্যের সঙ্গে করতে চেয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তাতে সায় দেয়নি রাজ্য সরকার। অন্যদিকে নিউ গড়িয়া থেকে দমদম এয়ারপোর্ট লাইন ৩২ কিলোমিটারের। সেখানে ৯.৮ কিলোমিটার কাজ শেষ হলেও ২২.২ কিলোমিটার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। কেন্দ্রের দাবি, শ্লথ গতিতে কাজের কারণ ট্রাফিক অন্যত্র সরানোর অনুমতি দেয়নি রাজ্য সরকার। একই ছবি জোকা থেকে বিবাদীবাগ পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার লাইনে। এখানে আবার জমি জটের পিছনে রাজ্যের দিকেই আঙুল তুলছে কেন্দ্র। নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটারের লাইন। এখানেও ১৫.১৬ কিলোমিটার রাস্তায় কাদে দেরির জন্য মাইকেল নগর থেকে বারাসত পর্যন্ত (৮.১২ কিমি) জায়গায় জমি জটের জন্য রাজ্যের দিকে উঠছে আঙুল। অন্যদিকে কলকাতা পৌরসভা থেকে দেওয়া জলের পাইপলাইন রাজ্য সরকার অন্যত্র সরাতে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে বরানগর থেকে ব্যারাকপুর লাইনে কাজে দেরি হচ্ছে বলে দাবি কেন্দ্রের।

আম্বেদকরকে অপমান বিজেপির!

কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিবাদ মিছিল, ঘোষণা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র বিরোধীরা করে এবার পথে নামছে তৃণমূল। রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও পুরসভাতে এবং কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হবে বলে জানিয়েছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে পোস্ট করেছেন মমতা। তাতেই জানিয়েছেন, আগামী ২৩ ডিসেম্বর দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত এই প্রতিবাদ মিছিল হবে। তাঁর কথায়, গণতন্ত্র রক্ষার্থে এবং ঘৃণ্য, স্বৈরাচারী

বিজেপির সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই এই মিছিল। মমতার সাফ কথা, 'সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের অপমান মানছি না, মানব না। এই জাতিবিদ্বেষী বিজেপি সরকারকে ধিক্কার।' সম্প্রতি অমিত শাহকে নিশানা করে মমতা বলেছিলেন, মুখোশ খুলে গেছে। আম্বেদকর নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা অত্যন্ত অপমানজনক। তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য ছিল, এই মন্তব্য শুধু আম্বেদকরকেই নয়, তাঁকে যাঁরা মেনে চলেন, তাঁর ভাবধারায় যাঁরা চালিত হন, তাঁদেরকেও অপমান করেছে। এদিনের সোশ্যাল পোস্টেও একই ভাষায় বিজেপিকে তুলোধনা করেছেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'যত দিন যাচ্ছে, তত তাদের দলিত-বিরোধী মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদের মর্যাদাকে লঙ্ঘন করেছেন এবং আমাদের সংবিধানের জনক, বাবাসাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকর এবং সংবিধানের খসড়া কমিটির বাকি সকল বরণীয় এবং স্মরণীয় ব্যক্তিদের প্রতি বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন।' তাঁর স্পষ্ট কথা, এটি কেবলমাত্র বাবাসাহেবের অপমান নয়, এটি আমাদের সংবিধানের মেরুদণ্ডের উপর একটি আঘাত এবং আমাদের দলিত ও আদিবাসী ভাইবোনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

হাইওয়ের উপরে দাউদাউ করে জ্বলছে ৪০টি গাড়ি-ট্রাক, ঝলসে মৃত ৯

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বরঃ গ্যাসভর্তি ট্যাঙ্কারে এসে গাড়ির ধাক্কা লাগল। সেখান থেকে শুরু হল গ্যাস লিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট বিস্ফোরণ। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বিরাট এলাকা। এমনই হাড়হিম করা দৃশ্য ধরা পড়ল জয়পুর পেট্রল পাম্পের সিসিটিভিতে। শুক্রবার সকালে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে দেখা যায় আগুনের শিখা। অন্তত ৪০টি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে এই অগ্নিকাণ্ডে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিরাট দমকলবাহিনী। গ্রিন করিডর করে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয় অ্যাম্বুল্যান্স। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় জয়পুরের সোয়াই মান সিং হাসপাতালে। গুরুতর আহত

হয়েছে ৯ জনের। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৪০ জন। শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে জয়পুর-আজমেঢ় হাইওয়েতে অবস্থিত একটি পেট্রল পাম্পে। জানা গিয়েছে, পেট্রল পাম্পের সামনে দাঁড় করানো ছিল একটি সিএনজি ট্যাঙ্কার। সেই সময়ে আচমকাই বেশ কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি পণ্যবাহী ট্রাক। গাড়ি-সহ ট্যাঙ্কারে ধাক্কা লাগার পরেই গ্যাস বেরতে শুরু করে। গ্যাস ছড়িয়ে পড়তেই পেট্রল পাম্পে বিরাট বিস্ফোরণ। দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। গোটা পেট্রল পাম্পে ছড়িয়ে যায় আগুন। গোটা ঘটনার ভিডিও অবস্থায় অন্তত ৪০ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অন্তত ২০ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আনা হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার। বিরাট এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত এবং আহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আগুন ছড়িয়ে পড়ার ফলে হাইওয়ের আশেপাশে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন।

'ডবল স্ট্যান্ডার্ড আচরণ করলে হবে না', রাজ্যকে কড়া বার্তা বিচারপতি ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে ধর্নায় বসার অনুমতি পেলেন চিকিৎসকেরা। রাজ্যের নকশা দেখে, কোথায় ধর্নায় বসবে, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের সংগঠন 'জয়েন্ট ডক্টর প্ল্যাটফর্ম'-এর তরফে ধর্নায় বসার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের তরফে অনুমতি দেওয়াও হয়। তবে শুক্রবার রাজ্যের শর্ত সংক্রান্ত শুনানি ছিল শুক্রবার। এদিনের শুনানিতে ২০ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্নার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ডোরিনা ক্রসিং-এর ৫৫ ফুট ছেড়ে রেখে ধরনায় বসার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। ৪০ ফুটের বেশি উঁচু স্টেজ তৈরি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। স্টেজের পিছনে গার্ডরেল থাকবে। ২০০ থেকে ২৫০ জনের বেশি লোক একসময়ে থাকতে পারবে না। পুলিশ যদি মনে করে বেশি লোক হচ্ছে তাহলে দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে চিকিৎসকদের ধর্না নিয়ে এদিন রাজ্যকে কার্যত তিরস্কার করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ''কারও জন্য একরকম মনোভাব আর অন্যজনের জন্য আলাদা মনোভাব, এটা চলবে না।'' প্রথমে রাজ্যের সঙ্গে কথা বলেই অনুমতি দিয়েছিল আদালত। আর দ্বিতীয় দিন রাজ্য আদালতে গিয়ে কিছু আপত্তির কথা জানায়। রাজ্য এদিন বলে, ''আমরা একটা নকশা দিতে পারি। মেট্রোর সামনে প্রচুর হকার আছে। ফলে সমস্যা হচ্ছে।'' বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যকে বলেন, ''আপনি একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করুন, জানিয়ে দিন এই জায়গা কারও জন্য নয়। আপনারা কারও জন্য 'হ্যাঁ' বলবেন, কারও জন্য 'না' বলবেন, এটা হয় না। এভাবে ডবল স্ট্যান্ডার্ড আচরণ করলে হবে না। আমি যদি ২০ ফুট জায়গা দিই তাও ট্রাফিকের সমস্যা হবে।'' এদিকে, কলকাতা হাইকোর্ট অনুমতি দেওয়ার পর মেট্রো চ্যানেলে ছ'দিনের ধর্না কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করেছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স। চিকিৎসকদের ধর্না স্থলে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি।

কালো টাকা সাদা করার 'ম্যাজিক' জানতেন পার্থ, শ্বশুরের গোপন রহস্য বলে দিলেন জামাই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ এখনও জেলে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার 'বান্ধবী'র ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বিপুল অর্থ। তবে ইডির দাবি কালো টাকা সাদা করার উপায় জানতেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এবার সেই রহস্য ফাঁস হল অনেকটাই। আদালতে যে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি সেখানে পার্থর জামাইয়ের বয়ান রয়েছে। নিয়োগ কেলেঙ্কারি মামলায় পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানেই পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বয়ান রয়েছে। ইডি তাঁর সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছিল। তারপরই সেই বয়ান অনুসারেই এবার অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে এই বিপুল টাকা কীভাবে সাদা করা হত? সেই বয়ানে বাবলি চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের বিষয়টি জানা গিয়েছে। কল্যাণময় ছিলেন সেই ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি। আর সেখানে ডোনেশনের মাধ্যমেই কালো টাকা সাদা হয়ে ঘুরে আসত। আসলে বিষয়টি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে করা হত। অর্থাৎ এই ট্রাস্টে যাঁরা ডোনেশন দিতেন তারা আসলে পার্থর কাছ থেকে টাকা নিয়েই ডোনেশন নিতেন। অর্থাৎ প্রথমে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের টাকা দিতেন পার্থ। এরপর সেই লোকজন আবার ওই ট্রাস্টে ডোনেশন হিসাবে টাকা চেকের মাধ্যমে জমা দিতেন। আর তারপরই পার্থর বেহিসেবি টাকা হয়ে গেল হিসেবের টাকা। একেবারে ম্যাজিক। জানা গিয়েছে, একবার ওই ট্রাস্টের জন্য ১ কোটি ১৭ লাখ ৭৫ হাজার ৯১০ টাকা জমা পড়েছিল। একাধিকজন চেকের মাধ্যমে সেই টাকা দিয়েছিলেন। তবে তার আগে পার্থর কাছ থেকে তাঁরা নগদে টাকা নিয়েছিলেন। সেটাই আবার ডোনেশন হিসাবে তাঁরা দিলেন ট্রাস্টে। আর সেই টাকায় ২০১৯ সালে ১৫ কাঠা জমি কেনা হয়েছিল। ইডির দাবি বাবলি চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে দুর্নীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হত। কালো টাকা সাদা করার জন্য একাধিক সংস্থা খোলা হয়েছিল। সেখানে কার্যত কালো টাকা, হিসেব বর্হিভূত টাকা সাদা করার জন্য ব্যবহার করা হত। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। একাধিক সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। ১৫ কোটি টাকা দিয়ে ইন্টারন্যাশানাল স্কুল, মাছ ও ধানের ব্যবসার জন্য বিপুল টাকা বিনিয়োগ। আসলে সবটাই হত সেই টাকা ঘোরানোর উপায় হিসাবে। দুর্নীতির কালো টাকা হয়ে যেত ধবধবে সাদা। কেউ বুঝতেই পারত না। বছরের পর বছর ধরে চলত এই চক্র।

বাংলাদেশ সীমান্তের অনেক জায়গায় কাঁটাতার নেই! উদ্বিগ্ন বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলছে টালমাটাল অবস্থা। হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সীমান্তে হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে বিএসএফ। 'বাংলাদেশ থেকে কাউকে ঢুকতে দেখলেই খবর দেবেন', অশান্ত বাংলাদেশ নিয়ে ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দাদের সতর্কও করেছে বিএসএফ। তবু উদ্বেগের শেষ নেই। কারণ, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এরাজ্যের যে সীমান্ত এলাকা রয়েছে তার অনেকাংশেই নেই কাঁটাতার। অর্থাৎ ফাঁকা ওই এলাকা দিয়ে সীমান্ত অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল। এমন ক্ষেত্রে সীমান্তের কাঁটাতার বিহীন এলাকায় কীভাবে নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ? এ ব্যাপারে বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মনীন্দর সিং পাওয়ার বলেন, ''বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। এজন্য স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'' তিনি জানিয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সীমান্ত পাহারায় আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষত, রাত পাহারার ক্ষেত্রে। তবে এই আধুনিক সরঞ্জামের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ২ হাজার ২১৭

কিমি অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি। এর মধ্যে বহু এলাকায় আবার কাঁটাতারই নেই। বাংলাদেশে অশান্তি পরিবেশ তৈরির পর থেকেই এদেশে ঢুকতে পশ্চিমবঙ্গের এই সুদীর্ঘ সীমান্তে শরণার্থীদের ভিড় বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আশঙ্কা, শরণার্থীদের ভিড়ে মিশে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে চাইছে বাংলাদেশের জেল ভেঙে পালানো ২৭ জন জঙ্গি। এরপরই সীমান্তের ফাঁকা এলাকার নজরদারিতে বাড়তি পদক্ষেপের জন্য বিএসএফকে সতর্ক করেছে অমিত শাহের মন্ত্রক। বিএসএফ সূত্রের খবর, বাংলাদেশের জেল ভেঙে পালানো ২৭ জঙ্গির মধ্যে রয়েছে আল কায়েদার কিউআইএসের সেকেন্ড ইন কমান্ড ইমানুল হক ওরফে আবু তালহা এবং জেএমবির সোহেল মাফুজ। এই তালহা ভারতে আল কায়েদার মডিউল তৈরির অন্যতম কারিগর। অন্যদিকে সোহেলই হল খাগড়াগড় বিস্ফোরণ ও ঢাকার হোলি আর্টিজেন কাফে হামলার অন্যতম অভিযুক্ত। এছাড়াও বাংলাদেশের জেল ভেঙে পালানো জঙ্গিদের তালিকায় রয়েছে তালহার ভারতীয় স্ত্রী জেএমবির নারীশক্তি ইউনিটের ফারিয়া আফরিন। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের বিভিন্ন থানা এলাকায় ১০টির বেশি মামলা রয়েছে তালহা ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এছাড়াও জেল ভেঙে পালানো বন্দিদের তালিকায় রয়েছে আনসার আল ইসলামের নিয়ামাতুল্লা (হরিদেবপুরের জঙ্গি মডিউলের মাথা) ও তার দুই শাগরেদ আব্দুল আলিম ও জাকারিয়া মণ্ডলও। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, শুধু জঙ্গিই নয়, গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর নরসিংদি, শেরপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, গাজিপুর ও জামালপুর জেল ভাঙার ঘটনা ঘটে। ওই জেলগুলিতে অন্তত ১২০০ কুখ্যাত অপরাধী ছিল। তাদের সিংহভাগ অংশই শরনার্থী সেজে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছে বলে জানতে পেরেছে গোয়েন্দা দফতর। এরপরই সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

বিজেপির দুই সাংসদ প্রতাপ ও মুকেশ স্থিতিশীল, রক্তচাপও স্বাভাবিক

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন বিজেপির দুই সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারাঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত। উভয়ে স্থিতিশীল রয়েছেন এবং রক্তচাপও স্বাভাবিক রয়েছে। শুক্রবার সকালে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের এমএসডাঃ অজয় শুক্লা বলেছেন, বিজেপি সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারাঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত স্থিতিশীল রয়েছেন এবং রক্তচাপও স্বাভাবিক রয়েছে। যে মেডিকেল রিপোর্ট গতকাল পাওয়া গিয়েছে, তা ঠিকঠাক। আরও কিছু রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের বাইরে ধাক্কাধাক্কি আহত হন বিজেপির এই দুই সাংসদ।

পরিচালক রাজা মিত্র প্রয়াত, শোকের আবহ চলচ্চিত্র জগতে

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত জনপ্রিয় পরিচালক রাজা মিত্র। শুক্রবার ভোররাতে কলকাতার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। জাতীয় পুরস্কার জয়ী এই পরিচালকের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিউড। একাধিক সিনেমা ও তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন তিনি। ১৯৮৭ সালে তাঁর পরিচালিত সিনেমা ' একটি জীবন' সিনেমাপ্রেমীদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। এই সিনেমার জন্যই জাতীয় পুরস্কার পান রাজা মিত্র। এছাড়াও তিনি 'নয়নতারা ' যতনের জমি'-র মতো কয়েকটি সিনেমার পরিচালনাও করেছেন। বানিয়েছেন একাধিক তথ্যচিত্র। যা এখনও সকলের কাছে প্রশংসিত হয়। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র গুলি হল- 'কয়লার নাম দ্য ম্যাসেস' , 'রেলওয়েতে এইচএস অয়েলের অর্থনীতি' , ' ফুটপাথ ডেভেলার' , ' দ্য ট্রাইবাল রেজিস্ট্যান্স' , 'কলকাতা , 'অতীত এবং বর্তমান'

আজ টেনিস খেলোয়াড় ক্রিস এভার্ট লয়েডের জন্মদিন

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ক্রিস্টিন মেরি এভার্ট যিনি ক্রিস এভার্ট লয়েড় নামে পরিচিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাক্তন আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়। তিনি ১৮টি বড় একক শিরোপা জিতেছেন, যার মধ্যে একটি রেকর্ড ৭টি ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপা এবং একটি যৌথভাবে ৬টি ইউএস ওপেন শিরোপা সেরেনা উইলিয়ামসের সাথে জিতে রেকর্ড করেছেন। তিনি ২৬০ সপ্তাহের জন্য বিশ্ব এক নম্বর র‍্যাঙ্কিংয়ে ছিলেন এবং ১৯৭৪-৭৮, ১৯৮০, ১৯৮১ এই ৭ বার এককে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন । এভার্ট ১৯৭০ এবং ১৯৮০এর দশকের বেশিরভাগ সময় ধরে মহিলাদের টেনিসে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।২০২৩ সালের শেষের দিকে এই টেনিস কিংবদন্তি ক্রিসের শরীরে ক্যান্সার বাসা বেঁধেছিল। চিকিসায় সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন ১৮ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী এই টেনিস তারকা। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা এই টেনিস কিংবদন্তির শনিবার জন্মদিন।

অযোগ্য বাছাই না হলে বাতিল পুরো প্যানেল, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি,২০ ডিসেম্বর ঃ একাধিক বার পিছিয়ে যাওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে হওয়া এই শুনানিতে শীর্ষ আদালতের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য, এসএসসি। পরে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা না-গেলে পুরো প্যানেল বাতিল করতে হবে।গত বৃহস্পতিবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত মূলত অযোগ্যদের বাছাই করার উপরে জোর দিয়েছে। সম্ভাব্য কোন উপায়ে তা করা যায়, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে।শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না বলেন, নম্বর কারচুপি হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তার পরেই তিনি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করতে রাজ্যের সম্মতি রয়েছে কি না।রাজ্যের আইনজীবী জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাইয়ে তাঁদের সমর্থন রয়েছে। নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর সংযোজন, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য দিয়েছে।এসএসসির আইনজীবী আদালতে জানান, নিয়োগ তালিকায় থাকা দের বাছাই করা সম্ভব। তার পরেই এসএসসির উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, আমাকে বোঝান কেন হাই কোর্ট বলল (যোগ্য-অযোগ্য) আলাদা করা সম্ভব নয়?গত ২২ এপ্রিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করে। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের।

মহিলাদের মাসে ২,১০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য, বড় ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ দিল্লিতে মহিলাদের প্রতি মাসে ২,১০০ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গত বৃহস্পতিবার কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছেন, দিল্লি সরকারের 'মহিলা সম্মান যোজনা' শুরু হচ্ছে। এখন থেকে দিল্লির সব মা-বোনেরা মাসে ২,১০০ টাকা পাবেন। শুক্রবার থেকেই শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, আমি দিল্লিবাসীর জন্য দু'টি বড় ঘোষণা করতে এসেছি। দু'টি ঘোষণাই মহিলাদের জন্য। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি প্রত্যেক মহিলাকে ১০০০ টাকা দেব। অতিশীর পৌরহিত্যে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাস হয় এখন এই প্রকল্পটি দিল্লিতে কার্যকর করা হয়েছে। ১০-১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন ঘোষণা করা হবে, তাই এখনই অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়। কিছু মহিলা বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতির কারণে ১০০০ টাকা যথেষ্ট হবে না। প্রতি মাসে ২,১০০ টাকার জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে।আগামী বছরেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে মহিলাদের আর্থিক সাহায্যের এই প্রকল্প ঘোষণা করে বড় চমক দিয়েছেন কেজরিওয়াল, এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। প্রসঙ্গত, ভোট ঘোষণার আগেই প্রচারে নামতে দেখা গিয়েছে আম আদমি পার্টিকে। ইতিমধ্যেই একাধিক আসনে প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছে কেজরিওয়ালের দল। কয়েকদিন আগেই দিল্লির অটোচালকদের জন্য পাঁচটি প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এবার বৃহস্পতিবার দিল্লির মহিলাদের জন্য নতুন প্রকল্প ঘোষণা করে বিশেষ প্রতিশ্রুতিও দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৪-এ অংশ নিলেন আইআইটি খড়গপুর

কলকাতা(পিআইবি),২০ডিসেম্বরঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ভার্চুয়াল মাধ্যমে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের সপ্তম সংস্করণের উদ্বোধন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই)-এর চেয়ারম্যান ডঃ টিজি সীতারাম, ন্যাশনাল এডুকেশন টেকনোলজি ফোরাম এবং ইসিএনএএসি ও এনবিএ-র চেয়ারম্যান ডঃ অনীল সহস্রবুদ্ধে প্রমুখ।আইআইটি খড়গপুর সহ ৫১টি কেন্দ্রে এই হ্যাকাথনের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সকারের ৫৪টি মন্ত্রক, দপ্তর, রাজ্য সরকারগুলি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও শিল্পমহলের পক্ষ থেকে এবারের হ্যাকাথনে আড়াইশোটি সমস্যা পেশ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ৮৬ হাজারেরও বেশি দল এবং পড়ুয়াদের প্রায় ৪৯ হাজারটি দল (প্রতিটি দলে ৬ জন পড়ুয়া ও ২ জন মেন্টার) জাতীয় স্তরের হ্যাকাথনে অংশগ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভার্চুয়াল মাধ্যমে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তরুণ উদ্ভাবকদের উসাহ দিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন সমস্যার এমন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী সমাধান বের করতে হবে, যাতে সারা বিশ্বের চোখ কপালে উঠে যায়। এই হ্যাকাথন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে ভারতকে স্মার্ট পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন এখন সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এখানে সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাদের ধীশক্তি প্রয়োগ করছেন। ছাত্রছাত্রীদের বিকশিত ভারতের চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, তাদের উৎসাহ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিশ্বের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা, দূরদৃষ্টি, পরিশ্রম, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে এক জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছে। দেশের তরুণ প্রতিভা জাতি গঠনের কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। হ্যাকাথনে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্তর্ভুক্তিকরণের দিকে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রতিটি দলেই অন্তত পক্ষে একজন করে মহিলা সদস্য রয়েছেন। গত সংস্করণগুলির মতো এবারেও পড়ুয়াদের দলগুলি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালাবে। সমস্যাগুলিকে ১৭টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হলো - স্বাস্থ্য পরিষেবা, সরবরাহশৃঙ্খল ও লজিস্টিকস, স্মার্ট প্রযুক্তি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সুস্থিতি, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, জল, কৃষি ও খাদ্য, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং বিপর্যয় মোকাবিলা। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এবার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে।পশ্চিমবঙ্গে আইআইটি খড়গপুরে মহাসমারোহে হ্যাকাথনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অধ্যাপক ভিকে তেওয়ারি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার স্মার্ট ও নজিরবিহীন সমাধান করতে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এইসব সমাধানের জাতীয় ও বিশ্বজনীন তাৎপর্য রয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্মার্ট সিটি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, শক্তি, পরিবেশ, পরিবহণের মতো ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান স্মার্ট ও সুস্থিত ভবিষ্য সুনিশ্চিত করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।আইআইটি খড়গপুরের উপ অধিকর্তা অধ্যাপক ঋতু ব্যানার্জী, রেজিস্ট্রার ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) অমিত জৈন, অন্য অধ্যাপকরা, ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।হ্যাকাথনের সফটওয়ার সংস্করণ টানা ৩৬ ঘণ্টা ধরে চলবে। হার্ডওয়ার সংস্করণ চলবে ডিসেম্বরের ১১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত হয়েছে।

একাধিক গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে জ্বলল আগুন, জয়পুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪ জনের

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থানের জয়পুরে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুরের ভানক্রোটা এলাকায়। লরি ও ট্রাক-সহ একাধিক গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায়।এসএমসি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ দীপক মাহেশ্বরী বলেছেন, ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৪-২৫ জনকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। বহু মানুষ আহত হয়েছেন।রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার বলেছেন, আমাদের বার্ন ওয়ার্ডে প্রায় ৫টি শয্যা অবশিষ্ট রয়েছে। আমরা ৪০ শয্যার আরেকটি ওয়ার্ড প্রস্তুত করেছি। পুলিশ এবং প্রশাসনের দল সেখানে সক্রিয় রয়েছে। ট্র্যাফিক

আজ চণ্ডীগড় সফরে যাচ্ছেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ শনিবার একদিনের সফরে চণ্ডীগড় যাবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শুক্রবার উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, উপরাষ্ট্রপতি তাঁর এই সফরে চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বৈশ্বিক প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। উল্লেখ্য, তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য।

বাংলার বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন বিপ্লবীরা কখনও মরতে ভয় পায় না

দুরন্তবার্তা, বাঁকুড়াঃক্ষুদিরামের পাশাপাশি আমরা বাংলার যে বিপ্লবীর নাম জানতে পারি তিনি হলেন প্রফুল্ল চাকী। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্ম হয় প্রফুল্ল চাকীর। তাঁর পিতা ছিলেন রাজ নারায়ণ চাকী। প্রফুল্ল চাকী ছিলেন বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী।ছেলেবেলা থেকেই তিনি সমবয়সীদের সঙ্গে কুস্তি করে দিন কাটাতেন। ভারতে সর্বত্রই তখন বিপ্লবের আগুন। বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে গুপ্ত কেন্দ্র। অল্প বয়সে তিনি একটি গুপ্ত কেন্দ্রের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। সমিতিটির নাম বান্ধব সমিতি। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। যেকোনো কঠিন কাজ তিনি চোখের নিমিষে করে ফেলতে পারতেন।স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুরে তৈরি হয় জাতীয় বিদ্যালয়। প্রফুল্লের উপর ছাত্রদের লাঠি খেলা শিখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময়ে বিপ্লবী বারীন ঘোষের সঙ্গে প্রফুল্ল চাকীর দেখা হল। সমটা ছিল ১৯০৬ সালের শেষের দিক। তিনি প্রফুল্লকে কলকাতায় আসার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রফুল্ল চাকী কলকাতায় এলেন ।যুগান্তর কার্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হল।প্রফুল্ল একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করলেন। সকলেই তখন প্রফুল্ল চাকী কে চিনছেন। বিপ্লবী হিসেবে তাঁর নাম শুনা যাচ্ছে।প্রফুল্ল চাকী কলকাতা এসে বিপ্লবের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করলেন ।তখন আসামের ছোটলাট ছিলেন বাম ফিল্ড ফুলার। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী লোক ।সিদ্ধান্ত হল ফুলার কে হত্যা করা হবে। প্রফুল্ল ফুলারকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন ।ফুলার প্রাণে বেঁচে গেলেন। এরপর তিনি নাম বদল করে মানিক তলায় বাস করতে শুরু করেন।তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ড। এই ইংরেজ প্রশাসক ভারতীদের উপর নানা অত্যাচার শুরু করল। মাত্র ১২ বছরের বালক সুশীল সেন কে নির্মমভাবে প্রহার করায় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল। এক গোপন সভায় বিপ্লবীরা ঠিক করলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আর তার দায়িত্ব দেওয়া হল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর উপর। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজফফরপুর পৌঁছালেন।সেদিন ছিল ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল। যে পথে কিংসফোর্ড সাহেব ফিরতেন সেখানে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। তারা ফিটন গাড়ি আসার অপেক্ষায় ছিলেন। একটু পরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়ির দিকে বোমা ছুঁড়লেন। আগুন ধরে গেল ফিটন গাড়িতে। দুইজনেই খুব খুশি। কিন্তু তাদের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। যে গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েন সেই গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন না । বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মারা গেলেন। এই সংবাদ শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুদিরাম পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। সকাল পর্যন্ত পঁচিশ মাইল হেঁটে ওয়াইনি নামে একটি স্টেশনে পৌঁছান।বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্ল রেললাইন ধরে এগিয়ে চললেন। প্রফুল্ল ৪০ মাইল দূরবর্তী সমস্তিপুরের দিকে যান। তবে তাঁরা দুজনের পরিচয় জানতেন না। ক্ষুদিরাম জানতেন তাঁর সঙ্গীর নাম দীনেশ রায়। প্রফুল্ল জানতেন তাঁর সঙ্গীর নাম হরেন সরকার।প্রফুল্ল নিরাপদে আসেন রেল কোয়ার্টার পর্যন্ত ।তখন একজন বাঙালি যুব প্রফুল্লকে নতুন কাপড় ও জুতো কিনে দেন। পুলিশের সন্দেহ যাতে না হয় সেজন্য এই পরিবর্তন ।সারাদিন তিনি প্রফুল্লকে রাখলেন। সন্ধ্যের সময় স্টেশনে পৌঁছে দিলেন ও তাঁর শুভ কামনা করলেন। এই বাঙালি যুবক ছিলেন একজন স্বদেশপ্রেমিক।প্ল্যাটফর্মে তখন ভিড়। প্রফুল্ল টিকিট কিনে একটি বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। সিংভূমের কুখ্যাত পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রফুল্লের পায়ে নতুন জুতো দেখে তার সন্দেহ হয় ।তিনি প্রফুল্লের সঙ্গে আলাপ জমালেন। শোনালেন বিপ্লবীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মারা গেছেন। এই খবর শুনে প্রফুল্ল চমকে ওঠেন। ভাবলেন তাঁদের এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।প্রফুল্লের হাবভাব দেখে নন্দলাল প্রফুল্ল কে গ্রেপ্তারের অনুমতি আনিয়ে নিয়েছেন ।প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে এলে বলেছিলেন- ছি ঃ ছি ঃএই আপনার কাজ। একজন বাঙালি হয়ে আর একজন বাঙালি বিপ্লবীকে ধরিয়ে দিচ্ছেন। ভাবতে ও অবাক লাগে। মোটা টাকার লোভে এরা দেশীয় বিপ্লবীদের ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে কুন্ঠা বোধ করছে না। প্রফুল্ল ঘৃণায় ও ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। এরপর প্রফুল্ল পালাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু প্ল্যাটফর্মের পাহারাওয়ালাদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।নিজের রিভেলবার বের করে নিজের কপাল লক্ষ্য করে প্রফুল্ল গুলি ছুঁড়লেন। প্রাণহীন দেহ টা প্ল্যাটফর্মের উপর লুটিয়ে পড়ল। বাংলার বিপ্লবী প্রফুল্ল প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন বিপ্লবীরা কখনও মরতে ভয় পায় না।

বিরোধী দলের হট্টগোলের জন্য সংসদের কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছেঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এবার অধিকাংশ দিনই হইচইয়ের সাক্ষী থেকেছে। এই অচলাবস্থার জন্য বিরোধীদের দায়ী করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, বিরোধী দলের হট্টগোলের জন্য সংসদের কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছে। লোকসভায় ফলপ্রসূ কাজ হয়েছে ৫৪ শতাংশ আর রাজ্যসভায় ৪০ শতাংশ।কিরেন রিজিজু বলেছেন, বিরোধী দলের হইহট্টগোলের কারণে সংসদের কার্যক্ষমতা কমে গেছে। আমরা সংসদ সচল করতে অনেক চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি এবং সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধীদের অনুরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করছি।

সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো-সহ বাংলাদেশের মাদ্রাসার ছবি পোস্ট তসলিমার

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো-সহ বাংলাদেশের মাদ্রাসার ছবি পোস্ট করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।বৃহস্পতিবার রাতে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, বাংলাদেশের মাদ্রাসায় ' জিহাদ'দেখানো হচ্ছে। জঙ্গি সাজানো কেউ আঙুল উঁচিযে বসে আছে, আবার তাদের জঙ্গি বাহিনীর ছোটরা খেলনা বন্দুক, খেলনা তলোয়ার এবং খেলনা গ্রেনেড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন তারা বড় হবে, তারা কাফের, নাস্তিক, অবিশ্বাসী হবে। যারা ইসলামী আইন অমান্য করবে তাদের হত্যা করার জন্য এই খুদেরা প্রকৃত বন্দুক, তলোয়ার এবং গ্রেনেড চালাবে। তাদের লক্ষ্য বিশ্বকে দারুল-ইসলাম-এ রূপান্তরিত করা। যার অর্থ ইসলাম শাসিত একটি বিশ্ব।

পিএম সূর্য ঘর বিদ্যুৎ যোজনা রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়েঃপ্রহ্লাদ যোশী

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ পিএম সূর্য ঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ যোজনা রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে রয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোশী। শুক্রবার কলকাতায় এই প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত সারাদেশে ৬ লক্ষ ৩০ হাজার সূর্য ঘর মুফত্ বিজলী প্রকল্প ইনস্টলেশন হয়েছে। কয়েকটি রাজ্যে এই প্রকল্পে ভালো অগ্রগতি হলেও কিছু রাজ্য প্রকল্পটির রূপায়ণে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নাম না করে মন্ত্রী জানান, এই রাজ্যেও প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত কম। প্রকল্পটি রূপায়ণে কোনও সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে তাকে অথবা তার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকে সরাসরি জানাতে বৈঠকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান যোশী। তিনি তিনি আরও বলেন, সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প অনেক বেশি সুস্থায়ী এবং এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ অনেক বেশি সাশ্রয় হয়। তাই রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে দ্রুত পিএম সূর্য ঘর মুফত্ বিজলী যোজনা রূপায়ণে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি সবাইকে আবেদন জানান।

প্রয়াত হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌটালা, শোকাহত রাজনৈতিক মহল

চন্ডীগড়, ২০ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি)-এর প্রধান ওমপ্রকাশ চৌটালা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। শুক্রবার সকালে গুরুগ্রামে নিজের বাড়িতে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন তিনি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে পারেননি।প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলালের পুত্র তথা হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ ১৯৮৯ সাল থেকে মোট চার বার হরিয়ানার উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সাত বার বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ২০০৮ সালে জুনিয়র বেসিক শিক্ষক পদে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ৩,২১৬ জনকে নিয়োগ করার ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন ওমপ্রকাশ।

মরিশাস যাচ্ছেন বিদেশ সচিব মিস্ত্রি, এই সফর ৩-দিনের

নয়াদিল্লি, ২০ডিসেম্বর ঃবিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি শুক্রবার থেকে মরিশাস সফরে যাচ্ছেন, এই সরকারি সফর ৩-দিনের। প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলামের নেতৃত্বে মরিশাসে নতুন সরকার গঠনের পর এই সফরটি ভারত ও মরিশাসের মধ্যে প্রথম উচ্চ-পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে চলেছে। এই সফরটি দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ-স্তরের আদান-প্রদানের ধারাবাহিকতা এবং ভারত নিজস্ব ভিশন সাগর, আফ্রিকা ফরওয়ার্ড নীতি এবং গ্লোবাল সাউথের প্রতিশ্রুতির অধীনে মরিশাসের সাথে সম্পর্ককে যে অগ্রাধিকার দেয় তা প্রতিফলিত করে।ভারত এবং মরিশাস বহু পুরনো সম্পর্ক ভাগ করে নেয়, যা ভাগ করা ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সফরটি মরিশাসের সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ হবে।

''জয় ভীম'' বলে দেখান, বিজেপি সাংসদদের চ্যালেঞ্জ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ ''জয় ভীম'' বলে দেখান, বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, রাহুল জি বি আর আম্বেদকরের ছবি নিয়ে জয় ভীম স্লোগান দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সংসদে প্রবেশ করছিলেন। আপনারা দেখেছেন, কে তাকে ভিতরে যেতে বাধা দিযেছে। আমরা এত দিন ধরে প্রতিবাদ করছি এবং সবসময় মানুষকে পথ দিই।প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, যখন তারা (বিজেপি সাংসদরা) প্রতিবাদ করল, তখন ধাক্কাধাক্কি হল এবং এই 'গুন্ডা-গার্দি'। এখন শুধুমাত্র অমিত শাহ জিকে বাঁচানোর জন্য, তারা এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে যে ভাহয়া (রাহুল গান্ধী) কাউকে ঠেলে দিয়েছে। আমার চোখের সামনেই খাড়গে জিকে ধাক্কা মারা হয়েছে। তার পরে একজন সিপিএম সাংসদকে ধাক্কা দেওয়া হয় এবং তিনি খাড়গের জির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এগুলি একটি

শীতে কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২০ ডিসেম্বর ঃ হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় এমনিতেই কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর। এমতাবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরে আবারও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। ২১-২২ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তুষারপাত হতে পারে হালকা।২২ ডিসেম্বরের পর থেকে ফের শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের, আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। এরপর ২৭ ডিসেম্বর রাত থেকে ২৯ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে আবারও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কিছু দিনে উপত্যকার তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গাতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের সর্বত্র তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বুধবারও শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি।।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট । ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৪ পৌষ, চান্দ্রঃ ১৯ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৪ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৮ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৯ পোইনু, আসামঃ৩ পুহ, মুসলিমঃ ১৭-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৩ঃ ৪৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৩ঃ ২৫।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ০৮ঃ৫১ঃ ৪৭(১৯) এবং অস্তঃসকাল ১০ঃ ১০৩০(২০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্থী (রিক্তা) সকাল ঘ ১১ঃ৫৩ঃ ৫৪ দং ১৪১০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ অশ্লেষা শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ১৬ঃ৪১ দং ৫৫৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে মঘাকরণঃ বালব সকাল ঘ ১১ঃ৫৩ঃ৫৪ দং ১৪১০১২.৫ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রিঃ১২ঃ০৭ঃ৩৪ দং ৪৪৪৩৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃবৈধৃতি রাত্রিঃ০৯ঃ১৯ঃ৫০ দং ৩৭৪৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিস্কুম্ভঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৩ঃ৪৯ থেকে - ০৭ঃ৩৯ঃ০৬ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ২০ঃ১৬ থেকে - ০২ঃ৪৫ঃ৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৬ঃ৫১ থেকে - ০৯ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০০ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ৩৩ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ২৭ঃ০৬ থেকে - ০৬ঃ১৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৪৭ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৯ঃ৪১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ২৬ঃ৫৫ থেকে - ০৯ঃ২০ঃ১৬ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০২ঃ১৩ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ৩৩ঃ৩৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৩ঃ৩৩ঃ৩৩ থেকে - ০৪ঃ৫৩ঃ৩০ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১১ঃ৩৩ঃ৩৯ থেকে - ০১ঃ১৩ঃ৪২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮৪০১০ (১৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৪০১৮৩৯ (১০) ১ পদমঙ্গলঃ৩১০২৩২৯ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১১৫৩২৩ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২১২৭২৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১১৯২৬২৭ (২২) ৩ পদশনিঃ১০১৬২৩৩৪ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০১৩৯ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০১৩৯ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ০৫ঃ২০ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ৫২ঃ১৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ২৫ঃ ৩৭ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ ৫৬ঃ৪২ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ ৩৭ঃ১৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৫ঃ৩৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৮ঃ৫৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ০৪ঃ৪০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ১৬ঃ০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৬ঃ১২ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪০ঃ২২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ৫৬ঃ০৭ পর্যন্ত।

যাদবপুরের পড়ুয়ার মৃত্যুতে রহস্য

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ফের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর খবর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। মৃত ছাত্রের নাম প্রতীপ কুমার মান্না (২১)। বৃহস্পতিবার রাতে সন্তোষপুরে একটি বাড়ির মধ্যে মৃত্যু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওই পড়ুয়ার। ওই বাড়িতে প্রতীপ আর এক ছাত্রের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন। এই মৃত্যুতে রহস্য তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ওই ছাত্র। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, প্রতীপের অসুস্থতার খবর পেয়ে তারা কলকাতায় আসেন। সেখানে এসে দেখেন তাদের ছেলে মৃত। এই ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। প্রতীপ পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের বাসিন্দা। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। সার্ভে পার্ক থানা এলাকার সন্তোষপুরে একটি মেসে ভাড়া থাকতেন। সেই মেসেই তাঁর সঙ্গে থাকেন অর্ক মাইতি নামে আরও এক পড়ুয়া। অর্কর দাবি, প্রতীপ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ওষুধ কিনতে বলেছিলেন। সেই মতো তিনি প্রতীপের জন্য ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে রাত ৮টার দিকে দেখেন ঘরের মধ্যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন প্রতীপ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদেরও খবর দেন। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। যুবকের দাবি, প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর নিয়ে যাওয়া হয় কেপিসি হাসপাতালে। তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর আসল জানা যাবে।

তিন কোটি টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দুমাসের বেতন দেওয়া হবে

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি,২০ ডিসেম্বরঃ তিন কোটি টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তা দিয়েই চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দুমাসের বেতন দেওয়া হবে। পুরসভার অচলাবস্থা নিয়ে বৈঠক শেষে জানিয়ে দিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। রাজ্য সরকারের এই টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়েছে। পরে তা শোধ করতে হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে, আর সেটা পুরসভাকেই দিতে হবে। পুরসভাকে আয় বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আন্দোলনকারী সাত জন প্রতিনিধির সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করে এ কথা জানান বিধায়ক। বিধায়ক আরও বলেন, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের মাসে বেতন দিতে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়, অথচ পুরসভার আয় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা। বাকি টাকার সংস্থান করতে না পারায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কর্মীরা শুক্রবার থেকে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবারই ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ফোন করেই সমস্যা সমাধান করার জন্য বলেন। আধিকারিক জলি চৌধুরীকে পাঠান। তিন কোটি টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে যা দিয়ে দু মাসের বেতন কর্মচারীদের দেওয়া হবে। চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, ''পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা আমরা পাইনি। এখন একটা ফান্ডের টাকা আর একটা ফান্ডে ব্যবহার করা যায় না। পুরসভার আর্থিক সমস্যা রয়েছে, তাই বেতন দিতে বিলম্ব হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি দু মাসের বেতনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আগামী মাসের বেতনের ব্যবস্থা পুরসভাকেই করতে হবে তার জন্য আমরা আলোচনা করছি, কীভাবে আয় বাড়ানো যায় দেখছি। আন্দোলনকারীদের পক্ষে রাধেশ্যাম শঙ্খ বনিক বলেন, আমরা দাবি জানিয়েছিলাম যে আমাদের দু'মাসের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে হবে। আমাদের যারা আন্দোলনকারী শ্রমিক কর্মচারী তাঁরা আজ থেকেই কাজ শুরু করবেন। সামনেই বড়দিনের

উৎসব। ব্যান্ডেল চার্চে বহু মানুষ আসেন। তাই শহর অপরিচ্ছন্ন থাকুক সেটা আমরা চাই না। পুরসভার গেটে শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থান মঞ্চে এসে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার কথা বলেন চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক। তারপরই বিধায়ক ও চেয়ারম্যান প্রতীকী জঞ্জাল সাফাই-এর কাজ শুরু করেন। সাফাই কর্মিরা নর্দমা পরিষ্কার জঞ্জাল তোলার কাজ শুরু করে দেন।

গ্রেফতারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিধাননগর পূর্ব থানার লকআপে বন্দির রহস্য মৃত্যু

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ গ্রেফতারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিধাননগর পূর্ব থানার লকআপে এক বন্দির রহস্যমৃত্যু হয়েছে। দেহে মিলেছে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে প্রবল শোরগোল।

মৃতের নাম রথীশ দেবনাথ। তাঁর বয়স ৫৫ বছর। ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র তৈরির অভিযোগে বুধবার রানাঘাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। রাতে লকআপেই রাখা হয়েছিল তাঁকে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পুলিশের তরফে ধৃতের বাড়িতে জানানো হয়, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশের দাবি, অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু। কিন্তু পরিবার একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। মৃতের পরিবারের দাবি, থানায় অত্যাচারের পাশাপাশি ওষুধ খেতে দেওয়া হয়নি ধৃতকে। যার জেরে এই ঘটনা। দেহ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। সব খতিয়ে দেখে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের শীর্ষ স্তরের আধিকারিকেরা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেচ দপ্তর ঘাটাল মাস্টার্স প্ল্যান করবেই করবে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, ২০ ডিসেম্বরঃ ১৩ তম বর্ষের হরিপাল মেলার আজ শুভ উদ্বোধন হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মেলার শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী ডাক্তার মানষ রঞ্জন ভূঁইয়া, ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য

হুগলী গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না অভিনেত্রী নুসরাত জাহান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলার উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সেচমন্ত্রী মানষ রঞ্জন ভূঁইয়া বলেন সংস্কৃতিক সংবেদনশীল পরিমণ্ডল জীবনে আমি কম দেখেছি এখানকার মন্ত্রী বিধায়ক বেচারাম মান্না করবি মান্না সহ এলাকার আধিকারিক বৃন্দ ও সাধারণ মানুষের এই সাংস্কৃতিক মনোভাবের তারিফ করেন তিনি। এক প্রশ্নের উত্তরে সেচ মন্ত্রী ডাক্তার মানষ রঞ্জন ভূঁইয়া বলেন আমরা তৈরি হয়ে পড়েছি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের সেচ দপ্তর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করবেই করবে। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন হরিপাল মেলা ১৩ বছরের পড়ল ১৩ দিন ধরে এই মেলা চলবে। এটি একটি সম্প্রীতির মিলন মেলা, এখানে যেমন পুরানো আমলের খাবার পাওয়া যাবে তেমনি মানুষের সংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন নামিদামি শিল্পীদেরও উপস্থিত থাকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মেলাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

হাওড়া সিটি পুলিশের অ্যান্টি ক্রাইম স্কোয়াড টিমের সাফল্য, পুলিশি অভিযানে ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ হাওড়া সিটি পুলিশের অ্যান্টি ক্রাইম স্কোয়াড টিমের সাফল্য, পুলিশি অভিযানে ধৃত ২। অপরাধ ঘটানোর জন্য সন্দেহজনকভাবে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে, গোপন সূত্রে এই খবর জানতে পেরে হাওড়া সিটি পুলিশের অ্যান্টি ক্রাইম স্কোয়াড টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে প্রথমে আটক করে। হাওড়া ময়দান এলাকা থেকে ডোমজুড়ের বাঁকড়া নিউ মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশের জেরায় ধৃত স্বীকার করে হাওড়া ময়দান চত্বরে বিভিন্ন দোকান থেকে চুরির জন্য সে সেখানে ঘুরছিল। তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ৬ মাসের মধ্যে জগাছা এবং হাওড়া থানা এলাকায় একাধিক ল্যাপটপ সে চুরি করেছে। চুরি করা ল্যাপটপ তিনি বিক্রি করতেন বাঁকড়ার বাসিন্দা মহম্মদ চাঁদকে (৩২)। এই খবর জানতে পেরে হাওড়া থানার অ্যান্টি ক্রাইম স্কোয়াডের টিম বাঁকড়ায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত চাঁদকে গ্রেফতার করে। তার দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন কোম্পানির চারটি ল্যাপটপ। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের হাওড়া আদালতেও তোলা হয়েছে।

বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২০ ডিসেম্বরঃ বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামসভাকে বেছে নিলেন পঞ্চায়েত প্রধান, এছাড়াও দূর্ঘটনা রোধে মোটরবাইক হেলমেট ছাড়া না চালানোর জন্য নিদান দিলেন শ্যামপুরের বারি পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া। শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর ২নং ব্লকের বারি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সাধারণ গ্রামসভায় পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া আরো বলেন এলাকার চাষের জন্য নাশা খাল,শাখা খাল যদি কেউ স্বেচ্ছায় মাটি নিয়ে নিতে চায় তারজন্য পঞ্চায়েত কোনো আপত্তি করবে না, এছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সহ নানান সামাজিক বিষয়াদির উপরে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী কান্তা মান্না, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ স্বপন ভক্তা, উপপ্রধান তাপসী দোলুই সহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা সহ অন্যান্য।

ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি

হাওড়া, ২০ ডিসেম্বরঃ ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির অভিযোগ পেয়েই এবার ব্যবস্থা নিল পুলিশ। স্ক্যানার মেশিন, প্রিন্টার সহ কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এই ঘটনায়। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড়ের বেগড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে কেশবপুর দক্ষিণ মাঠ এলাকার বাসিন্দা এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে হানা দেয়। তাঁকে আটক করে বেশ কিছু জাল নথি ও ল্যাপটপ, স্ক্যানার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

বাড়ির পাশে আবার বাঘের কামড়ে গুরুতর আহত এক কিশোর সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২০ জিসেম্বর ঃ রাতে বাড়ির পাশে সুন্দরবনের নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিল এক নাবালক। আচমকা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গভীর জঙ্গলে। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গেছে দঃ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার ওই কিশোর। যদিও সারা শরীরে স্পষ্ট আঁচড়ের দাগ। আতঙ্কে কাঁটা পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। জানা গেল, ওই কিশোরের নাম রাহুল হালদার। বয়স ১৬ বছর। দঃ ৪ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার মইপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার পূর্ব দেবীপুর নকুল মোড়ের বাসিন্দা সে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে রাতের খাবার খেয়ে বাড়ির পাশেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছিল রাহুল। ভাবতে পারেনি কী ভয়ংকর বিপদ অপেক্ষা করছে। আচমকা পিছন থেকে রাহুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে জঙ্গলে। এদিকে আর্তনাদ শুরু করে কিশোর। আর তাতেই বাঘ পালিয়ে যায়। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছে সে। তবে সারা শরীরে আছে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। রাতেই জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানেই শুক্রবার ও চিকিৎসা চলছে রাহুলের। এদিকে মৈপীঠ এলাকায় গত কয়েক দিনে বাঘের আক্রমন বেড়ে চলায় শুক্রবার মৈপীঠের জঙ্গল এলাকা পরিদর্শনে আসেন জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী,সহ বন আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী, রায়দীঘি ও বারুইপুর রেঞ্জার সহ বন কর্মীরা। জঙ্গলে জাল দিয়ে ভাল করে ঘেরা হচ্ছে বলে এদিন জেলা বন দফতর সূত্রে জানা গেল।

এদিকে এ বারে বার বার বাঘ গ্রামে আসায় আতঙ্কে দিন কাটছে মৈপীঠ উপকূল এলাকার মানুষদের। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এধরনের ঘটনা নতুন নয়। পেটের টানে সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে বহু মৎস্যজীবী বাঘের মুখে পড়েছেন।

কেউ বেঁচে ফিরেছেন। মৃতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, চলতি বছরে সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনের শিকার ১৮ জন, তাঁর মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ১১ জনের। বৃহস্পতিবার সকালেও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হানায় মৃত্যু হয়েছে এক জনের। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের হামলা বাঘের।

সমবায় ব্যবস্থাকে মজবুত করতে আধিকারিক নিয়োগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করতে রাজ্য সরকার এবার জেলায় জেলায় অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার একজন আধিকারিককে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন সমবায়ের জন্য কোনো আধিকারিককে নির্দিষ্ট ভাবে দ্বায়িত্ব দেওয়া ছিল না। অনেক জেলাতেই নিচুতলার আধিকারিকদের উপর এই দ্বায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এর দিলে সমবায়ের কাজ কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এবার একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক কে ওই কাজের দ্বায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমবায় দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তাঁরা জেলায় জেলায় সারাবছর ধরে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবেন। প্রত্যেক মাসে সংশ্লিষ্ট জেলার সমবায়, তাদের মাধ্যমে দেওয়া ঋণ, ঋণের হার বৃদ্ধি, নতুন সদস্য প্রভৃতি বিষয়ে রিপোর্ট তৈরির দায়িত্বও থাকবে ওই আধিকারিকের উপর।

উপভক্তাদের শৌচাগারের জন্য আলাদা করে টাকা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভক্তাদের শৌচাগার তৈরির জন্য আলাদা করে টাকা দেবে। এই প্রকল্পে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এঁদের মধ্যে যাদের উপযুক্ত শৌচাগার নেই তাঁদের তা তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এজন্য তাঁদের দুই কিস্তিতে আরও ১২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই টাকার জন্য উপভক্তাদের আলাদা করে আবেদন জানাতে হবে।

আবাস প্রকল্পের যেসব উপভক্তা ইতিমধ্যেই সরকারি শৌচাগার পেয়েছেন অথচ তা জ্বরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে তাদের নতুন বাড়ির সঙ্গে শৌচালয় নতুন করে গড়ে দেওয়ার কথাও বিবেচনা করছে রাজ্য সরকার।

লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি উৎসব

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২০ ডিসেম্বরঃ তিন দিন ব্যাপী জেলা লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব শুরু হলো শ্যামপুর ১নং ব্লকের নবগ্রাম ফুটবল মাঠে। শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসন ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়,প্রদীপ প্রজ্জলন করে উৎসবের সূচনা হয়,রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে, সকলেই মিলে আমরা বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। উপস্থিত হাওড়া জেলা শাষক ডঃ পি দীপপ্রিয়া পি, বলেন জেলা যাত্রা উৎসবে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। আরো উপস্থিত ছিলেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ লোকো সংস্কৃতিকে বাঁচাতে লোকো শিল্পীদের ভাতা ব্যবস্হা করেছেন। শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল বলেন বাংলার সংস্কৃতি ও অবলুপ্ত প্রায় গ্রামীন যাত্রা উৎসবকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে সকলকে। হাওড়া গ্রামীন পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, মহকুমা শাসক মানষ কুমার মন্ডল,জেলা কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা, কর্মাধ্যক্ষ মানষ কুমার বসু প্রমুখ।

RITES
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

রাইটস্ লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি এন্টারপ্রাইজ)

রাইটস্ ভবন, প্লট নং.১, সেক্টর-২৯, গুরগাঁও- ১২২০০১

চুক্তি ভিত্তিতে জনবল নিয়োগঃ

ভিসি নং.	পোস্ট	শূন্যপদ
২১১/২৪	অ্যাসিসেন্ট ম্যানেজার (সিভিল)	৯
২১২/২৪	অ্যাসিসেন্ট ম্যানেজার (এস এন্ড টি)	৪
২১৩/২৪	অ্যাসিসেন্ট ম্যানেজার (ইলেকট্রিকাল)	২

পদ, বেতন স্কেল, যোগ্যতা, বয়স, তারিখ ও স্থান, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য, প্রার্থীরা ক্যারিয়ার বিভাগের অধীনে RITES ওয়েবসাইট www.rites.com-এ পোস্ট করা বিশদ বিজ্ঞাপন দেখতে পারেন।

হরিপালে আটটি জলাশয় হিমালয় থেকে আগত পরিযায়ী পাখিদের উপস্থিতি কম, দূষণের শিকার বক্তব্য গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল হুগলি, ২০ ডিসেম্বরঃ হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলদবাঁধ গ্রামে মোট আটটি জলাশয় আছে। এই জলাশয়ে প্রতিবছরই নিয়ম করে দেখা মেলে পরিযায়ী পাখির দলের। এ বছরেও তুলনায় কম হলেও শীতের শুরুতেই জমিয়েছে সুদূর হিমালয় থেকে আসা পরিযায়ী পাখির দল ভীড় করেছে বলদবাঁধ গ্রামে। বিশিষ্ট

সমাজসেবী এবং এই এলাকার জলাশয়ের অন্যতম মালিক স্বরূপ মিত্র জানালেন প্রতিবছরই শীত শুরুর আগে পরিযায়ী পাখির দলের আগমন হয় এই বলদ বাদ গ্রামে। কিন্তু বর্তমানে খাদ্য অভাব ও পরিবেশ দূষণ এবং অত্যাধিক শব্দ দূষণের ফলে পাখির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমাদের ছোটবেলায় ঘুম ভাঙলেই পাখির আওয়াজ পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে সময়ে দেখা যাচ্ছে পাখিদের কলরব কম শোনা যায়। সংখ্যাটা ক্রমশই কমছে দেখে গতকয়েক বৎসর আমরা গ্রামবাসিদের তরফ থেকে পোস্টারের মাধ্যম দিয়ে এলাকায় পিকনিক করা,পাখি শিকার যাতে কেউ না করে বা অতিরিক্ত মাইক ব্যবহার, বাজি পোড়ানো না করে তারজন্য আবেদন করা হয়েছিল। তাই আশা রাখবো পাখিদের কথা মানুষ ভাববে এবং আগামী দিনে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কোনমতেই পরিবেশকে দূষণ করা যাবে না।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে জীবন জীবিকা প্রকল্প চালু হলো পাথরপ্রতিমায়

দুরন্ত বার্তা,পাথরপ্রতিমা, ২০ ডিসেম্বরঃ অম্বুজা নেওটিয়ার আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের ক্ষেত্রমোহনপুরে জীবন জীবিকা প্রকল্প শুরু হল। আজ ক্ষেত্রমোহনপুরের ক্ষেত্রমোহন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেশলাইন সার্ভের মাধ্যমে বেছে নেওয়া ৪০ জন উপভোক্তার উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অম্বুজা নেওটিয়ার সিএসআর প্রধান রাজীব সিনহা, দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিত শিকদার। রাজিব বাবু বলেন, এই প্রকল্প ছোট আকারে আপাতত সূচনা করা হয়েছে যাতে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা যায় সুন্দরবনে ভার্মি কম্পোস্ট এবং পোল্ট্রি ইউনিট কতটা সফল হয়। এই বছরে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আওয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ রেমেডি বা ওএআর সংগঠন

এখানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে এবং টেকনিক্যাল সহায়তা দান করবেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। আজকের এই প্রোগ্রাম বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সূচনা হয় এবং সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোচনা চক্র চলে। আলোচনার পরে কিছু নির্বাচিত উপভোক্তার বাড়িতে উনারা ভিজিট করেন। ওএআর এর সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস বলেন, প্রায় বারোশ মানুষের বাস এই ক্ষেত্রমোহনপুর এলাকায়। সেখান থেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ৪০ জনকে সার্ভের মাধ্যমে এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় এই প্রকল্প সুন্দরবন এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট উপযোগী হবে। ওএআর এর পক্ষ থেকে বিকাশবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হরেকৃষ্ণ দে, সুকান্ত দেবনাথ ও আরো অনেকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর পক্ষে ডঃ শান্তনু বেরা, বিদ্যুৎ তিয়ারী, অমিত মান্না ও সমীর সাহা। ড. শান্তনু বেরা বলেন, এই প্রকল্পের তত্বাবধানে ভার্মিকম্পোস্টের জন্য ২০ জন এবং পোল্ট্রির জন্য কুড়িজনকে প্রাথমিক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সেক্ষেত্রে সবাইকে প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়াও ভার্মির জন্য কেঁচো ও পোল্ট্রির জন্য মুরগির বাচ্চা, খাবার, ঔষধ, খাওয়ার ও জলের পাত্র প্রকল্প থেকে দেওয়া হবে। আগামীতে মার্কেট করার একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু উপভোক্তাকে মুরগির ডিম ফুটানোর মেশিন এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হবে। আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমোহনপুর ছাড়িয়ে এই প্রকল্পের ব্যাপ্তি সুন্দরবনের আরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে আশা করা যায়।

হাওড়ায় আদালত চত্বরে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ ডিসেম্বরঃ হাওড়ায় আদালত চত্বরে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক মহিলা। চুরির অভিযোগে ধৃত ওই মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন হাওড়া জেলা আদালতের আইনজীবীরা। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে আদালতে ব্যাগ চুরি করার সময় ওই মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন জনৈক আইনজীবী। ওই আইনজীবী জানান, দীর্ঘদিন ধরে চুরি হচ্ছিল আদালত চত্বরে। আইনজীবীদের সেরেস্তা থেকে ব্যাগ, টাকা, মোবাইল, গুরুত্বপূর্ণ নথি সবই চুরি হয়ে যাচ্ছিল। এই চুরির ব্যাপারে প্রশাসনকেও জানানো হয়েছিল। প্রশাসনের নজরদারি সত্ত্বেও সেই নজরদারি এড়িয়ে চুরি হচ্ছিল বারে বারে। এদিন এক মহিলাকে চুরি করতে দেখে হাতেনাতে ধরা সম্ভব হয়। ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অসংলগ্ন উত্তর দেন। তখন ওই মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত মহিলাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে স্বতপ্রণোদিত মামলার রুজু করা হয়েছে। ধৃত মহিলাকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **24.12.2024** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22931650, GL23231060, GL23304238, GL23321891, GL23372354, GL26075671, GL26148276, GL29459685, GL29474786, GL29882434, GL29903256, GL29979429, GL29983827, GL30043698, GL30054763, GL30548934, GL30574544, GL30582588, GL30593534, GL30665425, GL30667070, GL30685071, GL30685671, GL30723643, GL30728906, GL30739333, GL31337896, GL31370981, GL32156697, GL32182202, GL32669181, GL33128419, GL33151770, GL33587027, GL33631126, GL33926370, GL33959085, GL34206311, GL22951067, GL23433323, GL29494321, GL29499558, GL30033058, GL30054746, GL30072361, GL30084639, GL30565445, GL30723942, GL30739226, GL31635203, GL32540483, GL32553824, GL33362252, GL33373256, GL33404371, GL34299265, GL34303537, GL34318309, GL28065753, GL28085510, GL29989977, GL30008099, GL30463153, GL30549226, GL30573492, GL30753698, GL30761492, GL31324035, GL31344335, GL32017854, GL32176135, GL32198436, GL32674409, GL32691655, GL32702121, GL33113025, GL33121657, GL33571009, GL33591583, GL22791549, GL22820449, GL22846474, GL22930658, GL22952661, GL23035969, GL23266159, GL23848974, GL24249355, GL26318777, GL26474225, GL27268658, GL28443168, GL29550676, GL29568338, GL29594567, GL30311586, GL30320405, GL30415274, GL30506400, GL30525992, GL30542874, GL30559139, GL30576827, GL30702517, GL30733065, GL31739011, GL32270847, GL32286244, GL32512044, GL32528648, GL32543575, GL32555639, GL32678005, GL32962053, GL32986400, GL33345923, GL33362791, GL33373156, GL34174637, GL34300229, GL34336569, GL23190455, GL23379030, GL23388328, GL23396127, GL26060400, GL28542175, GL29455176, GL29475423, GL30392349, GL30477499, GL30501095, GL30534378, GL30547683, GL30563256, GL30566515, GL30616673, GL30651201, GL31132736, GL32963310, GL32978485, GL32984542, GL32988477, GL33111720, GL33203876, GL33209784, GL33220891, GL33232604, GL33610833, GL33868426, GL33891123, GL34026108, GL34048382, GL34109215, GL22617850, GL23446229, GL24657328, GL26313101, GL29270172, GL29665797, GL29918910, GL29929474, GL30442275, GL30575184, GL30676098, GL30705273, GL30866253, GL31241582, GL31407947, GL31410239, GL32330478, GL32342893, GL32391556, GL32494445, GL33000373, GL33014994, GL33228511, GL33234262, GL33774527, GL33796055, GL33974967, GL33996015, GL34063894, GL34126596, GL34141572.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: বীরভূম
তারিখ: 21.12.2024

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২১ সংখ্যা, শনিবার ০৫ পৌষ, ১৪৩১

ভারতের সংবিধান শ্রদ্ধা

সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা হলেও তাকে নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সাংসদেরা ভারতীয় সংবিধানের ওপরে আস্থা জ্ঞাপন করলেও তা কিন্তু জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা তা জানার খুবই প্রয়োজন। ভারতের বিচারালয়গুলি ভারতীয় সংবিধানের ওপরে আস্থা রেখে বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকে। ভারতের ন্যায় বিচারালয়গুলি ভারতীয় সংবিধানকে রক্ষা করার সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে। কিন্তু কথা হলো ভারতের সংবিধান সম্পর্কে ভারতবাসদের স্বচ্ছ ধারনা গড়ে তোলার দিতে বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ ভারতবাসীরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। সংবিধানে প্রস্তাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। প্রস্তাবনার ওপরে ভিত্তি করে সংবিধানের ধারাগুলি রচিত হয়ে থাকে। সেই কারণে যদি বলা যেতে পারে যে সংবিধানের প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা করার খুবই প্রয়োজন এবং তা সর্বস্তরের নাগরিকদের কাছে পৌছে দেওয়া উচিত। ভারতের সংবিধান রচনা করতে যে সব দেশগুলির সংবিধানের মানসিকতাকে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা। এই তিন দেশের সংবিধানের ভালোদিকগুলিকে গ্রহণ করে ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ ভারতের অনুকূলে সংবিধান রচনা করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র রূপকে গ্রহণ করেছে ইংল্যান্ড থেকে। ফ্রান্স থেকে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং ঐক্যবদ্ধতাকে গ্রহণ করা হয়। আমেরিকার সংবিধানকে সমানে রেখে বিচার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কী রকম হওয়া উচিত তা স্থির করা হয়। মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি কিন্তু দেশ শাসন করেন না। তিনি দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি হতে পারেন। কিন্তু নির্বাচিত সরকার দেশকে পরিচালিত করা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপরে জোর দিয়েছেন ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ। ভারতের সংবিধান সম্পর্কে একটি বিশদ ধারনা তৈরি করে দেওয়া উচিত। তার জন্য কর্মশালা গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিটি স্কুল এবং কলেজে সংবিধান নিয়ে একটি কর্মশালা যদি গঠন করলে তাতে ভারতের সংবিধান সম্পর্কে ছাত্ররা একটি বিশেষ ধারনা তৈরি করতে সক্ষম হবে। সংবিধানকে সবার জানা খুবই প্রয়োজন। সংবিধান না জানতে ভারতের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কোনও ধারনা তৈরি হতে পারে না। সারা দেশজুড়ে সংবিধান দিবস পালন করা উচিত। সংবিধান দিবস পালন করার পাশাপাশি সংবিধান নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্ক সভা গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন। সবার কাছে ভারতের সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত করানো যেতে পারে তাহলে কোনও পরিস্থিতিতে ভারতের এই রকম উন্নতমানের সংবিধান রচনা করা সম্ভব হয়েছে তা সবাই জানতে পারবে এবং তাতে ভারতের জনগণের সংবিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ শ্রীবৃদ্ধি লাভ হবে।

বাংলায় শাক্ত সাধনার পথ

বাংলার তন্ত্র সাধনা বা শাক্ত সাধনার চল চলে আসছিল মধ্য যুগ থেকেই। মনসা মঙ্গল রচনা সময় থেকে বাংলায় শাক্ত সাধনার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় থেকে বাংলায় শাক্ত পুজো ক্রমশ কমে আসতে থাকে। তন্ত্র সাধক ও শাক্ত সাধক জগাই মাধাইতে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন চৈতন্যদেব। তখন তন্ত্র মতে শাক্ত পুজোর পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। শব সাধনা শাক্ত সাধনার প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। বেদ বেদান্ত পাঠ তখন বাংলার লোকেরা করছে না। রামায়ণ মহাভারত নিয়ে চর্চা করে থাকে বাংলার মানুষ বিরত থাকছে। রাধা কৃষ্ণ চর্চা বাংলায় তখনও প্রবেশ লাভ করেনি। প্রেম ধর্মকে বাংলায় প্রবেশ করালেন চৈতন্যদেব। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করে কোনও লাভ হবে না। তাতে ঈশ্বর পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকে পেতে গেলে প্রেম ভক্তি দিয়ে জয় করতে হবে। বাংলার মানুষ চৈতন্যদেবের ওপরে ঝুকতে শুরু করলো। চৈতন্যদেবকে ঘিরে একদল বৈষ্ণব পদাকারের দেখা মিলল। তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করতে শুরু করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুরারি গুপ্ত, রূপ ও সনাতন, উদ্দব দাস, নরহরি সহ আরও অনেকে। এনারা বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করে বাংলার রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে প্রচার করতে শুরু করলেন। ফলে তন্ত্র সাধনা বা শক্তি সাধনা থেকে বাংলার একটি অংশ বের হয়ে এসে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হল। আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা আরা বাংলার শাক্ত সাধনাকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করলেন। তার সাধনা করতে হবে। বেদ পড়ালেই চলবে না। শাস্ত্র পাঠ করলেই চলবে না। নারী জাগরণের মধ্যে দিয়ে শাক্ত সাধনা পথ তৈরি হয়। কথা চিন্তা করে গেছেন। তিনি কোনও দিনই নারীদের অপমান তো দূরের কথা তাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, নারীরা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল। বর্তমান যুগেও নারীরা ভারতের আদর্শ। নারীদের সমানে রেখে দেশ এগিয়ে চলে। আজকের বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। নারীরা না থাকলে বা নারী শক্তি না থাকলে একটি দেশ কোনও সময়ে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এখন প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদাত্রী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন। সেই শক্তি গ্রহণ করে পুরুষরা কাজ করে চলে। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবন পরিচালিত হয়। সন্তান সন্ততিরা পরিচালিত হয়ে থাকে। নারী শক্তি সংসারে সবাই লাভ করতে পারলে সংসার সুখের হয়। দেশ সমৃদ্ধ লাভকরে। ধনবান হয় দেশ। চৈতন্যদেব শচীমাতাকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। শচীমাতাও চৈতন্যদেবকে ভালোবাসতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

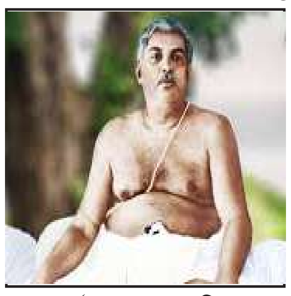

না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মনের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। মনের পাপ দূর করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সে শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ হবে। মানব শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সব শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিভারের বাহক করলে চলবে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু লাভ করতে

স্বর্ণ যুগে বাংলা চলচ্চিত্র মুম্বই, দক্ষিণী চলচ্চিত্রকে পরাস্ত করতে অবলম্বন ছিল পরিচালক, সঙ্গীত শিল্পী এবং অভিনয় কলা কুশলীদের প্রচেষ্টা

বিশেষ প্রতিবেদক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৯৪০-১৯৫০ঃ পরিচালক বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) নতুন চিন্তাভাবনায় বাংলা সিনেমা তৈরি করতে শুরু করলেন। 'উদয়ের পথে' ছবি করে দর্শকদের মন জয় করে নিলেন তিনি। সেই সময়ে শৈলজানন্দ মুখার্জির 'শহর থেকে দূরে' (১৯৪৩) জীবন সমস্যা এবং দরিদ্র জর্জরিত জীবন নিয়ে ছবি শুরু হল। দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে 'ভুলি নাই' ছবি করলেন হেমেন গুপ্ত। এই যুগে বাংমলা ছবিতে এক ঝাঁক দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে হলেন দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার (বটব্যাল), সন্ধ্যা রানি, মেনকা দেবী প্রভৃতি যারা অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন দেবী, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, রেণুকা রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, সরজুবালা এবং উমাশশীর মতো দক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের সঙ্গে চালেঞ্জ নিয়ে অসাধারণ অভিনয় করতে শুরু করেন। সেই সময় থেকে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের টেকনিশিয়ানরা বাংলা ছবিতে প্রবেশ করে বাংলার ছবির মানকে টেকনিক্যাল দিক দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর করতে শুরু করে। নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের 'কল্পনা' (হিন্দি) একটি পরীক্ষামূলক ছবি তৈরি করা হয়েছিল। ৪০, ৫০ এবং ৬০ এর দশকে বিমল রায় উল্লেখযোগ্য ছবি করেন। তার মধ্যে রয়েছে 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) এবং 'দেবদাস' (১৯৫৫) ছবি। এই সময়ে ঋত্বিক ঘটক, নবেন্দু ঘোষ, হৃষিকেশ মুখার্জি, গুলজার এর মতো দক্ষ পরিচালকদের হাত দিয়ে ভালো ছবি নির্মাণ হতে শুরু করে। পরিচালক নীতিন বোস 'মিলান' (১৯৪৭), দেদার (১৯৫১) এবং 'গঙ্গা যমুনা' (১৯৬১) সালে নির্মাণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার পান। সেই সময়ে সুরকার শচীন দেব বর্মন 'শিকারী' (১৯৪৬), 'শবনম' (১৯৪৯), 'ট্যাক্সি ডাইভার' ((১৯৫৪), 'কালা বাজার' (১৯৬০), 'তেরে ঘরকে সামনে' (১৯৬২) এবং 'অনুরাগ' (১৯৭২) ছবিগুলোতে সুর দিয়ে চলচ্চিত্র সঙ্গীতকে মুখর করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সালে 'ইশান' এবং ১৯৪৮ সালে 'দৃষ্টিদান' ছবিতে পরিচালক কে সি দে অভিনয় এবং গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হন। গীতিকার সলিল চৌধুরী এই সময়ে ছবিতে প্রবেশ করেন সুরকার হিসাবে। 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩), 'জাগতে রাহো' (১৯৫৬) 'সারা আকাশ' (১৯৬৯) এবং 'আনন্দ' (১৯৭১) ছবিতে সঙ্গীতের সুর দিয়েছিলেন। শচীন পুত্র আর ডি বর্মণ ' হরে রামা হরে কৃষ্ণ' (১৯৭১) এবং ১৯৪২-এ লাভ স্টোরি' (১৯৯৪) ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ওয়েস্টার্ন সুরকে নিয়ে আসলেন। ষাটের দশক থেকে শুরু করে একেবারে আশির দশক পর্যন্ত

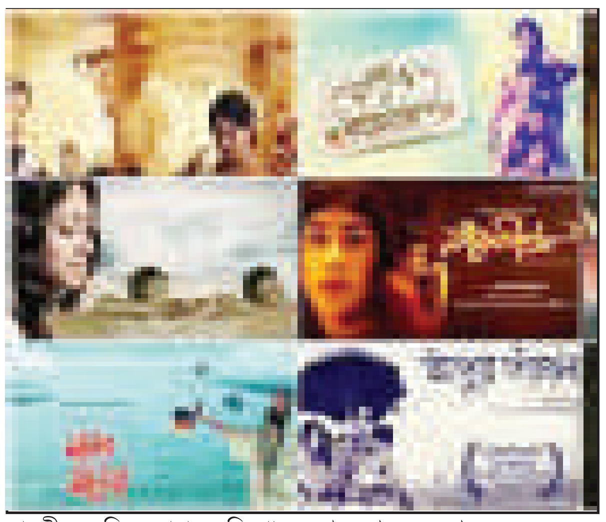

ভারতীয় চলচ্চিত্রে মান্না দে, কিশোর কুমার এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ত্রয়ী সঙ্গীত শিল্পী উল্লেখযোগ্য সুর দিয়ে ছবির মানকে শ্রীবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেন। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে 'পরসান' (১৯৬৮) এবং ' এক চতুর নায়ক' ছবিতে সুর দিয়ে নাম করতে শুরু করলেন। রাহুল দেব বর্মন (১৯৩৯-১৯৯৪) সাল পর্যন্ত সুর দিয়ে ছবির মানকে দীর্ঘায়িত করলেন। কিশোর কুমার 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' (১৯৭১), 'শোলে' (১৯৭৫) এবং 'মেববুবা' (১৯৭৭) ছবিতে প্লেব্যাক সঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ওই সময় থেকে বাংলা ছবিতে উল্লেখযোগ্য নায়ক নায়িকারা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন অশোক কুমার, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, বিশ্বজিৎ, জয় মুখার্জি, দেব মুখার্জি, উৎপল দত্ত, শর্মিলা টেগোর, জয়া ভাদুড়ী, রাখী, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং মিঠুন চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। এই সময়ে হৃষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত বাসু ভট্টাচার্য এবং বাসু চ্যাটার্জি দক্ষ পরিচালকেরা ছবি করতে শুরু করেন। সঙ্গীত শিল্পী বাপি লাহিড়ীর প্রবেশ করেন সঙ্গীত শিল্পী রূপে। এন বিশ্বনাথন (১৯২৯-২০১০) বাংলা এবং তামিল ছবিতে অভিনয় করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং সেনের ছবি 'পুনশ্চ' ছবিতে অভিনয় করেন। দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসাবে এসে উপস্থিত হলেন সৌমেন্দু রায়, পূর্ণেন্দু বোস, দিলীপ ব্যানার্জি সহ আরও অনেকে। অভিনয় করতে উপস্থিত হলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা গাঙ্গুলী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, লাবণী সরকার এবং অশোক বিশ্বনাথন ও সর্বানী চক্রবর্তী। অভিনেত্রী কঙ্গনা সেনশর্মা বলিউড সিনেমায় প্রবেশ করেন। তিনি 'মিস্টার এবং মিসেস আয়ার' (২০০৩) এবং 'ট্রাফিক সিগনাল' (২০০৭) 'ওয়েক আপ সিড' (২০০৯) ছবিতে উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫০-১৯৬০ঃ ১৯৫০ সালে জন রেনিয়র ' দ্য রিভার' ছবিটি তৈরি করেন। সেই সময়ে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে উপস্থিত হন সুব্রত মিত্র এবং দক্ষ ক্যামেরাম্যান হিসাবে হাজির হলেন নিমাই ঘোষ (১৯১৪-১৯৮৮)। সত্যজিৎ রায় এই ক্যামেরাম্যানের ওপরে ভরসা করে বহু ছবি তৈরি করেছিলেন। ১৯৫১ সালে তৈরি হল বাংলা ভাগের সময় শরনার্থীদের সমস্যা নিয়ে 'ছিন্নমূল'। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই পরিচালক 'নাগরিক' (১৯৫২) তৈরি করলেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে বাংলায় নতুন ছবি হতে শুরু করলো।

রায়, সেন এবং ঘটক ঃ ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট 'পথের পাঁচালী' বাংলা সিনেমার জগতে নতুন মাইলস্টোন স্থাপিত হল সত্যাজিৎ রায়ের হাত ধরে। সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেন ২ মে ১৯২১ সালে। সত্যজিৎ রায় তৈরি করলেন অপুকে নিয়ে ট্রিলজি ফিল্ম- 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার'। তাঁর পরিচালনায় ' কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২), 'নায়ক' (১৯৬৬), 'শাখা প্রশাখা' (১৯৯১), এবং 'আগন্তুক' (১৯৯২) সালে প্রকাশ পায়। আর্বান ট্রিলজি হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে তৈরি হল 'প্রতিধ্বনি' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) এবং 'জনঅরণ্য' (১৯৭৬)। 'জলসাঘর' (১৯৫৮) এবং 'মহানাগরিক' ছবি তৈরি করে বাংলা সিনেমার মানকে উচ্চাঙ্গে তুলে ধরেন। 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবি তৈরি করে সবার মনকে জয় করে নিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৩ সালে তৈরি করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনী সঙ্কেত' (১৯৭৩)। কবিগুরুর লেখা 'নষ্টনীড়' গল্পকে অবলম্বন করে 'চারুলতা' (১৯৬১) এবং 'ঘরে বাইরে' (১৯৮২) পরিচালক সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরি করেন। 'পথের পাঁচালী' কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-১৯৮৪ সালে প্রতিযোগিতা বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছিল। সত্যাজিৎ রায় গোল্ডেন লায়ন ভেনিস থেকে 'অপরাজিত' ছবির জন্য, 'মহানাগরিক' এবং 'চারুলতা' ছবির জন্য রৌপ্য ভল্লুক বার্লিন থেকে এবং 'অশনি সঙ্কেত' ছবির জন্য স্বর্ণ ভল্লুক লাভ করেন। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এর জন্য ১৯৯২ সালে অস্কার পুরস্কার পান। পরিচালক মৃণাল সেন পরিচালিত ছবি 'পুনশ্চ', (১৯৬১), 'অবশেষে' ((১৯৬২), প্রতিনিধি (১৯৬৪), 'আকাশ কুসুম', 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০), 'ক্যালকাটা ৭১' (১৯৭২), 'পদাতিক' (১৯৭৩), 'কোরাস' (১৯৭৪) সালে তৈরি করে বাংলার সিনেমায় সাড়া ফেলে দিলেন। ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) 'নাগরিক', 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) বাংলা ছবিতে নতুন দিগন্ত স্থাপন করলেন। এছাড়া তিনি তৈরি করলেন 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯) এবং 'যুক্তি তর্ক গপ্প' (১৯৭৫) তৈরি করলেন। সেই সময়ে তপন সিনহা এবং তরুণ মজুমদার এর মতো দক্ষ পরিচালক বাংলা সিনেমায় প্রবেশ করলেন। অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি, রবি ঘোষ, অর্পনা সেন বাংলার সিনেমায় অভিনয় করতে শুরু করলেন। অর্পনা সেন পরে পরিচালক হয়ে উপস্থিত হন। তার পরিচালিত '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' বাংলা সিনেমার নতুন দিক তৈরি করলো।

১৯৫০-১৯৬০ ঃ তপন সিনহা পরিচালনায় 'ক্ষুদিত পাষান', 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৬) এর মতো কালজয়ী ছবি তৈরি হল। তিনি 'গণদেবতা' (১৯৭৮), 'সংসার সীমান্তে', 'ফুলেশ্বর', 'দাদার কীর্তি' এর মতো উচ্চাঙ্গের ছবি তৈরি করলেন। রাজেন তরফদার (১৯১৭-১৯৮৯) 'গঙ্গা' (১৯৬০), 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) 'অন্তরীক্ষ' (১৯৫৭) সালে ছবি তৈরি করলেন। পরিচালক অজয় কর (১৯১৪-১৯৮৫) 'হারানো সুর' (১৯৫৭) এবং 'সাত পাকে বাঁধা' (১৯৭১) সালে সচিত্রা সেনকে নিয়ে তৈরি করলেন। মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সুচিত্রা সেন পুরস্কার লাভ করেন। শচীন দাশগুপ্ত এবং শ্যামল মিত্র বাংলা সিনেমায় জনপ্রিয় প্লেব্যাক সঙ্গীত উপস্থিত হলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে'ও জনপ্রিয় সঙ্গীততে কোনও অংশে কম যান নি। বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হলেন আশা ভোঁসলে এবং লতা মঙ্গেশকর। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জি, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র মতো দক্ষ সঙ্গীত শিল্পীরা প্লে ব্যাক সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করলেন। বাংলার সিনেমার এই সময়টাকে স্বর্ণযুগ বলা যায়। পরিচালক থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রী এবং সঙ্গীত শিল্পীরা দক্ষতার সঙ্গে ভালো বাংলা ছবি তৈরি করে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার সিনেমাকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত স্বর্ণ যুগের গান ও ছবিকে কেন্দ্র করে বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে।

১৯৬০-১৯৭০ঃ বাংলা সিনেমার স্বর্ণ যুগে যখন রায়, সেন, ঘটক এবং সিনহা চলাচল করছিলেন তখন প্রবেশ করলেন তরুণ মজুমদার, অসিত সেন, অগ্রদূত, অজয় কর এবং অগ্রগামীর মতো দক্ষ পরিচালকেরা। অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মহানায়ক উত্তম কুমারের সাথে 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করলেন। অভিনেতা বিশ্বজিৎ 'মায়ামৃগয়া' (১৯৬০) এবং 'দুই ভাই' (১৯৬১) অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে নিলেন। বসন্ত চৌধুরী 'দিবারাত্রি কাব্য' ছবিতে অভিনয় করে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'বসু পরিবার' ছবিতে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিলেন। তিনি 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৯৬৩) ছবিতে অভিনয় করে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। জহর রায় 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' (১৯৭১) সালে অভিনয় করে দর্শকদের মনে সাড়া জাগালেন। সন্ধ্যা রায় 'গঙ্গা' ছবিতে অভিনয় করে নাম করতে শুরু করলেন। রঞ্জিত মল্লিক 'ইন্টারভিউ' (১৯৬৯), স্বরূপ দত্ত 'আপনজন' এবং সমিত ভঞ্জ 'আপনজন' ছবিতে ভালো অভিনয় করলেন। বোম্বের অভিনেত্রী তনুজা বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে উপস্থিত হলেন। তিনি 'এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' (১৯৬৭), 'রাজকুমারী' (১৯৭০) এবং 'তিন ভুবনের পাড়ে' (১৯৬৯) এবং 'দেয়া নেয়া' ছবিগুলোতে অভিনয় করলেন। চিন্ময় রায় 'ননী গোপালের বিয়ে' এবং অজিতেশ ব্যানার্জি 'হাটে বাজারে' অভিনয় করে নাম করলেন।

১৯৭০-১৯৮০ ঃ এই যুগে বাংলা সিনেমায় অভিনয় করতে উপস্থিত হলেন রঞ্জিত মল্লিক, দীপঙ্কর দে, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, মহুয়া রায়চৌধুরী এবং দেবশ্রী রায়ের মতো দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীরা। মহুয়া রায়চৌধুরী তরুণ মজুমদারের পরিচালিত ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ' ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মনকে ভরিয়ে দিলেন। ভিক্টর ব্যানার্জি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবিতে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করলেন। উৎপলেন্দু 'ময়না তদন্ত' (১৯৮০) সালে উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি করলেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১৯৭৮) সালে 'দূরত্ব' ছবি নির্মাণ করলেন। অর্পনা সেন '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' (১৯৮১) সালে আকর্ষনীয় ছবি নির্মাণ করলেন। গৌতম ঘোষ তৈরি করলেন 'দখল'। ঘোষের ছবি 'পার' ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অফিসিয়াল ছবি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। তার ছবি 'উত্তরা' ভেনিস ২০০০ -এতে স্পেশাল পুরস্কার লাভ করে। অর্পনা সেন এর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'পরমা' (১৯৮৫)'সতী' (১৯৮৯) 'পারমিতার একদিন' (২০০০) এবং 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস আয়ার' (২০০২)। বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'শোধ' (১৯৮০) এবং নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'অদ্বিতীয়া' (১৯৬৮) সালে বাংলা সিনেমা করেন।

১৯৮০-১৯৯০ঃ এই সময়ে বাংলা ছবিতে প্রবেশ করেন তাপস পাল, প্রসেনজিৎ এবং চিরঞ্জিত। তাপস পাল 'সাহেব' ছবিতে অভিনয় করে বাংলার সিনেমার দর্শকদের মনকে একেবারে জয় করে ফেললেন। বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'ছবি কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করলেন তাপস পাল। প্রসেনজিৎ 'আতঙ্ক' ছবিতে ভালো অভিনয় করলেন। চিরঞ্জিত ঋতুপর্ণ ঘোষের 'বাড়িওয়ালি' ছবিতে ভালো অভিনয় করলেন। সুচিত্রা কন্যা মুনমুন সেন রবি সোম (১৯৮২) সালে অভিনয় করলেন। হরনাথ চক্রবর্তী 'নবাব' (১৯৮৯) সালে ভালো ছবি করলেন। সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায় 'ফটিকচাঁদ' (১৯৮২) ছবি করে ছোটদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। নৃপেন গাঙ্গুলী 'ভোম্বল সর্দার' ছবি করে বক্স অফিস দখল করলেন। এই ছবি গোল্ডেন লোটাস পুরস্কার লাভ করে বার্লিন ফেস্টিভ্যালে। তখন বাংলা ছবি মানেই তার পক্ষে একটি বোদ্ধা জগত সৃষ্টি হয়ে যায়।

ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট পত্নী রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ওপরে বেজায় ক্ষিপ্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

ইউক্রেনকে ভাগ করে দিল রুশ প্রেসিডেন্ট বলে বলতে শুরু করেছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের পত্নী। একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রতি রুশ প্রেসিডেন্টের এই রূপ আচরণকে সহ্য করতে পারছেন না ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের পত্নী। পুতিনের পদত্যাগ নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে সেখানকার শান্তিপ্রিয় নাগরিকেরা। সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লাইভ টিভি সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার সরকারি সংবাদ মাধ্যম যা জানাচ্ছে তাই বিশ্ববাসীকে গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে জেলেনস্কি নিজের গোঁ ধরার ফলে আজকে ইউক্রেনবাসীদের চরম দুর্ভোগ হচ্ছে। এর জন্য দায়ী জেলেনস্কি স্বয়ং। বারবার ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। নাটো ভুক্ত যদি ইউক্রেন হয় তাহলে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করবে। কিন্তু রাশিয়ার কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে জেলেনস্কি নিজের সিদ্ধান্তে অটুট ছিলেন। তার ফলে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। জেলেনস্কি ক্ষমতা লোভী প্রেসিডেন্ট। তাঁর কোনও স্বদেশ প্রীতি নেই। সে নিজের ক্ষমতায় থাকবে বলে যুদ্ধ করতে পথে নেমে ছিল। ইউক্রেনের সাধারণ নাগরিকদের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্বভার গ্রহণ করছে রাশিয়া। জেলেনস্কির পত্নীও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন। রাশিয়া নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করে ইউক্রেন শহরটাকে একেবারে জন্যশূন্য করতে চায়। এদিকে রাশিয়ার মধ্যে বিশ্বাস করতে হচ্ছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ইউক্রেনে টিওএস-১এ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। থার্মোবারিক রকেট বা ভ্যাকিউম রকেট ব্যবহার করে শহরগুলিকে জনশূন্যে পরিণত করা হয়েছে। মানব করিডর তৈরি করে রাশিয়া আগেই সাধারণ মানুষদের শহর ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছিল। তার সময় সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছিল রাশিয়া। সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে রাশিয়া তারপরে ভ্যাকিউম বোমা বর্ষন করতে শুরু করে। ব্যাঙ্কারে যারা ছিল চলে যেতে পারেনি তাদের প্রায় অধিকাংশ মারা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে রাশিয়া টিওএস-১এ অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। এবং রাশিয়া যেসব ক্ষেপনাস্ত্র গোপনে তৈরি করেছিল তা পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হয়েছে ইউক্রেনের ওপরে। সেই কারণে পুতিন খুবই চাপের মধ্যে রয়েছেন। তিনি কী কী অস্ত্র ব্যবহার করেছেন তার কোনও তালিকা রাখছেন না। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ব্যবহৃত অস্ত্রে কোনও তালিকা নেই। ইউক্রেনে কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনও তালিকা রুশ প্রশাসনের কাছে নেই বলে জানতে পারা গিয়েছে। ব্রিটেন এবং আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা বলতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের ওপরে রাশিয়া এমন সব অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছিল তা আগে কোনও সময়ে ব্যবহার করা হয়নি। প্রবল প্রতিরোধ করতে যখন শুরু করে দিয়েছিল ইউক্রেনের সেনারা তখন রাশিয়ার সেনারা এই সব নিষিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগ করে। এবং সেটা ক্রেমলিনের অনুমতি ক্রমে করা হয়েছিল। পুতিনের তাতে শায় ছিল বলে মনে করছে আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেন। ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে সায় দিতে শুরু করে দিয়েছেন। রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম সুপার শক্তি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রাশিয়া বড় ভাই হয়ে যেভাবে ছোট ভাইয়ের ওপরে ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আতঙ্কিত গোটা বিশ্ব। বিশেষ করে কানাডা তো তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন আগেই দাবি করেছিল রাশিয়া সব নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকী তারা ইউক্রেন দখল না করতে পারলে জৈব অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে। এখন ইউক্রেনের ওপরে দোষ চাপাতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। বলা হচ্ছে ইউক্রেন জৈব বা রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে। ইউক্রেন যদি জৈব অস্ত্র প্রয়োগ করতো তাহলে আগেই তারা করতে পারতো বলে মন্তব্য করেছেন জেলেনস্কি। কিন্তু তারা এখনও তা করেনি। জৈব অস্ত্র প্রয়োগ করলে শুরু রুশ বাহিনী নয় গোটা ইউক্রেনবাসীরা ক্ষতির সম্মুখে পড়তো। বিশ্ব শান্তির অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এখনই।

মুসোলিনির হাতে রবীন্দ্রনাথ

মুসোলিনির হাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি ইটালির সর্বাধিনায়ক বেনিতো মুসোলিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নিজের হাতে ছবি তুলেছিলেন। মুসোলিনি কবিকে না জানিয়ে ছবিটি তুলেছিলেন। কবি জানতেন না যে মুসোলিনি তাঁকে ভালোবেসে ছবিটি তুলেছিলেন। হঠাৎ করে ছবিটি তোলার জন্য কবির নিমীলিত চোখ এবং আত্মমগ্ন কবির পাশ ফেরানো ছবিটা ধরা পড়ে মুসোলিনির ক্যামেরায়। এই ছবিটি রিয়েছে তিরুঅনন্তপুরমমের নিকটে মাধবী মন্দিরম লোকসেবা ট্রাস্ট এর সংগ্রহশালায়। জি রামচন্দ্রন তাঁর মায়ের নামে এই সংগ্রহশালাটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে ইটালি যান কবিগুরু। সেখানেই কবির সঙ্গে পরিচয় হয় সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির। তাঁর মাধ্যমে কবিগুরু বহু বই পাঠিয়েছিলেন মুসোলিনিকে। অধ্যাপক জিওসেপ্পে তুচিচও এসেছিলেন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করার জন্য। মুসোলিনি কবিগুরুর যত বই ইতালি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল সব কটি বই তিনি পড়েছিলেন। এশিয়ার প্রথম নোবেল জয়ী কবিগুরুর ছবি সংগ্রহ করাটা তাঁর মধ্যে প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হয়েছিল। সেই সময়ে মুসোলিনি নিজের ক্যামেরা দিয়ে কবিগুরু ছবিটি তুলে ফেলেছিলেন। কবির সঙ্গে মুসোলিনির ঘনিষ্ঠতা অনেকে সহ্য করতে পারেননি। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন রম্যাঁ রোঁলা। ফ্যাসিস্ত মুসোলিনি সম্পর্কে বহু কথা কবিকে বলেন তিনি। মুসোলিনিকে ভুল বোঝার পিছনেও ছিলেন অধ্যাপক ফর্মিকিও। অধ্যাপক ফর্মিকি মুসোলিনির দলভুক্ত না হলেও তিনি কিন্তু তাঁর সমর্থক ছিলেন। জি রামচন্দ্রন বিশ্বভারতীতে পড়াশুনা করার ইচ্ছা হয়। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে দেকা করেন। শান্তিনিকেতেন ছাত্রাবস্থায় থাকার সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা হয় রামচন্দ্রনের। এই রামচন্দ্রন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাধবী মন্দিরম লোকসেবা ট্রাস্ট।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের মিলন সেতু রাসমেলা

বিশেষ প্রতিবেদক

শাক্ত ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের মিলন সেতু নির্মাণ সৃষ্টি করা হয়েছিল রাসের মেলা। এক সময়ে নদিয়াকে শাক্ত মতের সঙ্গে বৈষ্ণব মতের সংঘর্ষ শুরু হয়। মত বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। কোথাও কোথাও তা নিয়ে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাতে সারা নদিয়া জুড়ে অশান্তি আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন দেখলেন যে সংঘর্ষ থামাতে শাক্ত মতের সঙ্গে বৈষ্ণব মতের মিলন সেতু রচনা করতে হবে। তিনি নদিয়ার পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করলেন। বহু পণ্ডিত মত দিলেন যে শাক্তদের সঘেদ বৈষ্ণবদের যদি মিলন সেতুন নির্মাণ করতে হয় তাহলে একটি মাত্র পথ হচ্ছে উৎসব সৃষ্টি করা। সেই উৎসবে সবাই মিলিত হওয়ার অধিকারী হবে। সেখানে কোনও একটি ধর্মকে চর্চিত হবে না। সব ধর্মে বিশ্বাসী ভক্তরা যোগদান করতে পারবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতদের এই মতকে গ্রহণ করে নিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কালী সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের মিলন সেতুনির্মাণ করতে হবে। যারা যে দেব দেবীর ভক্ত সেই সব মূর্তি নির্মাণ করে রাস মেলায় উৎসবে অংশ গ্রহণ করে পুজিত করতে পারবে। তার ফলে সারা নবদ্বীপ জুড়ে দেখতে পাওয়া গেল রাধাকৃষ্ণের পাশে মা কালী পুজিত হচ্ছেন।

নবদ্বীপের রাসমেলার আয়োজন করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি এই রাসমেলাকে শুধু নবদ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রদর্শিত রাসমেলা পরবর্তীকালে শান্তিপুরেও ছড়িয়ে দেন। কৃষ্ণনগরের রাসমেলা উৎসব হয়। তবে সেখানে ছোট করে হতে থাকে। নবদ্বীপের রাসমেলার প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে সর্বদেবতার পুজোর আয়োজন। নবদ্বীপ এক সময়ে বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সময় থেকে নবদ্বীপ ছিল বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। এই নবদ্বীপে বহু পণ্ডিতেরা এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তারা পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবকে নিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামমৃত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পদাবলী রচনা করেছিলেন। মাইকেল পদাবলী রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাসমেলা আয়োজন করেছিলেন শান্তিপুরে। এই রাসমেলা হচ্ছে বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণবদের উৎসব। সবাই যাতে উৎসব করে আনন্দে মেতে থাকে তার জন্য সব দেবতার পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। রাসমেলায় বহু দেব দেবীর পুজো হয়। আর্য অনার্যদের পুজো হয় এই রাসমেলায়। দূর্গা, জগদ্ধাত্রী থেকে শুরু করে দক্ষিণাকালী, চণ্ড কালী, শশ্মান কালীর পুজো হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আবার কোনও কোনও পাড়ায় চৈতন্যদেবের পুজোর আয়োজন করা হয়। সারা নবদ্বীপ রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জাগতে শুরু করে। নবদ্বীপে রাস পূর্ণিমা আয়োজন করলে সেখানে সর্ব স্তরের ভক্তরা এসে উপস্থিত হয়। নবদ্বীপের রাসমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর শান্তিপুরে রাস উৎসব শুরু হয়। শান্তিপুরে রাস উৎসব হওয়ার একট কারণ রয়েছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং যেসব স্থানে গিয়েছেন সেখানে রাস পূর্ণিমার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পুরিতেও রাস পূর্ণিমা হয়। তবে সেখানে ছোট করে রাস পূর্ণিমা হয়। প্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং রাস পূর্ণিমার উৎসব করার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শুধু বৈষ্ণবেরা কেন নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করবে, সব দেবদেবীর ভক্তরা নবদ্বীপে বসবাস করুক। সেই কারণে নবদ্বীপকে বলা হয়ে থাকে মধুভক্ত স্থান। মধুর স্থান হচ্ছে নবদ্বীপ। সেই নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করে এই স্থানকে ভারত বিখ্যাত স্থানে পরিণত করে যান।

নেপাল এবং ভুটান সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নয় ভারত, বার্তা দিলেন অমিত শাহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি-র রেইজিং ডে উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্তের সুরক্ষার মাঝে রাজ্যে এসে অমিত শাহ কী বার্তা দেন, সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন অনেকেই। তবে বাংলাদেশ তথা সীমান্ত সম্পর্কে কোনও কথা বলতে শোনা যায়নি তাঁকে। দেশের সুরক্ষায় এসএসবি-র ভূমিকা কী, সে কথাই এদিন বলেন শাহ। শিলিগুড়িতে এসএসবি-র ৬১ তম রেইজিং ডে-র অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ উল্লেখ করেন, সীমান্তে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এসএসবি-র। বিশেষ করে নেপাল ও ভুটানের মতো দেশের সীমান্তে সক্রিয় এসএসবি। এছাড়া বিহারকে মাওবাদী মুক্ত করার ক্ষেত্রেও এসএসবি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন অমিত শাহ। বিশেষত শিলিগুড়ি করিডর ও ইস্টার্ন রিজিয়নের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। মাওবাদী মোকাবিলায় সশস্ত্র সীমা বলের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ''বন্ধ সীমান্তে কাজ করা অনেকটা সুবিধার। সেই সীমান্তে দিয়ে কেউ পারাপার করতে পারে না। কিন্তু যেখানে মুক্ত সীমান্ত রয়েছে, সেখানে জওয়ানদের কাজ অনেকটা কঠিন এবং জটিলও। সে দিক থেকে এসএসবি যে ভূমিকা পালন করছে, তা সত্যিই অনস্বীকার্য। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশী দুই দেশ নেপাল এবং ভুটানের সীমান্ত নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নই।'' বস্তুত, নেপাল এবং ভুটানের প্রায় ২,৪৫০ কিলোমিটার সীমান্তে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে এসএসবি। শাহ জানান, গত তিন বছরে ১১০০ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সশস্ত্র সীমা বল। ১০০০ একরের বেশি জমি জবরদখল মুক্ত করেছে তারা। চার হাজারের বেশি পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৮১ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছেন জওয়ানরা। অভিযানে ৮০১ জনকে পাচারের আগেই উদ্ধার করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ২৩১ জন নাবালক-নাবালিকা। শিলিগুড়ি করিডর এবং জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''শিলিগুড়ি করিডর ভৌগোলিক ভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়িতে এসএসবি-র হেডকোয়ার্টার থাকায় তা আমাদের অনেকটাই নিশ্চিন্ত করেছে। জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিরোধে দারুণ ভূমিকা নিয়েছে এসএসবি।'' শাহ জানান, ৬০০-র বেশি মাওবাদীকে গ্রেফতার করা, ১৫ জন মাওবাদী নেতাকে 'এনকাউন্টার' করতে সমর্থ হয়েছেন সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা। একই ভাবে ১৯ সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের হাতে। তিনি আরও জানান, বিহার, ঝাড়খণ্ডে যেমন মাওবাদী কার্যকলাপ অনেকাংশে বন্ধ করতে পেরেছে এসএসবি, উত্তরাখণ্ডেও মাওবাদী দমনে ভাল কাজ করছে এসএসবি। সেখানে ১৪ জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের জন্য একটি আধুনিক ভবনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গেছে, সাড়ে তিন একর জমির উপরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট চারটি ভবন তৈরি হয়েছে। শাহ ওই ভবন উদ্বোধনের সময়ে পেট্রাপোল সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার, বনগাঁর কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক। শান্তনু জানান, কলকাতা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু করার জন্যও তিনি রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। শিলিগুড়িতে শাহের সঙ্গে এসএসবি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, মাটিগাড়া- নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণেরা। এসএসবি-র ৩৫ জন সেনা জওয়ান ও আধিকারিককে সেবাপদক দিয়ে সম্মানিত করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সজল গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষিত হল জামালপুরের আবুঝহাটি ২

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর ঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পে পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রথম সজল গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষিত হল জামালপুর ব্লকের আবুঝহাটি ২ পঞ্চায়েত। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী এ (আইএএস) এই গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম ঘোষণা করতেই খুশীর আবহ জামালপুরে। জেলা জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও আবুঝহাটি ২ পঞ্চায়েতের সাহায্যে কুলিনগ্রামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, সুপারেন্ডিটিং ইঞ্জিনিয়ার সুকুমার দাস, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বর্ধমান ডিভিশন গোপেন পাল, বিডিও পার্থ সারথী দে,জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্যরা। স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে একটি র‍্যালি করা হয় যাতে পা মেলান জেলা শাসক সহ অন্যান্যরা। তারপর স্মারক উদ্বোধন করেন জেলা শাসক আয়েশা রানী এ। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। বিধায়ক তার বক্তব্যে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রতিটা বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেবেন। সেই লক্ষ্যে অবিচল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর তারই ফলশ্রুতিতে এদিন আবুঝহাটি ২ পঞ্চায়েত সজল পঞ্চায়েত হলো। তার ভালো লাগছে যে জেলার প্রথম পঞ্চায়েত যাকে সজল পঞ্চায়েত ঘোষণা করা হলো সেটা তার বিধানসভায়। সকলকে তিনি জলের সঠিক ব্যবহার করতে বলেন। জেলাশাসক বলেন আজ তার জেলার প্রথম পঞ্চায়েত হিসাবে আবুঝহাটি ২ পঞ্চায়েত কে সজল পঞ্চায়েত ঘোষণা করা হলো। এই পঞ্চায়েতের ৪০৭৪ টি পরিবারের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য তিনি ব্লকের বিডিও পার্থ সারথী দে সহ পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ তাদের পুরো টিম ও পিএইচই দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে জলের অপচয় না করার আবেদন জানান তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি-টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫২১, তারিখ ১৯.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, [illegible] কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক [illegible] ই-টেন্ডার নং ঃ [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ৩ মাস। টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ ৩১.১২.২০২৪। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ ১৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিট। বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। [illegible]
SDAH-283/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ১৯১-২০২৪-২৫, তারিখ ১৮.১২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ [illegible] কাজের বিবরণ ঃ [illegible] আনুমানিক মূল্য ঃ [illegible] বায়না অর্থ ঃ [illegible] টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০১.২০২৫** তারিখ দুপুর ২টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-496/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ সিএএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/ডিজিটাইজেশন-এআরটি-৮/২০২৪, তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলওয়ে নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিবদ্ধ বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নং ঃ এইচডব্লুএইচ-ডিজিটাইজেশন-এআরটি-৮। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। এলটিকিউ নং ঃ এ/১। লট নং ঃ এভিডিটি-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-১৩০-২৪-১ [বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল)]। বিবরণ ঃ ৫০ ঃ ৫০ অনুপাতে সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে হাওড়া স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম-৮ -এ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী প্রদর্শনের সুযোগের জন্য ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্ক স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। HWH-497/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (**''আইআইএফএল''**) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **24.12.2024** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23265376, GL23302081, GL23457631, GL27280454, GL29016369, GL29760429, GL29771105, GL29878295, GL29902861, GL30172572, GL30175297, GL30289185, GL30391787, GL30589529, GL31290540, GL32433467, GL32441539, GL33201166, GL33209227, GL34177797, GL34277075, GL34320295, GL34321635, GL24598642, GL29812984, GL29820280, GL30129500, GL30140189, GL30301637, GL30304579, GL30305383, GL30320398, GL30442504, GL30444044, GL30459267, GL30530666, GL30578743, GL30752434, GL30763678, GL31217687, GL31658339, GL31893087, GL32091564, GL32427050, GL32442344, GL32655462, GL32844212, GL32931619, GL32982336, GL33249614, GL33273030, GL33420909, GL33431157, GL33469460, GL33561927, GL33567633, GL33584078, GL33718899, GL33836359, GL34171633, GL34197920, GL34217369, GL34232783, GL23367953, GL25344836, GL27729435, GL30569670, GL30634530, GL30658831, GL31887852, GL31905619, GL32314659, GL32373306, GL32378546, GL32408222, GL32408335, GL33446293, GL33703794, GL33731695, GL34156161, GL34279530, GL22765565, GL22933592, GL23300615, GL23307336, GL23337942, GL23474599, GL28046082, GL28049716, GL28136891, GL28151515, GL28369453, GL29268987, GL29373001, GL29378360, GL29454762, GL29475444, GL29824575, GL29846866, GL30328564, GL30346301, GL30425784, GL30437724, GL30451157, GL30455752, GL30460900, GL30463157, GL30484540, GL30517927, GL30521596, GL30527252, GL30529421, GL30542768, GL30560985, GL30562158, GL30564051, GL30567563, GL30670629, GL30707625, GL30732177, GL30747370, GL30761923, GL31996930, GL32012288, GL32105004, GL32124191, GL32204671, GL32208544, GL32231550, GL32460134, GL32473028, GL32495538, GL32516430, GL32527739, GL32633642, GL32887888, GL32891630, GL33011087, GL33016316, GL33757487, GL33820585, GL33839420, GL33848872, GL33869677, GL33891033, GL33980598, GL34007927, GL34052308, GL34059809, GL34083269, GL34098595, GL34115101, GL34163213, GL34187029, GL34196303, GL34199346, GL34201267, GL34215772, GL34248737, GL34269057, GL34277761, GL23378012, GL23739195, GL28427152, GL29243025, GL29988810, GL30007562, GL31088330, GL33258001, GL33667431, GL34064551, GL23173433, GL23180739, GL23209203, GL23250392, GL23310647, GL23341340, GL23354453, GL23354561, GL23369509, GL23446104, GL23475697, GL23476528, GL23650135, GL25903350, GL26100977, GL27355526, GL27840130, GL27870282, GL27903816, GL28044838, GL28049105, GL28059111, GL28348354, GL28385674, GL28404952, GL28413090, GL28429707, GL28567736, GL28959822, GL29103565, GL29240460, GL29315623, GL29536486, GL29543509, GL29546710, GL29644895, GL29660989, GL29786003, GL29795518, GL29834832, GL30193974, GL30212118, GL30243057, GL30406487, GL30413638, GL30422344, GL30496937, GL30518538, GL30518983, GL30521445, GL30521671, GL30618079, GL30643783, GL30688172, GL30690877, GL30706034, GL30715838, GL30715926, GL30812416, GL30871503, GL30910815, GL31212577, GL31401176, GL31788003, GL31845290, GL31853074, GL31894395, GL31906593, GL31909487, GL31939426, GL32161346, GL32172783, GL32252063, GL32260383, GL32416980, GL32445392, GL32486028, GL32500956, GL32532858, GL32556257, GL32556779, GL32670401, GL32728878, GL33187360, GL33221090, GL33235654, GL33314672, GL33315611, GL33318387, GL33318616, GL33350593, GL33356077, GL33389744, GL33434560, GL33442704, GL33460945, GL33576826, GL33591601, GL33599698, GL33654760, GL33685611, GL33709645, GL33762954, GL33763181, GL33837285, GL33963469, GL34030212, GL34048871, GL34149318, GL34167063, GL34199858, GL34206586, GL34226177, GL34283861, GL23458132, GL23881961, GL24869122, GL29163183, GL29463916, GL29475226, GL30697565, GL30716648, GL32978871, GL32988557, GL33205473, GL33207237, GL22616097, GL22732487, GL22849313, GL23052763, GL23198889, GL23310538, GL23323545, GL23410907, GL23411889, GL23499165, GL24753020, GL24932294, GL26821988, GL27531158, GL27765973, GL27771921, GL28227304, GL28241994, GL29285034, GL30025160, GL30611712, GL30638989, GL30650314, GL30706602, GL30716239, GL30982558, GL31396268, GL31414431, GL31692491, GL31772002, GL32086786, GL32350309, GL32417605, GL32444217, GL32456280, GL32472989, GL32534937, GL32535538, GL32539196, GL32553462, GL32553549, GL32554520, GL32641357, GL32666154, GL33345657, GL33351457, GL33952426, GL33982952, GL33988117, GL34025195, GL34049191, GL23368392, GL25799789, GL26018887, GL28218064, GL28242764, GL28267091, GL28273856, GL28782448, GL28909778, GL29390799, GL29720275, GL29745935, GL29980855, GL30115947, GL30174356, GL30444630, GL30834764, GL30840213, GL31066748, GL31071663, GL31134336, GL31144315, GL31407991, GL31413377, GL31849034, GL31852927, GL31890429, GL31952024, GL31959470, GL32419481, GL32438575, GL32566897, GL32584516, GL33165877, GL33377598, GL33466269, GL33700040, GL33761902, GL33958456, GL34065664, GL34165489, GL34187437, GL23437667, GL23968125, GL27035012, GL28281146, GL28301403, GL28442611, GL29507206, GL29523805, GL29815518, GL30414421, GL30515987, GL30520306, GL30531285, GL30539652, GL30558148, GL30574776, GL30645477, GL30664970, GL30668149, GL30671155, GL30685103, GL30686011, GL30731562, GL30742425, GL31868555, GL31908790, GL32451015, GL32537497, GL32542438, GL32544656, GL32546361, GL32555755, GL32556073, GL32679144, GL33129693, GL33213208, GL33421586, GL33478510, GL33605961, GL33606025, GL33658969, GL33850008, GL34017864, GL34036643, GL34062826, GL34260036, GL29247834, GL30168190, GL30439076, GL32187961, GL32198672, GL32421505, GL32441142, GL32450166, GL32472321, GL32507203, GL32508898, GL32524309, GL32528153, GL32567554, GL33840447, GL34200713, GL34331324, GL23325463, GL23364092, GL27789811, GL29652062, GL29661550, GL30466573, GL30499751, GL30537495, GL30546102, GL30578734, GL32934376, GL32997435, GL33016198, GL33070061, GL33088378, GL33302152, GL33820829, GL33821330, GL34090623, GL34115286, GL22612204, GL23341474, GL24011195, GL28693931, GL29123681, GL30126156, GL30138059, GL30352663, GL30360496, GL30369417, GL30403875, GL30406377, GL30422151, GL30422203, GL30433000, GL30462196, GL30520707, GL30536533, GL30581162, GL30665670, GL30665864, GL30685031, GL30685724, GL30694971, GL30706953, GL30715734, GL30728498, GL30729512, GL30739630, GL30744793, GL30745020, GL30761569, GL30761932, GL31109499, GL31130097, GL32032578, GL32331646, GL32342519, GL33185517, GL33243758, GL33264697, GL29265873, GL29305782, GL29323963, GL30281949, GL30411184, GL30426576, GL30471885, GL30507408, GL30548259, GL30609234, GL30639704, GL30641579, GL30641671, GL30659224, GL30659286, GL32496132, GL32683557, GL33240446, GL33267180, GL33873080, GL34201872, GL22866630, GL23960490, GL29471950, GL30142376, GL30161057, GL30592331, GL30607845, GL30629522, GL32177958, GL32460777, GL32475216, GL32578681, GL32712324, GL33204244, GL33209628, GL33213813, GL33214907, GL33234829, GL33366693, GL33372388, GL33417735, GL33431008, GL33471892, GL33697555, GL33934971, GL34017676, GL34277549, GL22790776, GL23133210, GL29519322, GL29523767, GL29555720, GL29568880, GL29783322, GL29795482, GL30224728, GL30590387, GL30669423, GL30685126, GL30750997, GL30761638, GL31156539, GL31194789, GL31312773, GL31336244, GL31484169, GL31635897, GL31659624, GL31676483, GL31774433, GL31921027, GL32318794, GL32336162, GL32341970, GL32402939, GL32451331, GL32467520, GL32472803, GL32475809, GL33303964, GL33304128, GL22838302, GL23275076, GL25556392, GL30409191, GL30499152, GL30552190, GL30667738, GL30684932, GL30708254, GL31860834, GL33096116, GL33121199, GL34002490, GL34022091, GL22656026, GL22794612, GL22821061, GL22895738, GL23287252, GL23328709, GL24111675, GL24579957, GL24648886, GL25179922, GL25798357, GL26716403, GL26928930, GL26948804, GL27567519, GL28389087, GL29237462, GL31021894, GL31125916, GL31158111, GL31245815, GL31256439, GL31509667, GL31610283, GL31659832, GL31715983, GL31765898, GL31774939, GL31828061, GL31867359, GL31913707, GL31939540, GL32204392, GL32345545, GL32345901, GL32379465, GL32613054, GL32621620, GL32656996, GL32998441, GL33272853, GL34005193, GL22481101, GL23265536, GL23317121, GL23421219, GL24636132, GL25186464, GL27293442, GL27417773, GL27497612, GL27573674, GL28482476, GL28835190, GL29041335, GL29436292, GL30392769, GL30535421, GL30579393, GL30705366, GL30718944, GL30970064, GL30988761, GL31104869, GL31122802, GL31736791, GL32304103, GL32309838, GL32330699, GL32338133, GL32380549, GL33130635, GL33150156, GL33877263, GL34273867, GL34293210, GL23344541, GL23797025, GL26447856, GL27156515, GL27382216, GL28381874, GL29345550, GL29552539, GL29784656, GL31167369, GL31173458, GL32052910, GL32113286, GL32235410, GL32241016, GL32254106, GL32257456, GL32607261, GL32620109, GL32623605, GL33072044, GL33072244, GL33085656, GL33086431, GL33160011, GL33274376, GL33290804, GL33382933, GL23068387, GL23273988, GL23481114, GL26874311, GL27456480, GL27842872, GL27865185, GL28010025, GL30582558, GL30727363, GL32234892, GL32259317, GL32737608, GL33384266, GL33989455, GL23166267, GL23325377, GL23465145, GL25269341, GL26874789, GL28065831, GL28085601, GL28333546, GL28352683, GL29104927, GL29294541, GL29347523, GL29437509, GL29448139, GL29581725, GL30273435, GL30416176, GL30428470, GL30428639, GL30500474, GL30518889, GL30521492, GL30531698, GL30532815, GL30545788, GL30546840, GL30550854, GL30669131, GL30679129, GL30685025, GL30719671, GL30739525, GL30751007, GL30761534, GL31542611, GL32163401, GL32323556, GL32329413, GL32343507, GL32482689, GL32486702, GL32497819, GL32500831, GL32514546, GL32514727, GL32515850, GL32516034, GL32516735, GL32528994, GL32529029, GL32529098, GL32529128, GL32530680, GL32536979, GL32554373, GL32578109, GL32580202, GL32606873, GL32670071, GL32693443, GL32707386, GL33140959, GL33149030, GL33187427, GL33271664, GL33278275, GL33292652, GL33293308, GL33414534, GL33582373, GL33665773, GL33686470, GL33709461, GL33731322, GL33814399, GL33959633, GL34074962, GL34222295, GL23588661, GL27915659, GL28260582, GL30415354, GL30753409, GL31062550, GL31069567, GL31950680, GL31958596, GL32562271, GL32605122, GL32708426, GL33811376, GL33812399, GL29423084, GL30608445, GL30629608, GL30692172, GL30699681, GL30715934, GL31286027, GL31405875, GL31412218, GL31587000, GL31601464, GL31770713, GL31777876, GL31906436, GL31915517, GL31935806, GL31968702, GL31987791, GL32207073, GL32220859, GL32224752, GL32230228, GL32298478, GL32311948, GL32360511, GL32394502, GL32546165, GL33582792, GL23327710, GL23357625, GL23401008, GL27884310, GL27985065, GL27992491, GL28294624, GL28774250, GL29601694, GL29614144, GL30475253, GL30504738, GL30513627, GL30588740, GL30603212, GL30646671, GL30676490, GL32031464, GL32378268, GL32406912, GL32451423, GL32473154, GL32520397, GL32526526, GL32628466, GL32737338, GL32967193, GL32984582, GL33012371, GL33018213, GL33100922, GL33120229, GL33714877, GL33743929, GL33777015, GL33796190, GL33999064, GL34022382, GL34058784, GL34161831, GL29619855, GL29636978, GL30506473, GL30536139, GL30537315, GL30735393, GL31596710, GL33309932, GL33322459, GL34027216, GL34049440, GL21808509, GL21815360, GL22837127, GL23286881, GL23344199, GL23501809, GL26188014, GL26355175, GL26718170, GL27574686, GL27687842, GL27801619, GL27935093, GL27969372, GL27991136, GL28170966, GL28753279, GL29107855, GL29243501, GL29418033, GL29542229, GL29542607, GL29546461, GL29735555, GL29775277, GL29795022, GL29914991, GL30358597, GL30360319, GL30368243, GL30389642, GL30563591, GL30564618, GL30673321, GL30689772, GL30694584, GL30716056, GL30716168, GL30725864, GL30933223, GL31058815, GL31072974, GL31149587, GL31175424, GL31193144, GL31330842, GL31342532, GL31730585, GL31757443, GL31831904, GL31873975, GL31908060, GL32009915, GL32010805, GL32042909, GL32193347, GL32324998, GL32341891, GL32520687, GL32572350, GL32585549, GL32703945, GL22474928, GL22486540, GL23618689, GL25425692, GL26910328, GL27588441, GL29537442, GL29546708, GL29630222, GL29637482, GL30132370, GL30137094, GL30183490, GL30560783, GL30583953, GL30699084, GL31084492, GL31096982, GL31135025, GL31144461, GL31331635, GL31344434, GL31730981, GL31757446, GL31760393, GL31778061, GL31940804, GL32787661, GL32802411, GL33168762, GL33314238, GL33318533, GL33464098, GL33932997, GL33961183, GL34026033, GL34048417, GL34294909.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য [illegible]

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 21.12.2024

Sd/-
অনুমোদিত আধিকারিক
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/PRO/01/2024-2025
Name of work : **Deployment of hired lorry for P.R.Works/Removing road side rubbish/ Transportation of road repairing materials etc. in Br.-II (Day & Night) under CME(C) Department (for Ward No. 10, 11, 12, 15 & 16).** Estimated Cost (including GST & CESS): **₹ 4,81,790.00**. Earnest Money: **₹ 9,700.00**. Period of Completion: **365 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/PRO/02/2024-2025
Name of work : **Deployment of hired lorry for P.R.Works/Removing road side rubbish/ Transportation of road repairing materials etc. in Br.-II (Day & Night) under CME(C) Department (for Ward No. 17, 18, 19 & 20).** Estimated Cost (including GST & CESS):**₹ 4,23,400.00**. Earnest Money: **₹ 8,500.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **04.01.2025 upto 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2) Bid will opened on: **06.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details will be available on and from **20.12.2024 at 5 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2) From the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/XVI/143/043/24-25/BUSTEE
Name of the work : **Const. of sanitary latrine at Arabindanagar and Dhalipara slum area in Ward No. 143.** Estimated Amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,792.51**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **01.01.2025 - 12 Noon.** Tender will be opened on: **03.01.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.-XII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/059/24-25
Name of work : **Improvement of road by providing kerb & channel near prem. no. 17 Canal South Roads Ward No. 106.** Estimated Cost: **₹ 4,72,240.92**. Earnest Money: **₹ 9,500.00**. Period of Completion: **75 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/058/24-25
Name of work : **Renovation of Adarsha Nagar K.M.C.P.School and VIP Nagar K.M.C.P. School(M) by painting repairing of collapsible gate changing of window glass etc. in Ward No. 108, Br.-XII.** Estimated Cost: **₹ 3,09,894.29**. Earnest Money: **₹ 6,500.00**. Period of Completion: **75 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/073/24-25
Name of work : **Construction of storm water U/G drainage system near Prem. No. 266, 327 etc. R.R. Plot in Ward No. 108, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 4,42,647.01**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/074/24-25
Name of work : **Construction of storm water U/G drainage system near Prem. No. 402, 394 etc. R.R. Plot in Ward No. 108, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 4,38,612.29**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/114/24-25
Name of work : **Maintenance of Dilapidated Road near Prem. No. - A/32, A/28 etc. Baghajatin Park in Ward No. - 109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 4,10,132.78**. Earnest Money: **₹ 8,500.00**. Period of Completion: **120 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/116/24-25
Name of work : **Restoration of Road damage by P.U.Agency at 64 Mukundapur & Commit Park in Ward No. 109, Br.-XII, KMC.** Estimated Cost: **₹ 4,77,220.05**. Earnest Money: **₹ 9,600.00**. Period of Completion: **150 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 - 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 6) Date and Time of Opening of Bid: **02.01.2025 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6) The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 6) from the website: **https://etender. wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6)

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/020/2024-2025
Name of work : **Restoration of paverblock footpath at 22, M.G.Road, 30, M.G.Road etc. in Ward No. 049, Br.-V.** Estimated Cost (including GST & CESS): **₹ 2,89,073.92**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 – 11 a.m.** Date and Time of opening of tender: **02.01.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/33/2024-2025
Name of work : **Repairing of I.P.S and Paver block footpath passage at Garstin Place and Hare Street and surrounding area in Ward No. 45, under Borough-V.** Estimated Cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,826.46**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/19/2024-2025
Name of work : **Repairing of P.B footpath near 205 Rabindra Sarani etc. in Ward No. 42, under Borough-V.** Estimated Cost (including GST & CESS): **₹ 2,49,570.81**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **28 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/37/2024-2025
Name of work : **Development of I.P.S. Passage at Harin Bari 1st Lane in Ward No. 43, under Borough-V.** Estimated Cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,780.70**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **28 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 – 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4) Date and Time of opening of tender: **02.01.2025 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4) The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 to 4) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 to 4)

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/29/B11/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Renovation of bustee sanitary latrine at 5/H/2, 5/B Kasai Bustee 1st Lane 28/H/3, 32A Canal East Road, 3/H/B, 3/55 Narkeldanga North Road, and other places in Ward No. 29.** Estimated Cost (including GST & CESS): **₹ 4,73,929.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **02.01.2025 upto 12 Noon** Date and Time of opening of Bid: **04.01.2025 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https:// etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/35/25/24-25 (2nd Call)
Name of work : **Restoration of paver block passages disturbed due to C.E.S.C at 109 Raja R.L Mitra Rd, 1/1B Dr. Panchanan Mitra Lane and different places in Ward No. 035.** Estimated Cost : **₹ 4,76,761.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 upto 12 Noon.** Date and Time of opening of Tender: **02.01.2025 on or after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/022/E22/24-25/R
Name of work : **Thorough Improvement of Hariram Goenka Street from crossing of Nalini Seth Road to Kalakar Street in Ward No. 022, Br.-IV.** Estimated Cost(including GST & CESS): **₹ 4,36,331.68**. Earnest Money: **₹ 8,750.00**. Period of Completion: **30 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/015/24-25/R
Name of work : **Repairing of concrete and IPS passage and footpath at 1, Harinath Dey Road, 18, Canal West Road etc. Bustee places in Ward No. 28.** Estimated Cost(including GST & CESS): **₹ 1,98,344.07**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 – 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The Tender will be opened on: **03.01.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/019/2024-2025/R
Name of work : **Improvement of sewer line from 38/1A, Shibnarayan Das Lane to 7 No. Prannath Sen Lane in Ward No. 038.** Estimated Cost(including GST & CESS): **₹ 3,54,366.57**. Earnest Money: **₹ 7,100.00**. Period of Completion: **14 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2024 – 11 a.m.** The Tender will be opened on: **02.01.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Civil), KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/028/2024-25/R
Name of work : **Improvement of road by providing kerb & channel with hot mix near 13A, 14 Central Road, in Ward No. 103.** Estimated Value(including GST & CESS): **₹ 2,96,086.88**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/027/2024-25/R
Name of work : **Improvement of road by providing kerb & channel with hot mix near 15, 6 Khudiram Bose Road, in Ward No. 103.** Estimated Value(including GST & CESS): **₹ 2,96,735.67**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **02.01.2025 upto 12 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2) Date and Time of Opening of Bid: **04.01.2025 at 12 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 (From 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) from the website: **https://etender.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer (Civil), Borough IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/079/037/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of passage by concrete at New Bustee of Coal Berth and adjacent area in Ward No. 79.** Estimated Amount(including GST & CESS): **₹ 2,99,263.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

(2) NIT No. : KMC/IX/076/038/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee I.P.S. passage at 41/1, 42, Watgunge Street, 11, 11/1, Mohan Chand Road, 131, C.G.R.Road in Ward No. 076.** Estimated Amount(including GST & CESS):**₹ 2,49,422.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/IX/076/037/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee I.P.S. passage adjacent at 28/H/6, 38, Ramkamal Street, 9A, Rangalal Street in Ward No. 076.** Estimated Amount(including GST & CESS): **₹ 2,49,294.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/IX/076/041/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee Sewer Line At 41, Watgunge Street, 11/1E, 6/1, Jaganath Sarkar Lane, 26, Ramkamal Street, 1/1, Ashu Babu Lane in Ward No.-76.** Estimated Amount(including GST & CESS): **₹ 2,99,350.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

(5) NIT No. : KMC/IX/079/036/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repairing of I.P. passages at Sonaidingi bustee and Garikhana Bustee in Ward No.- 79.** Estimated Amount(including GST & CESS): **₹ 2,99,485.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last Date and Time of submission of Bid : **02.01.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 5) Tender will be opened on: **04.01.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 5) The bid forms and other details are available on and from **23.12.2024 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) from the website: **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5)

CORRIGENDUM

(1) NIT No. KMC/SWM-II/E/24-25/69 (2) NIT No. KMC/SWM-II/E/24-25/70 published in this Newspaper on **10.12.2024** (Key No. 1015/24-25) of **SWM-II Department** (Sl. No. 2 and 3) Last date and time of submission of bid to be read as **31.12.2024 at 5 p.m.** instead of 18.12.2024 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 and 2) **(1086/24-25)**

চাষবাস

জৈব চাষে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম

জৈব চাষে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম। দুই জেলাতেই চার হাজার হেক্টর করে করা হয়েছে গত তিনবছরে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বীরভূম। রাঙামাটির এই জেলার ৩ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। তারপরেই রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর। পশ্চিমাঞ্চলের এই তিন জেলায় ২ হাজার করে মোট ৬ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারেও জৈব চাষ বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলায় এক হাজার করে মোট ৪ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষের তথ্য রয়েছে প্রশাসনের কাছে। সবমিলিয়ে গত তিন বছরে রাজ্যে মোট ২১ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর উদ্যোগে আরও জমিতে জৈব চাষ চলছে রাজ্যে।

অনেকদিন ধরেই জৈব চাষে হাত পাকাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা'-র অধীনে সার্টিফায়েড জৈব চাষ বাড়ছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নিজে রাসায়নিকমুক্ত চাষের সম্প্রসারণে আগ্রহী। এই ব্যাপারে বিহারের কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠকও করেছিলেন। বিহার জৈব চাষে অনেকটা এগিয়েছে। পড়শি সিকিমেও দীর্ঘদিন ধরে চাষ হচ্ছে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে এ রাজ্যে সেভাবে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সাধারণ মানুষ 'অর্গানিক ফুড'-এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বাজারও তৈরি হয়েছে। তিরিশটিরও বেশি কৃষক গোষ্ঠী জৈব চাষে এগিয়ে এসেছে। চাল, ডাল, তৈলবীজ, সবই জৈব পদ্ধতিতে চাষ করছে। সবজি চাষেও জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ অর্গানিক খাবার খাচ্ছেন। একাধিক বিপণি খুলেছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এমনটাই জানালেন রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কৃষি আধিকারিক ড. অনুপল পাল।

রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কৃষি আধিকারিকের কথায়, রাজ্যে দুধরনের জৈব চাষ হচ্ছে। সার্টিফায়েড ও নন-সার্টিফায়েড। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাভাবিক উপায়েই জৈব চাষ হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও রাসায়নিক সার মুক্ত প্রাকৃতিক চাষ হচ্ছে। যা জৈব চাষেরই নামান্তর। অনুপমবাবুর দাবি, জৈব চাষের বিরুদ্ধে একটি লবি বরাবর সক্রিয়। সবুজ বিপ্লব তারই ফসল। বিখ্যাত পরিবেশবিদ বন্দনা শিবের 'ভায়োলেন্স অফ গ্রিন রেভলিউশন' বইটিতে সবুজ বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুপমবাবুর পর্যবেক্ষণ, গোটা দেশে ৮২ হাজার দেশীয় প্রজাতির ধান রয়েছে। বাংলায় এই সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি। বিশ্বে এখনও এমন কোনও হাইব্রিড ধান আবিষ্কার হয়নি, যা দেশীয় প্রজাতিকে টেক্কা দিতে পারে।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কাঁপল কিয়েভ, হত ১

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আজ শুক্রবার সকালে দফায় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ক্রমিক রুশ হামলায় কিয়েভ কেঁপে ওঠে। একের পর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। কিয়েভের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। কিয়েভে রুশ হামলায় অন্তত একজনের নিহত হওয়ার তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া গেছে।প্রাথমিক তথ্যের বরাত দিয়ে কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সেরহি পপকো বলেন, শুক্রবার সকালে ইউক্রেনের রাজধানীতে আটটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে অন্তত একজন নিহত হয়েছেন। সেরহি পপকো আরও বলেন, সকালের এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কিয়েভের বিভিন্ন স্থানে আগুন ধরে যায়। হামলায় একটি অফিস ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিয়েভে হামলা চালাতে রুশ বাহিনী হাইপারসনিক কিনঝাল ক্ষেপণাস্ত্র ও ইস্কান্দার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে জানান সেরহি পপকো। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের বরাতে বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়, স্থানীয় সময় সকাল সাতটার দিকে এই হামলা চালানো হয়। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেন, শত্রুর হামলায় আহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিয়েভের চারটি এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে গাড়ি ও ভবনে আগুন ধরে যায়। সব জায়গাতেই জরুরি বিভাগের কর্মীরা কাজ করছেন। অবশ্য হামলার আগেই ইউক্রেনের বিমানবাহিনী কিয়েভের বাসিন্দাদের সতর্ক করছিল। তারা বলেছিল, উত্তর দিক থেকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'উদীয়মান হুমকি'

হোয়াইট হাউসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ পাকিস্তান দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা তৈরি করছে।

যা শেষপর্যন্ত দেশটিকে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম করে তুলতে পারে। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি 'উদীয়মান হুমকি' হয়ে উঠছে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-উপদেষ্টা জন ফিনার বৃহস্পতিবার এসব কথা বলেছেন। একসময় ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ২০২১ সালে পাকিস্তানের প্রতিবেশী আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হয়। এরপর ওয়াশিংটন-ইসলামাবাদের মধ্যকার সম্পর্ক কতটা অবনতি হয়েছে, তা ইঙ্গিত দেয় জন ফিনারের এমন কথা। জন ফিনারের এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে যে পাকিস্তান তার পারমাণবিক অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির উদ্দেশ্য বদল করেছে কি না। কেননা, ইসলামাবাদ দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির উদ্দেশ্য প্রতিবেশী ভারতকে মোকাবিলা করা। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এরপর দেশ দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে একাধিকবার বড় যুদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক চিন্তন প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসে গতকাল কথা বলেন জন ফিনার। তিনি বলেন, পাকিস্তান ক্রমবর্ধমানভাবে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজ করে চলছে। এর মধ্যে আছে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম, যা দেশটিকে উল্লেখযোগ্য বড় রকেট মোটর পরীক্ষায় সক্ষম করে তুলবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-উপদেষ্টা বলেন, যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতা রাখবে পাকিস্তান। এই লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও থাকবে। রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও চীনের নাম উল্লেখ করে বাইডেন প্রশাসনের এই প্রবীন কর্মকর্তা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে পারে এমন সক্ষমতার ক্ষেপণাস্ত্রধারী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত দেশের সংখ্যা বিশ্বে খুব কম। এবং তারা ওয়াশিংটনের প্রতিপক্ষ। জন ফিনার বলেন, সুতরাং অকপটে বললে পাকিস্তানের পদক্ষেপগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি উদীয়মান হুমকি ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে দেখা ওয়াশিংটনের পক্ষে কঠিন। পাকিস্তানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি সংস্থা ও একাধিক ফার্মের ওপর নতুন করে গত বুধবার নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালিত একটি প্রতিরক্ষা সংস্থা (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্স-এনডিসি) এসেছে, যেটি এ-সংক্রান্ত কর্মসূচি দেখভাল করে থাকে। ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপের এক দিন পরই হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপ-উপদেষ্টা জন ফিনার পাকিস্তানের বিকাশমান দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বললেন, পাকিস্তান এমন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হতে পারে। জন ফিনারের বক্তব্যের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস যোগাযোগ করেছিল রয়টার্স। কিন্তু পাকিস্তান দূতাবাস তাৎক্ষণিকভাবে রয়টার্সের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

সুদানে অস্ত্র সরবরাহ করবে না বলে যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত

সুদানে চলা গৃহযুদ্ধে আধা সামরিক বাহিনীগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না বলে যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। হোয়াইট হাউসের বরাতে দুই মার্কিন আইনপ্রণেতা গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সুদানে আমিরাতের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওই দুই আইনপ্রণেতা সমালোচনা করে আসছিলেন। আমিরাতের পক্ষ থেকে এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, যখন কি না মার্কিন কর্তৃপক্ষ সুদানের জন্য ২০ কোটি ডলার নতুন সহায়তা ঘোষণা করেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানে গৃহযুদ্ধ চলছে। এতে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সুদানে বিশ্বের ভয়াবহতম একটি মানবিক বিপর্যয় হয়েছে বলে মনে করা হয়। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের দুই আইনপ্রণেতা বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুদান বিষয়ক উদ্বেগকে আমলে নিয়েছে। আর তাই দেশটির কাছে ১২০ কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি বন্ধে তাঁরা যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেখান থেকে সরে আসছেন। ওই দুই আইনপ্রণেতার একজন সিনেটর ক্রিস ভান হোলেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য। গতকাল তিনি হোয়াইট হাউসের কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন।

ওই চিঠিতে বলা হয়, সুদানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইরত আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা নিশ্চিত করেছে আরব আমিরাত। হোয়াইট হাউসে মধ্যপ্রাচ্য নীতিবিষয়ক সমন্বয়কারী ব্রেট ম্যাকগার্ক স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ মার্কিন প্রশাসনকে জানিয়েছে যে তারা এখন আরএসএফের কাছে কোনো অস্ত্র হস্তান্তর করছে না এবং সামনের দিনেও তা করবে না। দীর্ঘদিন ধরেই আরএসএফকে অস্ত্র দেওয়ার কথা অস্বীকার করে আসছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। যদিও এই আরএসএফ বাহিনীর সঙ্গে মিলে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করেছে দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত আমিরাতের দূতাবাসের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছিল এএফপি। তবে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। হোয়াইট হাউসের ওই চিঠিতে ম্যাকগার্ক সংযুক্ত আরব আমিরাতের ওই আশ্বাসের 'বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা' যাচাইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা হস্তান্তর করার তিন দিন আগে অর্থাৎ আগামী ১৭ জানুয়ারি নাগাদ তিনি এ যাচাই বাছাইয়ের কাজ শেষ করবেন। ভান হোলেন হোয়াইট হাউসের হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত যদি প্রতিশ্রুতি না রাখে তবে দেশটির কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে তিনি আবারও চেষ্টা চালাবেন। ডেমোক্রেটিক পার্টির আরেক আইনপ্রণেতা সারা জ্যাকবসও মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে আমিরাতের বিরুদ্ধে একই ধরনের একটি উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনিও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্মকাণ্ডকে নজরে রাখার ঘোষণা করেছেন। জ্যাকবস মনে করেন, আমিরাতের সমর্থন না থাকলে এ যুদ্ধে লড়াই করার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা আরএসএফের থাকত না। সুদানের দারফুর অঞ্চলে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা গত বছর বলেছিলেন, চাদ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ আরএসএফকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা 'বিশ্বাসযোগ্য'।

গত বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী (এসএএফ) এবং জেনারেল মোহাম্মদ হামদান হেমেদতি দাগালোর অনুসারী আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে লড়াই চলছে। একসময় মিত্র ছিল দুই বাহিনী। ২০২১ সালে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুদানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তারা।

২ লাখ ৭০ হাজার অভিবাসন বিতাড়িত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ ২ লাখ ৭০ হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে বিতাড়িত করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ আগে গতকাল বৃহস্পতিবার এমন তথ্য প্রকাশ করা হলো। ট্রাম্প অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বিতাড়িত করার হুমকি দিয়ে আসছেন। বিতাড়িত হওয়া ব্যক্তিদের হিসাবটি বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শাসন মেয়াদে করা চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন। এ সংখ্যা গত দশকের যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ। এমনকি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের চেয়েও এ সংখ্যা সর্বোচ্চ। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক কর্তৃপক্ষ (আইসিই) এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই অবৈধভাবে দক্ষিণ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ

বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, নয়তো ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের মুখে পড়েছেন। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ১২ মাসে বিতাড়িত হওয়া মানুষদের এ হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। সময়টিতে ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারে অভিবাসন ইস্যুটি উল্লেখজনকভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল।

ট্রাম্প ইতিমধ্যে বলেছেন, আগামী ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অভিবাসন প্রত্যাশীদের বিতাড়িত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযান চালাবেন তিনি। মার্কিন নাগরিকদের চেয়ে অভিবাসীরা বেশি অপরাধ করে বলে অভিযোগ করে থাকেন ট্রাম্প। তাঁর এ ধারণা ভোটারদের কাছে জনপ্রিয় বলে প্রমাণও হয়েছে।

কীভাবে এ অভিযান চালানো হবে, তা নিয়ে ট্রাম্প খুব একটা বিস্তারিত বলেননি। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে কর্মীদের যে হার, তাতে এ পরিকল্পনা কার্যকর করাটা ব্যয়বহুল হবে। এটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হবে না বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আইসিই-এর উপপরিচালক প্যাট্রিক লেচলেইটনার বলেন, 'প্রতিবছর আমাদের কর্মীদের অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। তবে প্রতিবছরই তাঁরা তাঁদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে মানুষের প্রবেশের হার বেড়ে গিয়েছিল। তবে গত বছর অভিবাসন প্রত্যাশী সংক্রান্ত বিধিগুলো কঠোর করার পর এ সংখ্যা কমতে দেখা যায়। হিসাব অনুসারে, ১ কোটি ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করে।

আনন্দ অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে ৩৫ শিশুর মৃত্যু

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিনকে সামনে রেখে নাইজেরিয়ার ইবাদান শহরে আয়োজিত এক আনন্দ অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে ৩৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ছয়জন। স্থানীয় পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। গত বুধবার মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে। মেলায় আগত ব্যক্তিদের নগদ অর্থ ও খাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আয়োজকেরা। অনেক বেশি মানুষ সেখানে জড়ো হওয়ায় মেলায় ঢুকতে হুড়াহুড়ি লেগে যায় এবং পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, অনুষ্ঠানস্থলে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিশু জড়ো হয়েছিল। মূল আয়োজকেরা অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, তারা এ আয়োজনের সঙ্গে জড়িত আট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে মূল আয়োজক নাওমি সিলেকুনোলাও আছেন। তিনি আবাদান শহরের বেশ পরিচিত মুখ। এ ঘটনায় সন্তান হারানো মা-বাবাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু। এর সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ওয়ো রাজ্যের সরকার বলেছে, ইবাদান শহরের বাশোরুন এলাকার একটি হাইস্কুলে ওই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। দুর্ঘটনার পর আহতদের চিকিৎসার জন্য ইবাদান শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। যে অভিভাবকেরা এখনো সন্তানদের খোঁজ পাননি, তাঁদের শহরের হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের অভিভাবকেরা সাংবাদিকদের বলেছেন, বড়দিন সামনে রেখে বছর শেষে আয়োজিত ওই মেলায় অংশ নিতে তাঁরা সন্তানদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পাঁচ ঘণ্টা আগে তাঁরা সেখানে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানস্থল থেকে অর্থকড়ি ও খাবারদাবার পাওয়ার আশায় অনেকে সেখানে ভিড় করেন। আয়োজকেরা উপস্থিত পাঁচ হাজার শিশুর প্রত্যেককে পাঁচ হাজার নাইজেরীয় মুদ্রা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে খাবার পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-সমর্থিত একটি রাষ্ট্রীয় অর্থবিল (সরকারি ব্যয় প্যাকেজ) মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে পাস হতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থায়নের জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে আনা এই বিলের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ভোট দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা বিলটি পাসে ট্রাম্পের আহ্বান উপেক্ষা করলেন।

বিলটি পাস হতে ব্যর্থ হওয়ায় আগামীকাল শনিবার থেকে দেশটির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর কার্যক্রম আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যা 'শাটডাউন' নামে পরিচিত। দ্রুত এগিয়ে আসা এই সরকারি 'শাটডাউন' এড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেসের সামনে দেখা যাচ্ছে না। 'শাটডাউন' হলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল নানা কর্মসূচি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। বিমানবন্দরে চলাচল ব্যাহত হবে। সে ক্ষেত্রে আসন্ন ক্রিসমাসের ভ্রমণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। রাষ্ট্রীয় অর্থ বিলটির ওপর ভোট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে একটি ফাটল তৈরি করেছে। আগামী বছরের জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেবেন। এই জানুয়ারিতেই দুই কক্ষবিশিষ্ট মার্কিন কংগ্রেসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেবেন রিপাবলিকানরা। তা সত্ত্বেও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যকার 'ফাটল' আগামী বছর আবার দেখা দিতে পারে। গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্প। তিনি আগামী ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন।

Name Change

I, HARE RAM SINGH S/O Late Dasarat Singh resident of Jorabagan, P.S. Police Barrak, P.S. Jorabagan, Kolkata-700006 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name HARE RAM SINGH instead of HARAY RAM SINGH, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 12/12/2024. HARE RAM SINGH and HARAY RAM SINGH both are same and one identical person.

Change of Name

I, Mayank Kumar Jain (Old Name) S/O–Rajendra Kumar Jain residing at Main Road PO-Dhulian, PS-Samserganj, Jangipur, West Bengal 742202. I have change my name to Mayank Jain by notary public Berhampore court on 20/12/2024. Mayank Jain & Mayank Kumar Jain both are same and one indentical person.

Change of Name

I, Mahiuddin Sekh (Old Name)S/O–Mahammad Sekh residing at Vill & PO-Hatinagar, PS-Berhampore, Murshidabad, West Bengal 742102. I have change my name to Mohiuddin Shaikh by notary public Berhampore court on 20/12/2024. Mohiuddin Shaikh & Mahiuddin Sekh are same and one indentical person.

Name Change

I, Manira Shekh W/o Nasir Mistri Residing at Petrapole, Petrapole, District - 24 Pgs(N), Pin - 743405 West Bengal India shall henceforth be known as Manira Mistri. I declare that Manira Shekh and Manira Mistri is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 20-12-24

Name Change

I,Kamal Sethia S/o Chhagan Lal Sethia Residing at 2A, Nayan Krishna Saha Lane, Baghbazar, District - Kolkata, Pin -700003 West Bengal India shall henceforth be known as Kamal Kumar Sethia. I declare that Kamal Sethia and Kamal Kumar Sethia is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 20-12-24

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''**আইআইএফএল**'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **24.12.2024** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে : **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23269960, GL23282220, GL25401366, GL30226527, GL30234575, GL30641458, GL30700705, GL31109601, GL31156311, GL32381412, GL32545361, GL32553953, GL32559859, GL33005546, GL33279931, GL33778231, GL33795947, GL34015069, GL34179036, GL25638453, GL25652537, GL30181961, GL30357147, GL30608517, GL32487851, GL32502717, GL33215207, GL33236173, GL28336727, GL30436184, GL30518001, GL30721031, GL31351582, GL32606813, GL34039629, GL22519441, GL23390106, GL23392617, GL25556905, GL28349610, GL29057980, GL30261098, GL30275685, GL30409302, GL33359810, GL30518982, GL30521598, GL33093852, GL33121393, GL33277292, GL33292703, GL33703547, GL34326874.

অকশন (নিলাম) ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
তারিখ: 21.12.2024

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে থেকে মহা কুম্ভ স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২০ ডিসেম্বরঃ ২০২৫ সালের মহা কুম্ভ মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাশিত অত্যধিক ভিড় সামলাতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামাখ্যা এবং নাহরলগুন স্টেশন থেকে টুন্ডলা স্টেশনের মধ্যে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় দিকে চারটি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফলে, আসন্ন বছরের মহা কুম্ভ মেলায় যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক ভক্তগণ এবং দর্শনার্থীদের এই শীতের সময় আরামের সাথে ভ্রমণের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬১১ (কামাখ্যা - টুন্ডলা) কামাখ্যা থেকে ৯ ও ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ এবং ৮ ও ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখের ০৫:৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৯:২০ ঘণ্টায় টুন্ডলা পৌঁছবে। ফেরৎ যাত্রা সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬১২ (টুন্ডলা - কামাখ্যা) টুন্ডলা থেকে ১১ ও ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ এবং ১০ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখের ০৩:০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৭:৪৫ ঘণ্টায় কামাখ্যা পৌঁছবে। উভয় দিকের যাত্রাপথে স্পেশাল ট্রেনটি রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, ভাগলপুর, পাটনা, প্রয়াগরাজ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৮১১ (নাহরলগুন - টুন্ডলা) নাহরলগুন থেকে ৯ ও ২৫ জানুয়ারী, ২০২৫ এবং ৮ ও ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখের ১৪:৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে যাত্রার তৃতীয় দিনের ০৬:৩০ ঘণ্টায় টুন্ডলা পৌঁছবে। ফেরৎ যাত্রা সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৮১২ (টুন্ডলা - নাহরলগুন) টুন্ডলা থেকে ১১ ও ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ এবং ১০ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখের ১১:২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে যাত্রার তৃতীয় দিনের ০৫:৫০ ঘণ্টায় কামাখ্যা পৌঁছবে। উভয় দিকের যাত্রাপথে স্পেশাল ট্রেনটি রাঙাপাড়া নর্থ, রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, বারাউনি, দানাপুর, প্রয়াগরাজ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসি ক্লাস, শ্লীপার ক্লাস এবং জেনারেল সিটিং কোচ সহ যথাক্রমে ২২টি ও ২১টি করে কোচ থাকবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই পদক্ষেপ দ্বারা মহা কুম্ভ মেলায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যাত্রীদের স্বস্তি প্রদান করবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে তীর্থযাত্রীদের তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে ফেরত যাত্রার সুবিধা দেবে।

বিপন্ন নোনাই সেতু, প্রয়াত হতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের জন্মভিটে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ ব্রিজের বেহাল দশায় ব্যাহত হচ্ছে গোটা গ্রামের জীবন জীবিকা। বিগত পাঁচ বছর আগে স্থায়ী ব্রিজ ভগ্ন দশা অবস্থা নিলে সরকারিভাবে সেই ব্রিজকে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বিনিময়ে ব্রিজের পাশেই পূর্ত দপ্তরের তরফে ছয় টন ভার বহনকারী একটি লোহার ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হয়। আর এর পর থেকে কেটে গেছে বহু বছর। ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমা সাঁকোয়াড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নোনাই ব্রিজ। মূলতঃ গয়েরকাটা থেকে নাথুয়া যাওয়ার একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নোনাই নদীর উপর অবস্থিত এই ব্রিজ। তাই ব্রিজের সামনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে হাইট বারপারা। তার কিছুদিন পরই কংক্রিটের সুবিশাল বেরিয়ার তৈরি করে সেই ব্রিজে যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া। আর লোহার ব্রিজ পরিমাণে আয়তনে যথেষ্ট কম হওয়ায় পাশাপাশি হাইট বার বসানো হয় এই রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অভিযোগ বাস মালিকরা সেই বাস দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে না চলালে বেচে দিতেও বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে এই রাস্তা পারাপারের সময় জলপাইগুড়ি বন বিভাগের মোড়াঘাট রেঞ্জের একটি সুবিশাল জঙ্গল পথ পড়ে। যার মধ্যে একাধিক কি বন্যপ্রাণীদের করিডোর করা রয়েছে। বর্তমানে একমাত্র ভরসা যাতায়াতের জন্য ছোট ছোট ম্যাজিক গাড়ি ও তিন চাকার টোটো। আর এই দুই যানবাহনে যাতায়াত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ এর আগে বনজঙ্গল এলাকা দিয়ে টোটো করে যাতায়াতের সময় একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেছে। গ্রামবাসীদের এই সমস্যা নিবারণের জন্য একাধিক প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরলেও প্রশাসনিক আধিকারিকরা কোনভাবে কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ডুয়ার্স নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ বলে এক সংগঠনের আবির্ভাব হয় কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য। ইতিমধ্যেই সংগঠনের তরফে ব্লক স্তর থেকে শুরু করে জেলার স্তর এমনকি একাধিক সংশ্লিষ্ট আধিকারিক করনে লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা করার পরেও আজও কোন সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ সংগঠনের সদস্যদের। এর আগেও বহুবার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন এই সংগঠনটি। বিভিন্ন প্রশাসনিক দুয়ারে ঘোরার পর তারা জানতে পেরেছে গোটা বিষয়টি নাকি নবান্নের তদারকিতে রয়েছে। তবে খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে একদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা যেমন ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন পাশাপাশি ডুয়ার্স নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একদিকে ঝুঁকির যাতায়াত অন্যদিকে বন্যপ্রাণীর ভয়। এক রূপ বাধ্য হয়েই জীবনকে বাজি রেখে নিত্যদিনের যাতায়াত চলছে এই পথ ধরেই। যেদিন আমাদের ক্যামেরায় ফুটে ওঠে একের পর এক ভয়াবহ দৃশ্যের ছবি। লোহার ব্রিজ দিয়ে কোন রকমের যাতায়াত করছেন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু পুরনো সেই হাইব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখার তাগিদে যে হাইট বার বসানো হয়েছে তার বর্তমান ছবি এতটাই ভয়ংকর যে কোন মুহূর্তে ঝালাই খুলে গিয়ে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। কবে হবে স্থায়ী সমাধান উত্তর আজও অধরা। গোটা ঘটনা নিয়ে স্থানীয় থেকে জেলার বিজেপি নেতৃত্ব আন্দোলনকারী সংগঠন এমনকি স্থানীয় বাসিন্দাদের আন্দোলনকে জোরালো করতে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি নন। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলেই জন্মে ছিলেন বাংলা সাহিত্য জগতের এক নক্ষত্র প্রয়াত সমরেশ মজুমদার। এই নোনাই নদীতে বয়ে যাওয়া টিলটলে জলের স্রোতের আওয়াজের মধ্যে থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন কত না সাহিত্যের ছন্দ।

রাস্তায় চলা টোটোগুলির রেজিস্ট্রেশন করার ডাক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ ডিসেম্বর ঃ ২৩ তারিখের মধ্যে রাস্তার ওপর চলা টোটোগুলির রেজিস্ট্রেশন করার ডাক দিয়েছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এর সাথে বৈঠক করার পর পৌরসভা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ তৈরি করল টোটো চালকরা। উল্লেখ্য মাইকিং এর মাধ্যমে গত কয়েকদিন যাবত কোচবিহার শহরে টোটো রিক্সা গুলি রেজিস্ট্রেশন করার ডাক দিয়েছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন , তার বিরুদ্ধে টোটো রিক্সাচালকরা। তাই এই বিষয়টি যাতে কোনভাবেই না হয় সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে দেখা করেন টোটো চালকরা। তাদের দাবি তারা যেভাবে রাস্তায় টোটো চালাচ্ছে সেভাবেই যেন চালানো হয়। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এর সাথে বৈঠক করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টোটো রিক্সা চালকরা জানান তারা কোচবিহার শহরের বাসিন্দা। তারা জানান চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তাদের দাবি শুনেছেন এবং তাদের আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তিনি।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

Corrigendum of NIT No. 595/PWD/ROAD/BMC, Dated - 05/12/2024. All Applicant are requested to follow the corrigendum of the above NIT. For details, please follow [**Tender Id 2024_MAD_779477_1 to 14**] in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission has been extended Up to - 04/01/2025 at 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী-৩

ই-টেন্ডার নং ০৫_২০২৪-২৫ যেটি ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/ইএনজিজি./জিএসইউ, হাওড়া ডিভিসন কর্তৃক "চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কনস্ট্রাকশন/রোড সেফটি প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে-র জন্য সাধারণ পরামর্শদাতা নিয়োগ" করার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছিল তার সংশোধনী। প্রযুক্তিগত কারণে একটি (০১) টেন্ডার নথি মুছে ফেলা হয়েছে এবং ই-টেন্ডার নং ০৫_২০২৪-২৫-এ সিএও/সিওএন/আরএসপি-র আওতাধীনে একটি (০১) টেন্ডার নথি যুক্ত করা হয়েছে। উক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

HWH-499/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিউ জলপাইগুড়ি ডিপোতে কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কার করণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৭১৯৪৯৭; তারিখঃ ১৭-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা **"টু প্যাকেট সিস্টেম"**-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** চার বছর সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ডিপোতে পিট লাইনে কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ), পিট লাইনে এসি কোচের পর্দা ধোয়া, পরিবর্তন করা ও লাগানো, প্যাডলকিং সহ ওয়াটার টপিং এবং পিএফ-এ আনলকিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮,৫৮,৭৯,৩৩৯.০০/- টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৫,৭৯,৪০০.০০/-টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৯.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৯.৩০ ঘন্টায় **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.- Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/04/24-25

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for the work of Construction of wooden bridge at M4 Canal under Antila GP. Bid submission start dt.: **19/12/2024 at 16:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **27/12/2024 at 16:00 Hrs**. Bid Opening Date on **30/12/2024 at 11.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

পাকা সেতুর জন্য আবেদন করেও না হওয়ায় হতাশ বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ বর্ষায় বিচ্ছিন্ন পাঁচ গ্রাম। শরতে ভরসা সাঁকো। ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে পাকা সেতুর জন্য আবেদন নিবেদন করেও না হওয়ায় হতাশ জলপাইগুড়ির নগর বেরুবাড়ির ডোকাই চাঁদ নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। অভিযোগ, সাঁকো পার হতে গিয়ে প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা। তার পরেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। বর্ষায় উত্তাল হয়ে ওঠে ডোকাই চাঁদ নদী। তখন তখন ঘুর পথে যাতায়াত করতে হয় বেরুবাড়ি, অমরখানা, লালা বাজার পাড়া, ধর্মদেব পাড়া এবং ছোবার হাটের বাসিন্দাদের। গ্রামবাসীদের পাশাপাশি তিনি নিজেও উদ্যোগী হয়ে পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য সারথি রায় জানিয়েছেন। তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় জানান, এই সাঁকোর কথা শুনেছেন। জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে যাতে পদক্ষেপ করা যায় তার জন্য পদক্ষেপ করবেন তিনি।

একটি পরিধানযোগ্য শিল্পের গ্যালারি ঃ জোয়া

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ টাটা হাউসের পরিচিত আতেলিয়ার জোয়া আজ পূর্ব ভারতে তার যাত্রা ঘোষণা করেছে, কলকাতায় প্রথম দোকান উদ্বোধন করে, যা শেক্সপিয়ার সরণী রোডে একটি মনোরম ঐতিহ্যবাহী বাংলোতে অবস্থিত। টাইটান জুয়েলারি ডিভিশনের সিইও অজয় চাওলা এবং প্রখ্যাত ডিজাইনার ও লেখক টুইঙ্কল খান্না একসাথে শহরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিলনস্থলে জোয়া র অসাধারণ ফ্ল্যাগশিপ বুটিক উন্মোচন করেন। গত ১৫ বছর ধরে, জোয়া অর্থপূর্ণ, পরিধানযোগ্য শিল্পের মাধ্যমে আভিজাত্য, ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ বিলাসিতা অভিজ্ঞতার এক নতুন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই নতুন বুটিকের উদ্বোধন জোয়া র সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যা ব্র্যান্ডের কারুশিল্পের এবং চিরকালীন ঐতিহ্যের সম্মিলনে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতার একটি অশ্রুতপূর্ব সৃষ্টি করেছে। অজয় চাওলা বলেন, কলকাতা জোয়া-র জন্য এক পরিপূর্ণ বাড়ি, যেখানে আধুনিক বিলাসিতা এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মিলিত হয়েছে। জীবনের অনুভূতি প্রতিফলিত করে, জোয়া মহিলাদের চিরকালীন যাত্রাকে উদযাপন করে, একটি শহরে যা সত্যিই শিল্প এবং সংস্কৃতির মূল্যায়ন করে। বুটিকটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ আত্মা ধারণ করে, যা জোয়া মহিলার নিজের অন্তর্নিহিত যাত্রাকে প্রতিফলিত করে, হাতে তৈরি মুরাল এবং চিত্তাকর্ষক ভাস্কর্য দ্বারা নারীত্বের সমন্বয় ঘটায়। একটি প্রবাহিত হাতে তৈরি কাগজের ঝাড়বাতি স্থানটির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা জোয়া মহিলার পথের প্রতীক-স্ব-অন্বেষণের জন্য একটি দীপ্তিময় রূপক। এটি একটি দোকান থেকে অনেক বেশি, একটি অভিজ্ঞতা যেখানে প্রতিটি গহনা একটি অর্থপূর্ণ, পরিধানযোগ্য শিল্পকর্ম। দোকানটি একটি মহিলার ব্যক্তিগত আবিষ্কারের যাত্রাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ঘনিষ্ঠ স্থানগুলি প্রতিফলন করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যেখানে জোয়া মহিলা নিজেকে এবং তার ইচ্ছাগুলিকে পুনরায় আবিষ্কার করতে পারেন। প্রতিটি অঞ্চলে পর্যালোচনার মুহূর্ত প্রদান করা হয়, যেমন কাস্টম কনসালটেশন বা সূক্ষ্ম গহনার বিশদ উপভোগ করা। এটি একটি স্থান যেখানে সৃষ্টি, রূপান্তর এবং ক্ষমতায়ন জীবিত হয়, অতিথিদের জোয়া-র আসল অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে আমন্ত্রণ জানায়। জোয়া-র শেক্সপিয়ার সরণী বুটিকের কেন্দ্রে রয়েছে এক গভীরভাবে ব্যক্তিগত এবং বিলাসবহুল অভিজ্ঞতা প্রদানের অঙ্গীকার। ব্যক্তিগত লাউঞ্জ এবং নমনীয় আলোচনার কক্ষগুলি ঘনিষ্ঠ সংযোগের মুহূর্তের জন্য সুযোগ দেয়। দোকানের ছোট এবং ঘনিষ্ঠ কক্ষগুলি অতিথিদের জোয়া-র সংগ্রহগুলি ব্যক্তিগত এবং প্রতিফলিত উপায়ে অন্বেষণ করতে আমন্ত্রণ জানায়। ব্যক্তিগত লাউঞ্জ এবং নমনীয় আলোচনা কক্ষগুলি একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত তৈরি করতে সহায়ক। টুইঙ্কল খান্না বলেন, জোয়া একটি ব্র্যান্ড যা সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন ধারণ করে - আমি ভালোবাসি কীভাবে প্রতিটি গহনা শুধু সুন্দরভাবে নির্মিত নয়, বরং এটি একটি গল্প বলে যা তার অনুপ্রেরণাকে উদযাপন করে। জোয়া র দোকান এই গল্পটিকে সম্প্রসারিত করে, একটি স্থান সৃষ্টি করে যা আমাদের ঐতিহ্যকে উদযাপন করে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এএলটি-বিডব্লুএনআরআরআই-২৪-২৫, তারিখ ১৯.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এএলটি-বিডব্লুএনআরআরআই-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে হাই ডেনসিটি নেটওয়ার্ক (এইচডিএন) রুটে রেল চলাচলের সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান রুট রিলে ইন্টারলকিং-এর পুনর্নির্মাণ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৭,৮২,৭২,৭৮৯.১২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১০,৪১,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ৩০.১২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-500/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সমরেন্দ্র অধিকারী সাং- কুমিদ্যা, বাঁকুড়া কে নতুনগ্রাম এর নিবাসী আমিরুল মিদ্যা এর নিকট ০৮।০২।২০২৩ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 200467/23 আমমোক্তারনামা দলিল এর দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, গোলামীতড়া মৌজায় (জে.এল-১৫৮) ৩৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৬ নং দাগে ০.১৫ একর জমিন আমমোক্তারনামা দলিল এ নিযুক্ত করেন। উক্ত জমিন আমার মক্কেল আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয় করিবেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল নং -F/423/652/2017

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O-Baga, Dist- Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e-tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e NITs, **e-NIT No. 08/2024-25, e- NIT No. 09/2024-2025, Dated: 19/12/2024**. All information is available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

Office of the Haturia-I Gram Panchayat
Vill. Natibpur, P.O.-Agunshi, Dist.-Howrah, Pin-711303
NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 27 OF 2024-2025

E-Tenders are invited by the Pradhan, Haturia-I Gram Panchayat for the execution of 3 (Three) Nos. similar works. Last date of submission of Bid(online) **28/12/2024 up to 11.00 A.M**. Date and time of opening of Technical & Financial Bid(Online): **30/12/2024 from 11:00 A.M**. onwards. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

!!! সতর্কতাঃ জাল নিয়োগ সম্পর্কে সচেতন হোন!!!

এএআই-কে রিপোর্ট করা হয়েছে যে অসাধু কীট / জালিয়াত / টাউট / এজেন্টরা নিজেদের জন্য মিথ্যা পরিচয় তৈরি করেছে এবং নিজেদেরকে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নিয়োগকারী হিসেবে জাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি / বার্তা / মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কাল্পনিক চাকরির সুযোগের প্রস্তাব দিয়ে প্রতারণা করার চেষ্টা করেছে। এএআই-তে লাভজনক কর্মজীবনের জন্য আহ্বান।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সম্ভাব্য চাকরিপ্রার্থীদেরকে এএআই ওয়েবসাইট **www.aai.aero** এবং অন্য কোন ওয়েবসাইটের ক্যারিয়ার বিভাগে যেকোন চাকরির বিজ্ঞাপন / বার্তা / কল লেটার / অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্রের সত্যতা যাচাই করে সতর্কতা এবং যথাযথ পরিশ্রম করার জন্য অনুরোধ করে।

নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ যেমন বিশদ বিজ্ঞাপন, আবেদন যাচাই / সাক্ষাৎকারের সময়সূচী, চূড়ান্ত ফলাফল ইত্যাদি এএআই-এর ওয়েবসাইট **www.aai.aero**-এ প্রকাশিত হয়েছে।

আবেদন ফি শুধুমাত্র অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার সময় প্রদেয় যা বিজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র অসংরক্ষিত এবং ওবিসি (এনসিএল) বিভাগের পুরুষ প্রার্থীদের দ্বারা প্রদেয়। এএআই দ্বারা নিয়োগের কোন পর্যায়ে অন্য কোন অর্থপ্রদান চাওয়া হয় না।

এই ধরনের অসাধু কীট / এজেন্ট / মেসেজ / মোবাইল ফোন কলের সাথে ডিল করা যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের ঝুঁকি এবং খরচে তা করবে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কোনভাবেই এর পরিণতির জন্য দায়ী থাকবে না।

যদি কেউ এই ধরনের প্রতারণা / ভুয়ো নিয়োগ র‍্যাকেটের শিকার হয়, তবে তাদের স্থানীয় থানায় প্রতারকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। হিন্দি সংস্করণের জন্য অনুগ্রহ করে উল্লেখিত ওয়েবলিংকের নীচে ক্লিক করুনঃ

https://www.aai.aero/sitesidefault/files/aaiupload/AAI_NIT%20No-03 Hindi Dec 12 2024_0.pdf

এনআইটি নং-০৩/২০২৪-২৫ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (এইচআর)

cbc 03111/12/0003/2425

TENDER NOTICE

Executive Engineer (PIU- Head), WBSRDA, North 24 Parganas Division invites e-tender as follows: -

e-NIT No: **N-20/Offline/2024-25/N-24/WBSRDA**, Dated: **20/12/2024**,

Documents issue date:	23/12/2024, 12.00 Hrs to 31/12/2024, 16.00 Hrs.
Bid submission date:	23/12/2024, 14.00 Hrs to 31/12/2024, 17.00 Hrs.

At office of the undersigned during office hours.

Sd/-
Executive Engineer (PIU- Head)
WBSRDA, North 24 Parganas Division

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 204/MGP , Dated : 20.12.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **21/12/2024 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **27/12/2024 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

সোমবার থেকে দমদমের পরিবর্তে দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রায়ালের ভিত্তিতে নীল লাইনে শুরু হবে

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ২৩.১২.২০২৪ (সোমবার) থেকে, মেট্রো পরিষেবাগুলি যেগুলি এখন দমদম থেকে শুরু বা বন্ধ হচ্ছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু বা শেষ হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সেদিন থেকে ব্লু লাইনের পরিষেবাগুলি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে মেট্রো যাত্রীদের উপকার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সারা দিন ৭ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো পরিষেবাগুলি পরিচালিত হবে। যাইহোক, কবি সুভাষ KD-২২৯ (২০.২৭ ঘন্টা), KD-২৩৫ (২০.৪৮ ঘন্টা), KD- ২৪১ (২১.১২ ঘন্টা), KD-২৪৭ (২১.৪০ ঘন্টা) থেকে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি উৎপন্ন হয়) দম দম স্টেশনে শেষ হবে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রথম পরিষেবাঃ- ০৬.৫০ টায়। নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (নতুন পরিষেবা) ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ০৬.৫৫ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (সকাল ০৭.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) ০৬.৫৫ টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা - ২১.৩০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ২১.৩৩ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (২১.২৮ ঘন্টার পরিবর্তে) ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দম দম পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই)। ব্লু লাইনে বিশেষ রাতের মেট্রো পরিষেবাগুলি কবি সুভাষ এবং দমদম স্টেশন থেকে যথারীতি ১০.৪০ টায় অর্থাৎ সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাওয়া যাবে। রবিবার - ব্লু লাইনে ২৯.১২.২০২৪ (রবিবার) থেকে, যে পরিষেবাগুলি এখন কবি সুভাষের জন্য দমদম থেকে শেষ হচ্ছে শুরু হচ্ছে তা ট্রায়ালের ভিত্তিতে কবি সুভাষের জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে বন্ধ / শুরু হবে। কবি সুভাষ KD-১১৩ (২০.০৫ ঘন্টা), KD -১২৩ (২১.০১ ঘন্টা), KD -১২৯ (২১.৪০ ঘন্টা) থেকে উৎপন্ন নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি দম দম স্টেশনে শেষ হবে। প্রথম পরিষেবা- ০৯.০০ টায়। নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (নতুন পরিষেবা) ০৯.০০ টায়। নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (নতুন পরিষেবা) ০৯.০০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ০৯.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা- ২১.২৭ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ২১.৩৩ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (২১.২৮ ঘন্টার পরিবর্তে) ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত (পরিবর্তন নেই)।

৬০ লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়া ডিভিশনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট চল্লিশ দিনে হাওড়া ডিভিশনে বাতিল ৬০টি ট্রেন। চূড়ান্ত ভোগান্তির আশঙ্কা নিত্যযাত্রীদের। ২১ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাওড়ার অদূরে নতুন বেনারস রোড ব্রিজের কাজের জন্য পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে। শুরু দিন থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ৬০ টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। এরপর দ্বিতীয় দফায় ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুরপাল্লার বহু ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বাতিল লোকালগুলি সম্পর্কে রেল জানিয়েছে, আপ ও ডাউনে ৩০ টি ব্যান্ডেল লোকাল বাতিল। আপ ও ডাউনে ২২টি শেওড়াফুলি লোকাল বাতিল। চারটি করে মোট আটটি বেলুড় মঠ ও শ্রীরামপুর লোকাল বাতিল। অন্যদিকে, ২৩ ডিসেম্বর থেকে২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ০৩০৫১ মেন বর্ধমান লোকাল কর্ডলাইন হয়ে চলবে। ডাউনে কুম্ভ, উপাসনা, জনসাধারণ, দ্বারভাঙা, মোকামা, আজিমগঞ্জ, গয়া, রক্সৌল এক্সপ্রেস ওই সময়ে বিভিন্ন স্টেশনে বেশ কিছুটা সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। দুরপাল্লার ট্রেনগুলি ১০ থেকে ২৫ মিনিট পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করানো হতে পারে। তাতে গন্তব্যে পৌঁছতে বেশ খানিকটা দেরি হবে।

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল [illegible] কলকাতার A.R.A-II KOLKATA OFFICE এর 01820/2024 নং [illegible] দলিল মূলে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE 107222/2019 নং [illegible] বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন [illegible]

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল নং -F/423/652/2017

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (**"আইআইএফএল"**) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **24.12.2024** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29225173, GL30266972, GL30276496, GL30703280, GL32383072, GL33979275, GL34065702, GL23924440, GL28493630, GL30303107, GL30502618, GL32574970, GL32585545, GL33305764, GL33322493, GL22742485, GL22946482, GL23476181, GL23666528, GL26063235, GL27561377, GL27658100, GL28414948, GL28430239, GL29142833, GL29407764, GL30022867, GL30153400, GL30205021, GL30211467, GL30427948, GL30429116, GL30430750, GL30431235, GL30451118, GL30504857, GL30517034, GL30521792, GL30550296, GL30561460, GL30698761, GL30755765, GL31164401, GL31204381, GL31354177, GL31403645, GL31404120, GL31416126, GL31416245, GL31827801, GL32023486, GL32038788, GL32159220, GL32289358, GL32422764, GL32439337, GL32449739, GL33203046, GL33684350, GL33709731, GL33764535, GL33781282, GL33872407, GL33894331, GL34034533, GL23003717, GL25003118, GL27842652, GL27865134, GL28129966, GL28656965, GL31222136, GL31969664, GL31991209, GL32495184, GL33157941, GL23342065, GL23410563, GL23553389, GL26229265, GL29431512, GL29448572, GL29466224, GL30442565, GL30499298, GL30511823, GL30645384, GL30666588, GL30685170, GL30929337, GL32459633, GL32472446, GL32538939, GL32553040, GL32624949, GL33107086, GL33119959, GL33378591, GL33440371, GL33461270, GL33504597, GL33512801, GL33562842, GL33567343, GL33586584, GL33600750, GL27946197, GL27961234, GL31125447, GL31141952, GL31661410, GL31675380, GL31826878, GL32241766, GL32541359, GL32710048, GL32712449, GL33877074, GL34235683, GL34308639, GL22804893, GL23280647, GL23320511, GL23705256, GL27974749, GL27993721, GL29261791, GL29277891, GL29512070, GL29538993, GL29546326, GL29859016, GL29872657, GL30409143, GL30422423, GL30425431, GL30451377, GL30518522, GL30519158, GL30521393, GL30521840, GL30530087, GL30535358, GL30588240, GL30606687, GL30614016, GL30628278, GL30650027, GL30754992, GL30758578, GL31037276, GL32451377, GL32471993, GL33064376, GL33073206, GL33086403, GL33156693, GL33337233, GL33351751, GL33367512, GL33372386, GL33391073, GL33867991, GL33974312, GL33996595, GL34199019, GL23201190, GL23224495, GL23353175, GL23577517, GL24486179, GL24980889, GL25060462, GL26023798, GL26779927, GL27294642, GL28339086, GL29161984, GL30571785, GL30588691, GL30599175, GL30645686, GL30703916, GL30747795, GL30762572, GL31285809, GL31816309, GL32359150, GL32419307, GL32505187, GL32526219, GL33255254, GL33658275, GL34298313, GL34319406, GL25377229, GL32329290, GL32345131, GL32624272, GL22996034, GL23044341, GL23260842, GL23627158, GL25444271, GL26929702, GL28384733, GL29866980, GL29890638, GL30039354, GL30054129, GL30386590, GL30515962, GL30521848, GL30525991, GL30574104, GL30707875, GL30734486, GL30736632, GL31502437, GL31516425, GL31947993, GL33010928, GL33016935, GL33037189, GL33055323, GL33144226, GL33243569, GL33266678, GL33419442, GL33419896, GL33430283, GL33432705, GL33532903, GL33541766, GL33663360, GL33667451, GL33716133, GL33742946, GL34168241, GL22765159, GL22794565, GL22893312, GL23334825, GL23477517, GL23833738, GL24770002, GL25359640, GL25712658, GL26005056, GL26837980, GL28386813, GL28497075, GL28771779, GL29420896, GL29467375, GL29507340, GL29924597, GL29925240, GL30283582, GL30642983, GL30658103, GL30737943, GL30860734, GL31283122, GL31749159, GL31756810, GL31790540, GL31792819, GL31797660, GL31798100, GL32104739, GL32186755, GL32193976, GL32296797, GL32312596, GL32353224, GL32416961, GL32441323, GL32512587, GL32513408, GL32528811, GL32571506, GL32587932, GL33102456, GL33154945, GL33251742, GL33266152, GL33531669, GL33541406.

অকশন (নিলাম) "যেখানে যেরকমভাবে আছে", "যেমতাবস্থায় আছে" এবং "যা আছে" ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: হাওড়া
তারিখ: 21.12.2024

Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার বিভিন্ন স্টেশন এবং পরিষেবা ভবনের খালি ছাদে অন গ্রিড ৬৫৪ কেডব্লিউপি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ২,৪১,৯৮,০০০.০০। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৭/০১/২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টায় (আইএসটি)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা:** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ: https:www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. : ইএলএম_১৩৫_এসপিভি৬৫৪_ডিটি২৭-১১-২৪।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.-09/Hir GP/2024-25, Date-20/12/2024

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: 15 th FC. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **30.12.2024 up to 11.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **02.01.2025 at 11.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-108/2024-25**. Bid Submission closing date (Online)- **21/12/2024 instated of 20/12/2024** and Bid Submission opening date (Online) **02/01/2025 instated of 23/12/2024**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ও-এসি-টি-১৫৩, ১৭৫ অ্যান্ড ১৭৯ থেকে ১৮১-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ১৮.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৭৫-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানাসোল ডিভিসনের অধীনে আসানসোল (এএসএন), পানাগড় (পিএএন), পাণ্ডবেশ্বর (পিএডব্লু), কালীপাহাড়ী (কেপিকে), দুর্গাপুর (ডিজিআর), তপসী (টিওপি) ইত্যাদিতে প্ল্যাটফর্মে পাইপলাইন, আনুষঙ্গিক কাজ ইত্যাদি সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাংক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাংক প্রতিস্থাপনের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৮৬,৩৯,৮৪৭.৭৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,৯৩,২০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৫৩-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** আসানাসোল ডিভিসনে মধুপুর, বাসুকীনাথ, বৈদ্যনাথধাম, দেওঘর, ভালুয়া, ধনপতডি, গিরিডি, ঘোড়ামারা, জগদীশপুর, জামতারা, জোরামউ, কুমড়াবাদ রোহিনী, কৃষ্ণবল্লভ সহায় হল্ট, কাকবার, মহেশমুণ্ডা, মদনকাটা, মথুরাপুর, নরগঞ্জো হল্ট, আরজে, পানাগড় স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,০১,৪৬,৯৪২.০৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,৫০,৭০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৩। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৭৯-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোল-এর অধীনে প্রতিস্থাপনের ভিত্তিতে বৈদ্যনাথধাম কলোনিতে ইঞ্জিনিয়ারিং, রানিং, অপারেটিং এবং এস অ্যান্ড টি স্টাফদের জন্য ৮ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার্স নির্মাণের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯০,১২,৩৬০.৪৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৫,১০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৪। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৮০-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/আসানসোল-এর অধীনে মধুপুর কোচিং ডিপোতে শান্টিং নেক-এর ব্যবস্থা করার ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১১,০৫,১১৯.৪৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৫,৫০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৫। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৮১-২৪-২৫। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/আসানসোল-এর অধীনে ১৬বিএন/আরপিএসএফ/আসানসোল-এ সংশ্লিষ্ট টয়লেট/বাথরুম, রান্নাঘর-এর সঙ্গে স্টাফ ব্যারাকে সুসজ্জিত ৫০ শয্যার (ডবল বেড রুম)-এর নির্মাণ-এর ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৯,৭৮,৭২৫.৬৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৪,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১-এর জন্য ১৮ মাস ও ক্র. নং. ২ থেকে ৫-এর জন্য ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৫-এর জন্য ১৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টায়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে।

ASN-278/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কেকেআর নিয়ে ভাবছেন না ক্যাপ্টেন রিঙ্কু সিং!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এখনও অনেক দেরি। রিটেনশন, মেগা অকশন অবশ্য সম্পন্ন। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের দল গুছিয়ে নিয়েছেন। কোন দলে কে ক্যাপ্টেন হবেন, সেটাও অনেকটাই নিশ্চিত। হাতে গোনা দু-একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির শুধু সরকারি ঘোষণা বাকি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের তারকা প্লেয়ারদের কাছে যেমন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রয়েছে, তেমনই ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনেকেই সদ্য সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলেছেন। এ বার বিজয় হাজারে ওয়ান ডে ট্রফি। শনিবার শুরু হচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফি। খেলবেন কেকেআরের তারকা রিঙ্কু সিংও। তাঁর কাঁধে এ বার আরও বড় দায়িত্ব। কলকাতা নাইট রাইডার্স এ বার ছয় জন প্লেয়ারকে রিটেন করেছিল। তখন থেকেই জল্পনা রিঙ্কু সিংকে ক্যাপ্টেন করা হতে পারে। মেগা অকশনের পর অবশ্য চিত্রটা বদলেছে পরপর। মেগা অকশনের প্রথম দিন ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য অলআউট ঝাঁপিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তখন মনে করা হয়েছিল, তাঁকেই ক্যাপ্টেন করার পরিকল্পনা নাইটদের। নিলামের দ্বিতীয় দিন অজিঙ্ক রাহানের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটারকে নিয়েছে কেকেআর। তারপরই লড়াইটা ত্রিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপ্টেন্সিতে এগিয়ে অজিঙ্ক রাহানেই। তবে রিঙ্কু কিংবা ভেঙ্কটেশের সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে রিঙ্কুর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। উত্তরপ্রদেশ প্রিমিয়ার

লিগে এ বার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে উত্তর প্রদেশের নেতৃত্বে ছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার। বিজয় হাজারে ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশের নেতৃত্বে রিঙ্কু সিং। সে কারণেই মনে করা হচ্ছে, তাঁর ক্যাপ্টেন্সি মনিটর করা হবে এবং কেকেআরের ভাবনাতেও থাকবে। রিঙ্কু সিং নিজে বলছেন, কেকেআরের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে ভাবনছেন না। ১৩ কোটিতে রিটেন করা হয়েছে রিঙ্কুকে। বিজয় হাজারে ট্রফি শুরুর আগে বলছেন, ''আগামমী আইপিএলে কেকেআরের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে একেবারেই ভাবছি না। এখন আমার ফোকার উত্তর প্রদেশ। ২০১৫-২০১৬ সালে এই টুর্নামেন্ট জিতেছিলাম। ক্যাপ্টেন হিসেবে এই টুর্নামেন্ট জেতাতে চাই।'' উত্তর প্রদেশ প্রিমিয়ার লিগে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন, ''মিরাট ম্যাভেরিক্সকে নেতৃত্ব দেওয়া আমার কাছে দুর্দান্ত একটা সুযোগ ছিল। প্রত্যাশাপূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে। ক্যাপ্টেন্সি উপভোগ করেছি। অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। বোলিংয়েও ফোকাস করছি। উত্তরপ্রদেশের ক্যাপ্টেন হিসেবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি এর জন্য প্রস্তুত।''

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা? ফাঁস প্রাক্তন কোচের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃ আগামীকাল যুবভারতীতে আইএসএলের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এফসির বিরুদ্ধে খেলবে খালিদ জামিলের জামশেদপুর এফসি। তাঁর দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স অনেকটাই বদলে গিয়েছে, বিশেষত আইএসএল শিল্ডের দৌড়ে ফিরতে চায়। খালিদ জামিলের নেতৃত্বে জামশেদপুর এফসি এখন শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হল ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থানে উঠে আসা। গত কয়েকটি ম্যাচে তারা পরপর দুটিতেই জয় লাভ করেছে, যার মধ্যে একটি ছিল পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে এবং আরেকটি মহামেডান স্পোর্টিং। এই জয়গুলোর মাধ্যমে দলটি আবার নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এবং শীর্ষ স্থানে ওঠার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বর্তমানে তারা ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএলের পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে অবস্থান করছে। ইস্টবেঙ্গল এফসির বিপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে খালিদ জামিল তাঁর দলের পরিকল্পনা নিয়ে জানান। তিনি বলেন, ''আমাদের দল মোমেন্টাম ধরে

রাখতে হবে এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দিতে হবে। প্রতিটি ম্যাচই নতুন সুযোগ এবং আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যেন তিনটি পয়েন্ট নিশ্চিত করতে পারি।'' জামিল জানিয়েছেন যে, তাঁর দলের মনোভাব খুবই ইতিবাচক এবং তারা প্রতিপক্ষকে নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। চলতি মরশুমে যখন জামশেদপুর এফসি তাদের ঘরের মাঠে ইস্ট বেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল, তখন দলের পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। সেই ম্যাচে জাপানি ফরোয়ার্ড রেই টাচিকাওয়া গোল করে দলকে এগিয়ে নেন এবং ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডারের একটি আত্মঘাতী গোল ম্যাচটি ইস্পাত নগরীর পক্ষে নিশ্চিত করে। এই জয়টি জামশেদপুরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে খালিদ জামিল এখন সেই ম্যাচকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তিনি বলেন, ''পূর্ববর্তী ফলাফল বা পরিসংখ্যান আমার জন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আগামী ম্যাচে আমাদের কাজ করতে হবে।'' এদিকে, খালিদ জামিল ইস্ট বেঙ্গল এফসির বর্তমান ফর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, ''ইস্টবেঙ্গল একটি ভালো দল এবং তাদের মধ্যে অনেক প্রতিভা রয়েছে। তারা যে কোনও দলকে হারাতে সক্ষম। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, আমাদের দল তাদের চাপ মোকাবিলা করতে পারবে এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্স দিতে পারবে।'' এটি খালিদ জামিলের জন্য একটি আবেগপ্রবণ ম্যাচ হতে চলেছে, কারণ তিনি একসময় ইস্ট বেঙ্গল এফসির কোচ ছিলেন।

চেন্নাই ম্যাচে মুম্বই কোচ ক্রাটকির এই পরিকল্পনা

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বরঃ মুম্বই সিটি এফসি আগামী ২১ ডিসেম্বর নিজেদের ঘরের মাঠ মুম্বই ফুটবল অ্যারেনায় খেলতে নামবে চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে। এই ম্যাচটি আইএসএল ২০২৪-২৫ মরশুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হতে চলেছে। মুম্বই সিটি এফসি ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে তাদের গত নয়টি আইএসএল ম্যাচে অপরাজিত রেকর্ড বজায় রেখেছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাসে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই ম্যাচে নতুন করে পরিকল্পনা করছেন মুম্বাই কোচ পেত্র ক্রাটকি। মুম্বই সিটি এফসি চলতি মরশুমে তাদের শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে দুটো জয় ও দুটো ড্র করেছে, যার ফলে তারা বর্তমানে ১১টি ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে অবস্থান করছে। দলের ফর্ম মিশ্রিত হলেও তাদের পক্ষে ইতিবাচক দিক হল রক্ষণাত্মক পারফরম্যান্স। তারা এখনও পর্যন্ত চারটি ক্লিন শিট ধরে রেখেছে এবং ১৩টি গোল খেয়েছে। যদিও তারা প্রায়ই ড্র করেছে, তাদের রক্ষণ শক্তিশালী থাকার কারণে চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে তারা নিশ্চিতভাবে ভালো কিছু করার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে। মুম্বই সিটি এফসির কোচ পেত্র ক্রাটকি দলের আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক খেলার মধ্যে একটি সঠিক সমন্বয় খুঁজে বের করতে চাইছেন। তিনি বলেন, ''আমাদের আরও ডাইনামিক হতে হবে, সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সেগুলি সফলভাবে

রূপান্তরিত করতে হবে। এগুলি আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।'' অন্যদিকে, চেন্নাইয়িন এফসি তাদের পারফরম্যান্সে অনেকটাই অস্থির। তারা ১২টি ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে। গত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তারা তিন ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। যার ফলে তাদের মরশুমটি কঠিন হয়ে উঠছে। তাদের আক্রমণ অবশ্য কিছুটা ভালো, তবে রক্ষণে তারা কিছুটা দুর্বল, ১৮টি গোল খেয়েছে। বিশেষ করে তাদের দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণাত্মক পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো নয়, যেখানে তারা ১৪টি গোল খেয়েছে, যা সমানভাবে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির সাথে সর্বাধিক। চেন্নাইয়িন এফসির সহকারী কোচ নোয়েল উইলসন বলেছেন, ''গত মরশুমের দ্বিতীয় ভাগে আমরা খেলায় জয়ী হতে শুরু করেছিলাম এবং প্লে-অফে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে আমরা একইরকমভাবে এগিয়ে যেতে চাই।''

বাধ্য করা হয়েছে? ছেলের হঠাৎ অবসর নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য অশ্বিনের বাবার!

চেন্নাই, ২০ ডিসেম্বরঃ অবসরের সময় হয়ে গিয়েছিল। সিনিয়র হিসেবে টিমে আর জায়গা তৈরি করতে পারছিলেন না। নতুন প্রজন্মের প্লেয়াররা হাজির হচ্ছেন। ঘরের মাঠে হোম সিরিজ নেই। কত তত্ত্ব উড়ে বেড়াচ্ছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অবসরকে ব্যাখ্যা করার জন্য নানা যুক্তি সাজানো হচ্ছে। সবই কি জেনে বুঝে তৈরি করা হচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল থেকে? এই প্রশ্ন কিন্তু এ বার আগুন ঝরাতে শুরু করল। অশ্বিনের বাবা খোদ এমন কথা বলে দিয়েছেন, যা নিয়ে সন্দেহ আরও ঘোরতর হচ্ছে। অশ্বিনকে সত্যিই কি বাধ্য করা হল অবসর নিতে?

ভারতীয় ক্রিকেটার মহলের অনেকেই বলছেন, অবসরের সিদ্ধান্ত একেবারে শেষ মুহূর্তে নিয়েছেন অশ্বিন। টিমের কেউই জানতেন না, তিনি ব্রিসবেন টেস্টের শেষবেলায় চমকে দেবেন। বিরাট কোহলি থেকে রোহিত শর্মা, কেউই আগাম আঁচ পাননি। ছেলের অবসর নিতে চলেছেন, বাবা রবিচন্দ্রনও জানতেন না। এই তথ্য কিন্তু বেশ চমকে দেওয়ার মতো। অশ্বিন পরিবারকেন্দ্রীক ছেলে। যা করেন, পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই করেন। কী এমন ঘটল যে, অবসরের মতো বিশাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও পরিবারকে শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন? অশ্বিনের বাবা প্রচারমাধ্যমকে বলেছেন, ''আমি একেবারে শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম, ও অবসর নিতে চলেছে। ওর মাথায় কী চলছিল, আমি একেবারেই জানি না। ও শুধু ঘোষণা করে দিয়েছিল। তবে আমি পূর্ণ সমর্থন করেছি। আমার সে রকম অনুভূতিই হয়নি। তবে যে ভাবে অশ্বিন অবসর নিয়েছে, এক দিক থেকে আমি খুশি। কিন্তু অন্য দিক থেকে অখুশি। কারণ ও খেলাটা চালিয়ে যেতে পারত।'' এই পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। এর পরই অশ্বিনের বাবা বলে দিয়েছেন, ''এটা যদি ওর একান্ত ইচ্ছে থেকে হয়ে থাকে, আমার বলার কিছু নেই। আমি এতে নাকও গলাবতে পারব না। কিন্তু যে ভাবে ও অবসর ঘোষণা করেছে, কিছু একটা কারণ এর পিছনে আছে। যেটা শুধু অশ্বিনই বলতে পারবে। হয়তো অপমানিত হয়েছে।'' অশ্বিনের বাবার এই মন্তব্যের পর কিন্তু নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়ে গিয়েছে। ঠিক এ ভাবেই আগের প্রজন্মের কিছু সিনিয়রকে টিম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যতই আধুনিক হোক, ভারতীয় ক্রিকেটের সেই ধারা আজও বহাল!

সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় ভারতের, ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা আয়ূষী

কুয়ালা লামপুর, ২০ ডিসেম্বরঃ মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে দাপট দেখিয়েই চলেছে ভারত। শুক্রবার শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল তারা। চার উইকেট নিয়ে ভারতকে জিততে সাহায্য করলেন আয়ুষী শুক্ল। অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠে গেল ভারত। বাঁহাতি স্পিনার আয়ুষী চার ওভার বল করে ১০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। তাঁর বোলিংয়ের জেরে শ্রীলঙ্কাকে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯৮/৯ স্কোরে আটকে রাখে ভারত। আর এক বাঁহাতি স্পিনার পারুনিকা সিসোদিয়া দু'উইকেট নিয়েছেন। ভারতের দাপট এতটাই ছিল যে সুমুদু নিশনসলা (২১) এবং

অধিনায়ক মানুদি নানায়াক্কারা (৩৩) ছাড়া কেউ দু'অঙ্কের রান ছুঁতে পারেননি। তবে রান তাড়া করতে নেমে ভারতেরও শুরুটা ভাল হয়নি। তৃতীয় বলেই ওপেনার ঈশ্বরী আসওয়ারে নিজের দোষে রান আউট হন। শ্রীলঙ্কার চামোদি প্রবোদার (৩/১৬) বোলিংয়ের সামনে ভারতীয় দল ভাল খেলতে পারেনি। তবে জি কমলিনী (২৮) এবং গোঙ্গাড়ি তৃষা (৩২) ভারতকে জয়ের রাস্তায় পৌঁছে দেন। তাঁরা আউট হওয়া পর ১৭ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে ৩১ বল বাকি থাকতে জেতান মিথিলা বিনোদ। প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে ৯ উইকেটে হারিয়েছিল ভারত। এর পর বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাকে হারাল। তবে নেপাল ম্যাচে কোনও ফলাফল হয়নি।

বিসিসিআইয়ের সচিব পদে নির্বাচন কবে? প্রকাশ্যে দিনক্ষণ

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বরঃ ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন জয় শাহ। সেই জায়গায় বিসিসিআইয়ের কার্যনির্বাহী সচিব হয়েছেন দেবজিৎ সইকিয়া। কিন্তু পাকাপাকিভাবে নতুন সচিব কবে নিয়োগ কবে? তারও দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হল। বোর্ডের বার্ষিক সভা আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কার্যনিবাহী হিসেবে দেবজিৎকে দায়িত্ব সামলাতে হবে না। পরের বছরের ১২ জানুয়ারি বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। সেখানেই ঠিক হয়ে যাবে জয় শাহের উত্তরসূরি কে হবেন? সেই সঙ্গে আরও পদ ফাঁকা হচ্ছে। বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ আশিস সেলার যেহেতু সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী হয়েছেন, তাই লোধা কমিটির নিয়ম অনুযায়ী তিনিও বিসিসিআইয়ের পদে থাকতে পারবেন না। ফলে কোষাধ্যক্ষের পদও পূরণ করতে হবে। বোর্ড গঠনতন্ত্রের নিয়ম বলে, যে কোনও পদাধিকারীর শূন্যস্থান পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ, নিয়ম ধরলে আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নতুন সচিব বেছে নিতে হবে বোর্ডকে। সেই হিসেবে ৪৩ দিনের মাথায় ১২ জানুয়ারি দিনটি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকা হচ্ছে। পিটিআইকে বলা এক সূত্রের খবর অনুযায়ী, ''বৃহস্পতিবার অ্যাপেক্স কাউন্সিল মিটিংয়ের পর প্রতিটি রাজ্য সংস্থাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আগামী ১২ জানুয়ারি বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তরে বিশেষ সাধারণ সভা হবে।''

ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা আইসিসির, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং বিশ্বকাপ

ইসলামাবাদ, ২০ ডিসেম্বরঃ অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জট ছাড়ল। প্রত্যাশা মতোই ভারতের দাবি মেনে নিল আইসিসি। অবশ্য পাকিস্তানের কিছু দাবিকেও দেওয়া হল মান্যতা। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে পাকিস্তানে। কিন্তু ভারত ওয়াঘার ওপারে খেলতে যেতে নারাজ। তা আইসিসিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকেই তৈরি হয় জট। পাকিস্তান থেকে টুর্নামেন্ট সরে যেতে পারে, এমনও বলা হচ্ছিল। আইসিসি মোটামুটি এশিয়ান ক্রিকেটে একটা ভারসাম্য বজার রাখার চেষ্টা করল। তাতে অনেক সিদ্ধান্তই নেওয়া হল। সেগুলো কী কী? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাইব্রিড মডেলেই হবে। অর্থাৎ ৮ দলের টুর্নামেন্টে সাতটা দল পাকিস্তানে খেলতে পারে। কিন্তু ভারতীয় যাবতীয় ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ কোনও দেশের মাঠে। সে ক্ষেত্রে দুবাই হতে পারে ভারতের ভেনু। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের দাবি মানার পাশাপাশি বিসিসিআইকেও অনেকগুলো দাবি মেনে নিতে হচ্ছে। ২০২৪ সাল থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত, যে সব আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে ভারত, পাকিস্তান তাতে অংশ নেবে ঠিকই, কিন্তু খেলবে নিরপেক্ষ ভেনুতে। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ ভেনুই রাখতে হবে। এটা ভারতীয় বোর্ডের পক্ষে হজম করা কঠিন হলেও মেনে নিতে হয়েছে। কারণ আইসিসির বোর্ড নির্বাচন রয়েছে এর মধ্যে। পাকিস্তানের মতো দেশকে চটাতে চাইছে না বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। ২০২৫ সালে ভারতের মাটিতে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। পাকিস্তান নিরপেক্ষ দেশে খেলবে। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সে ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে থাকলেও শ্রীলঙ্কার মাটিতে হবে দুই যুযুধান দেশের ম্যাচ। একই সঙ্গে ভারতের ওই দেশে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি না খেলায় পাকিস্তানের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তা সামাল দেওয়ার জন্য ২০২৮ সালে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজকের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানকে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের আর্থিক ক্ষতির কথা ভেবে একটি তিন বা চার দেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ করার অনুমতি দিতে পারে আইসিসি। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে শেষবার এমন সিরিজ হয়েছিল। ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। তবে তিন দেশীয় টুর্নামেন্ট হলে পূর্ণ এশিয়ান সদস্য নিতে হবে। চার দেশীয় হলে আধা সদস্য কাউকে নিলেও চলবে। তবে এই সিরিজ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পিসিবি এবং আইসিসি।

নষ্ট প্রতিভা? নিজেই নিজের শত্রু, পৃথ্বীকে নিয়ে মন্তব্য মুম্বই ক্রিকেট কর্তার!

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বরঃ 'হা ঈশ্বর, আর কত কী করতে হবে!' বিজয় হাজারে ট্রফির টিম থেকে বাদ পড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন পৃথ্বী শ। কেউ কি সহানুভূতির চোখে দেখেছেন? যত দিন যাচ্ছে, নিজের পক্ষে আর লোক খুঁজে পাচ্ছেন না পৃথ্বী শ। একে একে বাদ পড়ে যাচ্ছেন টিম থেকে। রঞ্জি ট্রফির টিম থেকে বাদ গিয়েছেন আগেই। এ বার ওয়ান ডে টিম থেকে বাদ দেওয়া হল। প্রচার করা হচ্ছিল, পৃথ্বী নাকি নিজেই সরে দাঁড়িয়েছেন মুম্বই টিম থেকে। তা আসলে নয়, ফিটনেস, শৃঙ্খলা, ফর্ম-এই তিন কারণেই টিম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এতেই শেষ নয়, সিনিয়ররাও তাঁকে আর টিমে চাইছেন না। আচরণ নাকি এতটাই খারাপ। পৃথ্বীর মতো চরম প্রতিভাবান ক্রিকেটারের এই পরিণতি কেন? মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক সিনিয়র কর্তা মুখ খুললেন। জানা যাচ্ছে, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলার জন্য ভোর ৬টায় টিম হোটেলে পৌঁছেছিলেন। তার আগে নাকি সারারাত পার্টি করেছেন। এমনকি টুর্নামেন্ট চলাকালীনও প্রায়ই রাতভোর পার্টি করেছেন। প্র্যাক্টিসেও নিয়মিত যেতেন না। পৃথ্বী যে নষ্ট প্রতিভা, মেনে নিচ্ছে ক্রিকেট মহলও। ওই পৃথ্বীর এই দশা হল কেন? রঞ্জি টিম থেকে বাদ দেওয়ার পর যাতে ফিটনেস বাড়াতে পারেন, এমসিএ-র অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং করতে বলা হয়েছিল তাঁকে। পৃথ্বী নিয়মিত ট্রেনিংই করেননি। একটা জিনিস পরিষ্কার, মুম্বই টিমের পরিবেশ

কর্তার পরিষ্কার বক্তব্য, 'আর কেউ নয়, পৃথ্বী নিজেই নিজের শত্রু।' ফিটনেস মান এত তলানিতে, মাঠে লুকোতে হয়েছে তাঁকে। মুম্বই চ্যাম্পিয়ন হলেও কার্যত ১০ জনে ফিল্ডিং করতে হত। একটু দূর দিয়ে যাওয়া বল ধরতেই পারতেন না। খানিকটা হলেও পৃথ্বীর জন্য খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তাই তাঁকে বাদ দেওয়ার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ওই কর্তার কথায়, ''পরিস্থিতি এমন যে, টিমের সিনিয়ররা ওর আচরণ নিয়ে অভিযোগ করেছে।''

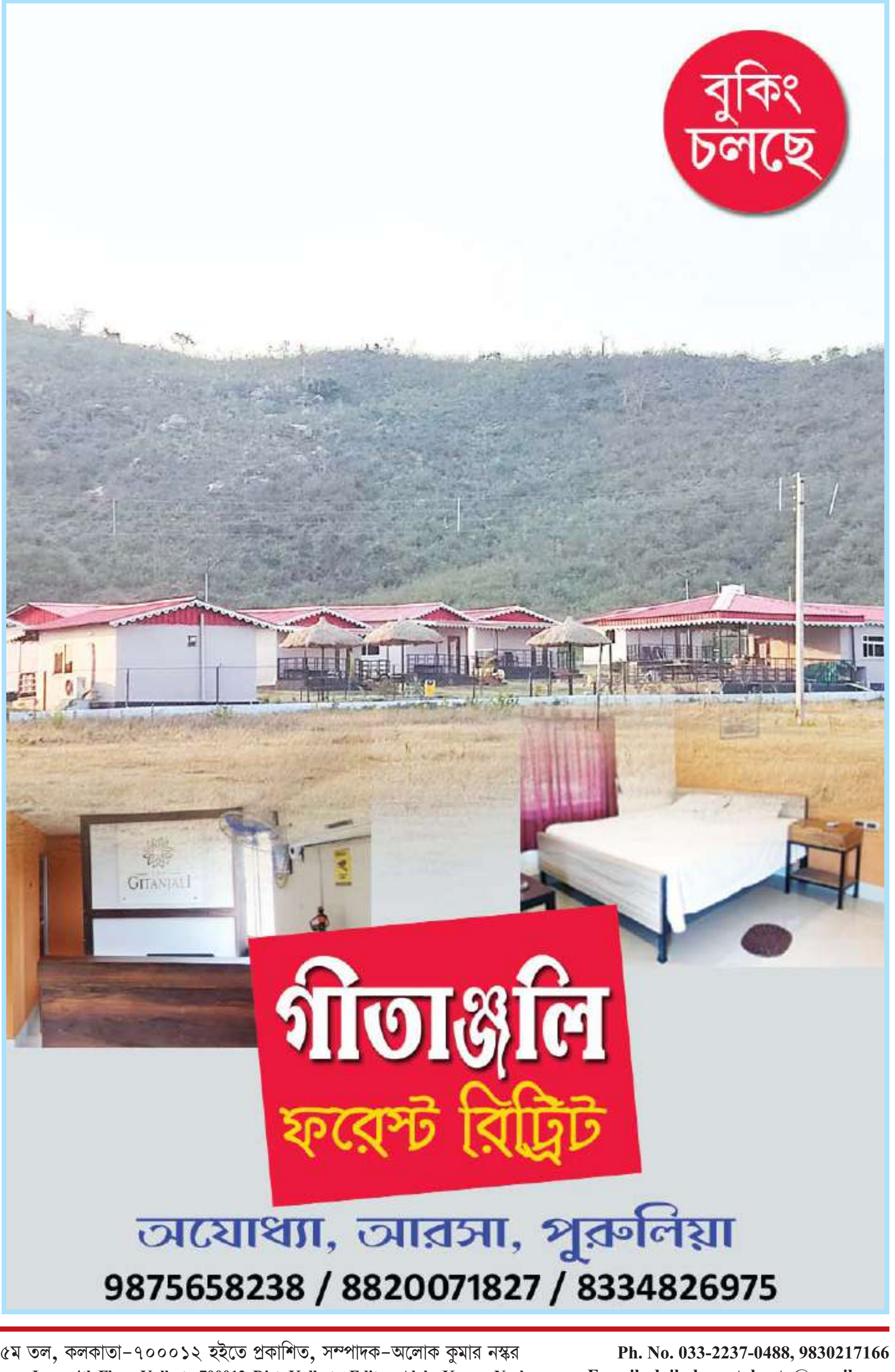

'আপনারা কি আনন্দ পাননি'
থ্রিলার লিখে ইউনাইটেডকে বিদায় করে বললেন টটেনহাম কোচ

লন্ডন, ২০ ডিসেম্বরঃ 'আপনারা কি আনন্দ পাননি'- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল শেষে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছেন টটেনহাম কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু। ম্যাচটা যাঁরা দেখেছেন, পোস্তেকোগলুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের সবারই হাত তোলার কথা। এমন ম্যাচ তো আর সব সময় দেখা যায় না, যখন জয়-পরাজয় ছাপিয়ে খেলা দেখার আনন্দই বড় হয়ে ওঠে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও তাদের সমর্থকদের হয়তো সেই আনন্দ উপভোগ করার কথা নয়, তবে এর বাইরে সবারই এই ম্যাচ দেখে মন ভরে যাওয়ার কথা। স্পার্স সমর্থকদের তো কথাই নেই। ইউনাইটেডের বিপক্ষে এই ম্যাচের আগেই প্রিমিয়ার লিগে কোচিং করানোকে প্রধানমন্ত্রীর চাকরির চেয়েও কঠিন বলে মন্তব্য করেছিলেন পোস্তেকোগলু। সেই উত্তাপটা যেন কাল রাতে ডাগআউটে আবারও টের পেলেন গ্রিসে জন্ম নেওয়া এই অস্ট্রেলিয়ান কোচ। তবে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ হাসিটা তিনিই হেসেছেন। কারাবাও কাপের সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে টটেনহাম ইউনাইটেডকে হারিয়েছে ৪-৩ গোলে। টটেনহামের মাঠে ৬২ মিনিট পর্যন্ত স্পার্সদের যে জয়টা খুব

সহজেই আসবে বলে মনে হচ্ছিল। আয়োজকরা এগিয়ে গেছে ৩-০ গোলে। জোড়া গোল করেছেন ডমিনিক সোলাঙ্কি, অন্য গোলটি দেজান কুলুসোভস্কি। নাটকের শুরু এরপরই। ৬৩ থেকে ৭০-এই সাত মিনিটের মধ্যে ২ গোল শোধ করে ম্যাচের রং পাল্টে দেয় ইউনাইটেড। গোল দুটি করেন জশুয়া জিরেকজে ও আমাদ দিয়ালো। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে আগের ম্যাচের স্মৃতিই হয়তো ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে ইউনাইটেড। পিছিয়ে পড়েও জিততে যাচ্ছে। ৮৮ মিনিটে সন হিউং-মিন গোল করে ব্যবধান ৪-২ করে দেওয়ার পর সেই সম্ভাবনা একটু মিইয়ে যায়। এরপরও হাল ছাড়েনি ইউনাইটেড। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে গোল করে জনি ইভান্স নাটকীয় কিছুর সম্ভাবনায় জিয়নকাঠি ছোঁয়ান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হয়নি। কারাবাও কাপের শেষ আট থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে 'রেড ডেভিল'দের। এ তো শুধু গোলের হিসাব। এই ম্যাচ তো সেসব ছাড়িয়ে ফুটবলের এক আনন্দ প্রদর্শনী। ম্যাচ শেষে দলের কোচ পোস্তেকোগলু তাই বলতে পারেন, ''আমি ফুটবল ভালোবাসি এবং যারা আনন্দ দেওয়ার জন্য মাঠে খেলতে নামে, তাদের খেলা দেখতে পছন্দ করি। আমরাও সাফল্য চাই, তবে সেটা সম্ভব হবে না যদি আমরা সবকিছু এমন জটিল করে ফেলি। কিন্তু এমনও না যে আমরা মাঠে নেমে ১-০ গোলের জয়ের জন্য খেলব।'' ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম এই পরাজয়কে ব্যাখ্যা করছেন ৮ মিনিটের ব্যর্থতায়, ''ম্যাচজুড়ে আমরা সেরা দল ছিলাম না। কিন্তু কিছু কিছু অংশে আমরাই সেরা ছিলাম। আমার ধারণা ম্যাচের ৮ মিনিট (৪৬ থেকে ৫৪ মিনিট) আমরা ম্যাচে ছিলাম না, যা পুষিয়ে ওঠা সত্যিই কঠিন ছিল। তবে ছেলেরা অনেক চেষ্টা করেছে।'' তা তো করেছেই। করেছে বলেই না এমন আনন্দময় এক ফুটবলের সাক্ষী হয়ে থাকলেন দর্শকেরা, যাতে টটেনহামের কৃতিত্ব বেশি হতে পারে, তবে শুধু টটেনহাম কি আর তা পারত!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com